



प्रिनिक उर् १९७५ वर् কলকাতা শিলিগুড়ি ৮ চৈত্র ১৪২৯ বৃহস্পতিবার ২৩ মার্চ ২০২৩ https://m.facebook.com/DainikStatesmanofficial/ https://mobile.twitter.com/statesmandainik?lang=en ৮ পৃষ্ঠা

বিপত্তি কঙ্গনার – ৭

আবার চাকরি দেব : মদন মিত্র – ৩

জোড়া মাইলফলকের

www.dainikstatesmannews.com



সূর্যোদয় — ৫ টা ৪৪ মিনিট সূর্যাস্ত — ৫ টা ৪৫ মিনিট

পূর্বাভাস আগামী ২৪ ঘণ্টার পূৰ্বাভাসে আবহাওয়ার হয়েছে, আকাশ থাকবে মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

দিনের তাপমাত্রা

আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ৩২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৩ শতাংশ; সর্বনিম্ন ৪৭ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়) সামান্য।

দেশে দৈনিক কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার মৃত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার দেশে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার পেরোল। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দেশে কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন ১১৩৪ জন। এক দিনে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। মৃতেরা ছত্তীসগঢ় দিল্লি, গুজরাত, মহারাষ্ট্র এবং কেরালার বাসিন্দা। দেশে এখনও পর্যন্ত কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৫৩০৮১৩ । দৈনিক কোভিড পজিটিভিটির হার ১.০৯ শতাংশ। সাপ্তাহিক হার ০.৯৮ শতাংশ। দেশে এখনও পর্যন্ত ৪.৪৬ কোটি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, কোভিড নিয়ে এখনই উদ্ধেগের কারণ নেই। টিকাকরণ এবং পরীক্ষার উপর জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। প্রসঙ্গত, শীত, গরমএই আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে প্রতিবছরই অসুস্থতা বাড়ে। কিন্তু গত কয়েক মাসে বাড়তে শুরু করেছে এক ধরনের নাছোড় জ্বর-সর্দিকাশি-শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাও। এর পাশাপাশি, অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে শিশুরাও। এর মধ্যেই করোনার দৈনিক সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার ভাঁজ

পুরসভার চাকরিতে নতুন নিয়ম, জানালেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি— পুরসভায় নিয়োগ দর্নীতির বিষয় সামনে এসেছে। অয়ন শীলের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত ৪০০-র বেশি ওএমআর শিট। অভিযোগ, রাজ্যের ৬০ পুরসভায় পাঁচ হাজার বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। বুধবার রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, পুরসভাগুলিতে গ্রুপ ডি নিয়োগের ক্ষেত্রে এবার নতুন নিয়ম চালু হবে। তাঁর কথায়, গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের পুরোটাই হবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে। একটি কমিটি গড়ে জেলাশাসক এই নিয়োগ প্রক্রিয়া মনিটর করবেন। অন্যান্য নিয়োগ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হবে। ভুয়ো নিয়োগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কোনও কিছু জানা নেই। একটা তদন্ত হচ্ছে। তারমধ্যে আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু করছিনা।' সেইসঙ্গে তিনি এও বলেন, পুর নিয়োগে যা যা দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে সে ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। অভিযোগ, এই অয়ন শীল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তা ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে সমন্বয় করেই পুরসভায় নিয়োগে বিপুল দুর্নীতি করেছিলেন। রেট বেঁধে চাকরিতে নিয়োগ হয়েছিল। পুরসভার গাড়ির চালক, টাইপিস্ট, ক্লার্ক, গ্রুপ ডি, সাফাইকর্মী-একএকটা পদের জন্য একএকরকম দরে বিক্রি হয়েছে চাকরি। ইডি আদালতে জানিয়েছে, তাদের প্রাথমিক অনুমান এই চাকরি বিক্রি করে ৫০ কোটি টাকার বেশি তোলা হয়েছে। ফিরহাদ যদিও জানিয়েছেন, তাঁর কিছু জানা নেই।

সুযোগ পেলে তৃণমূলকর্মীদের

দুয়ারে সরকার টাস্ক ফোর্স গড়ে পরিষেবা দেবে রাজ্য সরকার— ৫

সামনে মেসি – ৮

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে উষ্ণ অভ্যর্থনার পর 'বাংলা নিবাস'-এর জমি পছন্দ করলেন মমতা

ভাঙা ওড়িয়ায় বললেন, 'জমি দেখুন্তি, খুশি আছুন্তি, নবীনজিকে সাথ মিলুন্তি'

নিজস্ব প্রতিনিধি — তিনদিনের ওডিশা সফরের দ্বিতীয় দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে মা-মাটি-মানুষের নামে সক্ষল্প করে পুজো দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দির কর্তৃপক্ষও জগন্নাথের মূর্তি, মন্দিরের ধ্বজা উপহার দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মমতাকে। এর আগে পুরীতে বাংলার জন্য প্রস্তাবিত গেস্ট হাউসের জমি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে জমি পরিদর্শন ও নির্বাচন করে মুখ্যমন্ত্রী ভাঙা ভাঙা ওড়িয়া ভাষায় বলেন, জমি দেখুন্তি, খুশি আছুন্তি, নবীনজিকে সাথ মিলুন্তি। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে বৈঠক আছে মমতার। সেই বৈঠকেই স্থির করা হবে পুরীতে বাংলা নিবাসের জন্য কতটা জমি কী শর্তে পাওয়া যাবে।

পুরীতে বেড়াতে গিয়ে বাঙালি পর্যটকদের হোটলে না পাওয়া নিয়ে ভোগান্তি কমাতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণেই পুরীতে বাংলা অতিথি নিবাস গড়ে তোলার জন্য অনেক দিনের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। ওড়িশা সফরের ততীয় দিনেই বাংলা নিবাস' তৈরির জন্য জমি পছন্দ করলেন তিনি। তবে কতটা জমি পাওয়া যাবে এবং সেখানে কত বড় 'বাংলা নিবাস' বানানো হবে তা নিয়ে অবশ্য কোনও কথা বলেননি তিনি।

প্রসঙ্গত ওড়িশা সরকার নিউ পুরী এলাকায় বিভিন্ন রাজ্যের নিবাস বানানোর জন্য জমি লিজ দিচ্ছে। বুধবার সেই জমি দেখতে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে ওডিশা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এবারের সফরে বাংলা আবাস নির্মাণের বিষয়ে আধািকারিকদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন মমতা। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ৯৯ বছরের জন্য লিজে জমি পট্টনায়েকের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে মমতার। এই বৈঠককে অবশ্য সৌজন্য সাক্ষাৎই বলছেন তিনি। তবে আজকের বৈঠকেই বাংলা নিবাসের জন্য জমি নিয়ে নবীন দেখে এলেন। পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা হবে মমতার।



বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁকে মন্দিরের তরফে একটি জগনাথের মূর্তি উপহার দেওয়া হয়। মমতাও প্রশংসা করেন মন্দিরে সেবায়েতদের। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টানায়েক, জগন্নাথ মন্দিরের দৈতাপতি, ওড়িশার সচিব তাঁকে প্রস্তাবিত বঙ্গভবনের জন্য জমি দেখান। প্রশাসনকে কৃতজ্ঞতা জানান।

ভার। বাঙালির সেই প্রিয় গন্তব্য স্থলে এবার রাজ্য পরিকল্পনায় থেমে না থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

আসলে ওড়িশায় বঙ্গভবন তৈরির পরিকল্পনা কোনও জমি পাওয়া যায় কিনা, সেটা দেখা হচ্ছে। পুরীতে বাংলা নিবাসের জমি পছন্দ করার পরে বুধবার দীর্ঘদিনের। মুখ্যমন্ত্রী পুরীতে উড়ে যাওয়ার আগেই

সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। সেইমতো ওড়িশা সফরে বিতীয় দিন জগন্নাথ দর্শনের আগেই তিনি বেরিয়ে পডেছিলেন জমি দর্শনে। খোদ ওডিশা সরকারের

মুখ্যমন্ত্রী প্রথম যে জমিটি প্রথমবার দেখতে পরী যাননি বা যাওয়ার ইচ্ছে নেই এমন বাঙালি মেলা গিয়েছিলেন সেটি চিল্কা রোডে। ত্রিপরের বালিয়াপণ্ডা এলাকায়। ওড়িশা সরকার সম্ভাব্য যে জায়গায় পুরীর দেবে ওড়িশা সরকার। আজ বৃহস্পতিবার নবীন সরকারের গেস্ট হাউস তৈরিতে উদ্যত হয়েছে। শুধু বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা করছে, ঠিক তার পাশেই এই জমিটি। জগন্নাথ মন্দির এবং সমুদ্র সৈকত থেকে। বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সেই গেস্টহাউসের জন্য সম্ভাব্য জমি জমিটি অনেকটা দুরে হওয়ায় রাজ্য সরকার আরও কয়েকটি জমি দেখছে। এই দুটি জায়গার কাছাকাছি

দুর্নীতির দায়ে

জর্জরিত

এখানে রাজ্য সরকারের গেস্ট হাউস থাকলে পর্যটকদের সুবিধা হবে। মমতা জানিয়েছেন, বাংলার গেস্ট হাউস আসা ধ্বজাটিও তোলা হয়েছে মন্দিরের মাথায়। এজন্য তৈরিতে ওড়িশা সরকার পুরোপুরি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। এমনকী বৃহস্পতিবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে বৈঠকেও এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন পুজো দেওয়ার পরে গোটা মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন। পুজো দিয়ে আসার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, মা-মাটি-মানুষের জন্য জানান মমতা। পুজো দিয়েছি। আমি চাই সকলে ভালো থাক, সুখে থাক। মুখ্যমন্ত্রী জমি দেখতে গিয়ে বলেন, আমি জানি মন্দিরের আকর্ষণীয় ধ্বজ তোলার অনুষ্ঠানও দেখেছেন

বাংলার বহু পর্যটক ওডিশায় আসেন। পুরীতে আসেন। মমতা। এদিন তাঁকে পুরনো ধ্বজটি উপহার দিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মমতা

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন অন্যান্য পর্যটকদেরও পুরীর প্রতি বাঙ্চালির একটা অমোঘ টান রয়েছে। প্রবেশাধিকার ছিল সেখানে। প্রায় একঘন্টার মতো সময় পুরীর মন্দিরে কাটিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অভ্যর্থনার জন্য জগন্নাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ

আজ বৃহস্পতিবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জীবনে আনন্দ আসুক। পুজো দেওয়ার পাশপাশি জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হবে।

পাঁচ দফায় ৫৫ লক্ষ টাকা শ্বেতাকে দিয়েছিলেন অয়ন

পঞ্চায়েতে চাকরি করতেন চাকরি ছেড়ে দেন ২০২০ সালে। তবে তার আরও দু'বছর সাবাডি' ছবিতে কাজ করেছেন শ্বেতা। যদিও কাজ করার

তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রার্থীরা চাকরি পাননি। অয়নের গঙ্গোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হতে এক পারিবারি অনুষ্ঠানে ক্যাটারিংয়ের কাজ করেছিলেন হয়েছে অয়ন শীলকে। এবার অয়ন ঘনিষ্ঠ শ্বেতা চক্রবর্তীর তাঁর প্রতিবেশী বলরাম দাস। ১ লক্ষেরও বেশি টাকায় চুক্তি অ্যাকাউন্টে পাঁচ দফায় ৫৫ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছিল হলেও মাত্র ২০ হাজার টাকা দেন অয়ন। বাকি টাকা বলে জানতে পেরেছেন ইডি'র আধিকারিকরা। এই টাকা আজও পাননি বলরাম। এখনও পর্যন্ত অয়ন শীলের ৩২টি ট্রান্সফার করেছিলেন অয়ন। কী কারণে এত বিপুল অ্যাকাউন্টের খোঁজ মিলেছে। উত্তর ২৪ পরগনার পরিমাণ টাকা শ্বেতাকে পাঠানো হয়েছিল, তার কামারহাটি পুরসভার ঠিক উল্টো দিকে জগন্নাথ নিকেতনে তথ্যানুসন্ধানে ইডি'র তদন্ত চলছে। উল্লেখ্য, একই টিকার উৎস স্থানে ইডি কর্মেনের একটি ফ্ল্যাট রয়েছে বলে জানা গেছে। এই ফ্ল্যাটে

অয়ন শীল ও শ্বেতা চক্রবর্তী। বলাগড়ের ডুমুরদহ থাকতেন। এই আবাসনের আবাসিকরা বলছেন, মামা-নিত্যানন্দ পুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজের ভাগ্নীর পরিচয় দিয়ে তাঁরা থাকতেন। গত সপ্তাহে গাডি স্কিল টেকনিক্যাল পাসন হিসেবে কাজ করতেন নৈহাটির সকরে শ্বেতাকে তাঁরা এখানে আসতে দেখেছিলেন। শ্বেতার শ্বেতা। আর সেই পঞ্চায়েতে অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি জেলাপাড়ায়। তাঁর বাবা হিসেবে অয়ন শীল কাজ করতেন। কিন্তু অয়ন অফিসে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী ছিলেন। বিলাসবহুল গাড়ি চড়ে নিয়মিত না আসলেও বেতন কিন্তু তলতেন নিয়মিতভাবে। যাতায়াত করতেন শ্বেতা। মডেলিংয়ের সঙ্গেও যক্ত ছিলেন বিষয়টি বলাগডের বিডিও জানতে পারেন কর্মীদের তিনি। শ্বেতা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। কামারহাটি পরসভাতেও মাধ্যমে। এরপর অয়ন শীলকে শোকজ করা হয়। অয়ন চাকরি করেছেন। অয়নের প্রযোজনা সংস্থা 'কাবাডি আগে শ্বেতা চাকরি ছাড়েন ২০১৮ সালে। ব্যান্ডেলের জন্য তিনি কোনও পারিশ্রমিক নেননি। তার পরিবর্তে তৃণমূল নেতা শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ২০১৮ সালে তাঁকে হন্ডা সিটি গাড়ি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন অয়ন আত্মঘাতী হয়েছিলেন। সেই সময় সুইসাইড নোটে তিনি অয়নের প্রযোজনা সংস্থার এ স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতেও কাজ অয়নের নাম উল্লেখ করেছিলেন। জানা গেছে, বিভিন্ন করেছেন শ্বেতা। 'কাবাডি কাবাডি' ছবিটি পরিচালনা জনের কাজ থেকে ২ কোটিরও বেশি টাকা তুলে অয়নকে করেছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক কৌশিক

পৌরসভা! पकारा पकारा বিক্ষোভ সিপিএমের নিজস্ব প্রতিনিধি— কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা শুরু করেছিল

> শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্ত। তা অয়ন শীলের হাত ধরে আপাতত গিয়ে ঠেকেছে পুরসভার ক্ষেত্রেও। আর যাকে ঘিরে বর্তমানে সরগরম রাজনীতি। এবার এই দুর্নীতিকে সামনে রেখে ধুন্ধুমার কান্ড বাঁধলো একসময় রাজ্য কাঁপিয়ে যাওয়া সিপিএম কর্মী সমর্থকরা। দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সামনে এদিন দুপুরে সিপিআইএম সমর্থকরা পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল করে। এই বিক্ষোভে এদিন নেতৃত্ব দেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ড লীর সদস্য পলাশ দাস। সিপিএমের বক্তব্য, কয়েকদিন আগে দলীয় পত্ৰিকা কেনার জন্য কিছু দোকানদারকে শাস্তি দিয়েছিল তৃণমূল। এখন সেই তৃণমূলই ঘরে ঢুকে গেছে। তবে শুধু দমদম নয়। এদিন বিকেলে পানিহাটি পুরসভার গেটে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম কর্মী সমর্থকরা সিপিএম নেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, নবান্ন থেকে পুরসভা! গোটা তৃণমূলটাই দুর্নীতিতে মোড়া। পানিহাটির একটা সম্মান আছে। তৃণমূল সব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি তদন্ত করে অবিলম্বে মাথাকে ধরুক। পাল্টা পানিহাটির তৃণমূল নেতা

রেয়াত করবে না। উল্লেখ্য, একটি কিংবা দুটি পৌরসভা নয়। অয়ন শীলের বাড়ি এবং অফিসের তল্লাশি চালিয়ে ব্যারাকপুর মহকুমার একাধিক পৌরসভার নাম সামনে এসেছে। যেই তালিকায় রয়েছে পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, উত্তর দমদম, হালিশহরের মতো একের পর এক পুরসভার নাম। যেখানে টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়েছে বলে অনুমান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের।

কমল দাস বলেন, -কিছু চুনোপুঁটি

বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন,

এই দুর্নীতির দায় তাদেরই নিতে

হবে। দল কোনও দুর্নীতিবাজকে

দূর্নীতি করেছে। মমতা

গ্রুপ সি-র চাকরিহারাদের আর্জি শুনল না হাইকোট

নিজস্ব প্রতিনিধি— এসএসসির গ্রুপ সি-র চাকরিতে শ্ন্যপদে দ্রুত নিয়োগের নির্দেশ আদালত দেওয়ায় নিয়োগের জন্য কাউন্সেলিংয়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মীরা। কিন্তু কাউন্সেলিংয়ে স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার আদালতের এই নিদেশের ফলে গ্রুপ সি-র শুন্যপদে কর্মী নিয়োগে আর কোনও বাধা রইল না। এর আগে অবৈধ নিয়োগের অভিযোগে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছিলেন এসএসসির গ্রুপ সি-র ৮৪২ জন কর্মী। আদালত বলেছিল, এর ফলে যে শূন্যপদ তৈরি হয়েছে, তাতে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আদালতের নির্দেশ মেনে প্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল এসএসসি। কিন্তু সেই কাউন্সেলিংয়ে স্থগিতাদেশ দাবি করেন চাকরিহারারা। আদালতে চাকরিহারাদের আইনজীবী সিবিআইয়ের উদ্ধার করা ওএমআর শিট নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ওই শিটগুলি যে বিকৃত করা হয়নি, তার নিশ্চয়তা কোথায়-প্রশ্ন তাঁর।

এর উত্তরে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানায়, ওএমআর শিট শুধুমাত্র কোনও স্ক্যানড কপি নয়, এতে অনেক জটিল প্রযুক্তি থাকে। 'ওএমআর কোনও সাধারণ কাগজের টুকরো নয়। এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ প্রযুক্তি রয়েছে। এর সঙ্গে একটা আনসার স্ট্রিং থাকে। যারাদ্বারা এর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। ওএমএর এসএসসির অফিসে স্ক্যানও করা। হয়' আদালতে জানিয়েছেন তিনি।

চাকরি খোয়ানো কর্মীদের অন্য এক আইনজীবী এদিন এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং জেলা স্কল পরিদর্শকের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন। 'সবাই তো এদের অনুমতি নিয়েই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। সবার ভূমিকাই খতিয়ে দেখা উচিত' দাবি তাঁর।

স্কলে গ্রুপ সি বা তৃতীয় বিভাগের কর্মী নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের উপর স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। চাকরিচ্যুতদের আইনজীবী অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ চাইলেও তা মঞ্জুর করেনি উচ্চ আদালত। গ্রুপ সি-তে জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট। চাকরিচ্যুতরা আদালতে আবেদন করলে বুধবার চাকরিহারাদের আইনজীবী সওয়ালে বলেন, "এসএসসি-র বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এর থেকে রেহাই পাওয়া উচিত নয় মধ্যশিক্ষা পর্যদ এবং জেলা স্কল পরিদর্শকেরও।" তাঁর যুক্তি, "সবাই তো এদের অনুমতি নিয়েই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাই সবার ভূমিকাই খতিয়ে দেখা উচিত।" এর পর আইনজীবী বলেন, "তার পর খেলা হবে।" যদিও ওই শব্দবন্ধ প্রত্যাহার করে নিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার। চাকরিচ্যুতদের আর এক আইনজীবী তখন বলেন, "নাইসা থেকে উদ্ধার করা উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট দিয়েই এত কিছু পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কিন্তু নাইসার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার ওই সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।" আদালতে তাঁর প্রশ্ন, "সিবিআইয়ের উদ্ধার করা ওএমআর শিট যে বিকৃত করা হয়নি, এর নিশ্চয়তা কোথায়?"

বিধানসভায় শপথ বায়রনের, সংবর্ধনা বিজেপি বিধায়কদের

নিজস্ব প্রতিনিধি— বিধানসভায় বুধবার শপথ নিলেন সাগরদিঘির সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। বাম সমর্থিত কংগ্রেস বিধায়ক বায়রনকে এদিন শপথ বাক্য পাঠ করালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইরনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিষদীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু। কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন দুই প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র এবং নেপাল মাহাতো। বিজেপির তিন বিধায়ক অম্বিকা রায়, সত্যেন রায় এবং বঙ্কিম ঘোষ এদিন উপস্থিত ছিলেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের শেষে পুষ্পস্তবক দিয়ে বাইরনকে শুভেচ্ছা জানান বিজেপির এই তিন বিধায়ক। শপথ নেওয়ার পরে বায়রন বিশ্বাসকে স্পিকার নিজের বসবেন, সেটা স্পিকার তাঁকে জানিয়ে দেবেন পরে।

নজিরবিহীনভাবে এদিন বায়রনের হাতে একগুচ্ছ ফুল দিয়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানান বিজেপি বিধায়করা। জানা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশেই বিজেপি বিধায়কদের তরফে বায়রনকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী বায়রনকে বিজেপির শুভেচ্ছা জানানোয় রাজ্যের সব বিরোধীদের মধ্যে আঁতাতের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বায়রন বিশ্বাসের শপথ অনুষ্ঠানে বিতর্ক জড়িয়ে রয়েছে।

সাগরদিঘি উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে একটি ফেস্টুন দেখিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দাবি করেছিলেন বাম-কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস আসলে বিজেপির লোক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও এক ছবিতে দেখা গিয়েছে বায়রনকে। অপসংস্কৃতিসম্পন্ন কংগ্রেস নেতা।



ঘরে ডেকে নেন। বিধানসভায় বায়রন বিশ্বাস কোথায় উপনির্বাচনের <mark>আ</mark>গেই তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাম-বাম-কংগ্রেসের অশুভ আঁতাত হয়েছিল। উপনির্বাচনের পরেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন বায়রন বিজেপির লোক। কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী করেছে। আর বামেরা সমর্থন করে জিতিয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ যে সত্যি. তা স্পষ্ট হয়ে

গেল বুধবার বায়রনের শপথ অনুষ্ঠানে। অন্যদিকে শপথ গ্রহণের আগেই একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওর সূত্র ধরে তৃণমূল নেতা সঞ্জয় জৈনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে বায়রন বিশ্বাসকে। ওই ভিডিওতে দেখা ফুটেজ অনুযায়ী বায়রনের শালীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, বাংলায় গণতন্ত্র রয়েছে বলেই এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বায়রন বিশ্বাসের মতো

অ্যাকাডেমিক স্কোর তুলে কডিন্সিলিং ফেরানোর সুপারিশ এসএসসি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতির আবহেই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় বদল আনতে উদ্যোগ নিল স্কল

স্কল শিক্ষা দফতরের কাছে 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' তুলে দিয়ে সেই জায়গায় 'কাউন্সিলিং' ফেরানোর সুপারিশ করেছে স্কল সার্ভিস কমিশন। আপাতত নবম এবং দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এসএসসির যুক্তি, যে চাকরিপ্রার্থী ১০ বছর আগে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন, আর যারা এখন এই পরীক্ষা পাশ করেছেন, এই দু'টি ক্ষেত্রে দুই সময়ের ব্যবধানের প্রাপ্ত নাম্বারে বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নম্বর দেওয়ার 'প্রবণতায়' তারতম্যও রয়েছে। ফলে, প্রতিযোগিতায় সাম্য বজায় থাকছে না।

বুধবার এ প্রসঙ্গে এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, 'এসএসসির তরফে অ্যাকাডেমিক নম্বর (অ্যাকাডেমিক স্কোর) তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্যের শিক্ষা দফতরের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।'

এরপর সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি ঘুরে এই সুপারিশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় যাবে। তারপর মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাড়পত্র পেলে, নবম-দশমে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নয়া বিধি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। কেন এই সুপারিশ করা হল, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চেয়ারম্যান বলেন, 'যিনি ১০ বছর আগে স্নাতক কিম্বা স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন, তাঁর সঙ্গে এখন যিনি এই স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁর প্রাপ্ত নম্বরের তফাত

অনেকটাই হয়ে যায়। তা ছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নম্বর দেওয়ার 'প্রবণতায়' তারতম্য রয়েছে। ফলে, প্রতিযোগিতায় সমতা বজায় রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই পদ্ধতিতে নিয়োগ করার মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সামঞ্জস্য থাকবে। যোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা ওএমআর শিটে পরীক্ষা নেওয়ার

সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলার তদন্তে ওএমআর শিটে নানা অনিয়ম প্রকাশ্যে এসেছে। তা সত্ত্বেও কেন এসএসসি কর্তৃপক্ষ ওএমআর শিট চান? সিদ্ধার্থের ব্যাখ্যা- ওএমআর শিটে পরীক্ষা নিলে, মামলা এবং আরটিআই (তথ্যের অধিকার আইন)-এ আবেদন কম হয়। কারণ, পরীক্ষার্থীরা ওএমআর শিটের প্রতিলিপি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলের মূল্যায়ন করতে পারেন। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, ২০১৯-২০ সালে নিয়োগের পরীক্ষায় কাউন্সেলিং (ইন্টারভিউ) উঠে গেলেও তা ফেরত আনার জন্য স্কল শিক্ষা দফতরের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান আরও জানিয়েছেন, আপাতত নবম এবং দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনে আলোচনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, দুর্নীতি রোধের লক্ষ্যে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগ বিধিতে বদল আনা হবে। তবে এদিন এসএসসির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, আপাতত শুধু নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম বদলের জন্য শিক্ষা দফতরের কাছে সূপারিশ করেছেন তাঁরা।



Estate, Bhubaneswar-

statesmanbbsr@gmail.com

Delhistatesman@gmailcom

M-09438838880

751010.

SILIGURI

HYDERABAD

BANGALORE

500004,

The Statesman Limited

2nd Floor, UNI Building.

A.C. Guards, Hyderabad-

9866323009,9212192123

delhistatesman@gmail.com

No. 68, First Floor, Gold

hyderabad@thestatesmangroup.com

KOLKATA

Statesman House, 4, Chowringhee Square Kolkata-700 001 Apurba Chakravarty, M: 9830045650, Uttar Sarathi Guha Mojumder M: 9831528760 For Advertisement :

statesmandisplay@gmail.co thestatesmanclassified@gmail.

delhistatesman@gmail.com

For Editorial: journo71@gmail.com

DELHI Statesman House. 148, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 Tel: (011) 2331 5911, 43043793

delhistatesman@gmail.com Hiten Rathore hiten.statesman@gmail.com Mob: 9212192123

BHUBANESWAR Plot 3A, Zone B, Sector A,

Mancheswar Industrial

Above Vishal Mega Mart Siliguri-734005, West Bengal Ph.: 9832082429 sil_statesman@yahoo.co.in delhistatesman@gmailcom

Spencer Plaza 18/19, 1st Floor, **Burdwan Road**

Email: delhistatesman@gmail.com mumbai@thestatesmangroup.com

M-9212192123, Tel: (022)

50 Residency Road Bangalore-560025.

5, Kasturi Buildings,

Mumbai-400 020

Jamshedji Tata Road,

MUMBAI

35775450

Tel.; 080-9212192123

delhistatesman@gmail.com

bangalore@thestatesmangroup.com

LUCKNOW 2/2, Butler Palace Near Jopling Road) Lucknow-226 001. M-9212192123 Email:

delhistatesman@gmail.com **RANCHI**

Mobile: 9212192123 delhistatesman@gmailcom ranchi@thestatesmangroup.com

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1 All other stations in India - Re. 1

রাশিহ্মল লোকনাথ শাস্ত্ৰী

বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ মেষরাশি— স্বামী স্ত্রীর চেষ্টায় ব্যবসায়িক সাফল্য। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ নয়। অভাবনীয় নতুন বৃহৎ যোগাযোগ আসবে। অযৌক্তিক উচ্চাকাঙ্খা পরিত্যাগ করুন। সামাজিক দায়িত্বপালন ও পরোপকারের চেষ্টা। বৃষরাশি– মন, বুদ্ধির অস্থিরতা বিষয়ে সতক হবেন। একাধিক সদুপায়ে

অর্থাগম। হিতীষীর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। নিষ্ঠা ও শ্রম অনযায়ী বিদ্যায় সাফল্য আসবে না। সঙ্গীত চর্চায় সাফল্যের যোগ।

মিথুনরাশি– ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ কার্যকরী হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে সাফল্যের আশা ক্ষীণ। নিকট আত্মীয়ের ব্যবহারে সন্দেহ বৃদ্ধির আশঙ্কা। প্রিয় সমাগম ও প্রীতিলাভের সম্ভাবনা। বিরুদ্ধ পরিবেশের মোকাবিলায় সফলতা।

কর্কটরাশি— বলবান শত্রুর সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে বোঝাপড়া। ধর্ম বিষয়ে শুভ। বহু শ্রমযোগে উপার্জন ও অর্থসঙ্কট থেকে মুক্তি। মামলায় সংঘাতের ফল সম্ভোষজনক। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সঙ্গলাভ। ব্যবসা সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগে বৃদ্ধি।

সিংহরাশি– সেবার দ্বারা গুরুজনকে সম্ভুষ্ট করতে পরেন। কর্মক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য। নিকট সম্পর্কিতের সুখবর পাবেন। শত্রুরা বশ্যতা স্বীকার করবে। ঋণ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করুন। কন্যারাশি– প্রশাসনিক পদে উন্নতির কারকতা। মন ও বৃদ্ধির অস্থির বিষয়ে সতর্ক হবেন। পারিপার্শ্বিকতা হেতু মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর মনোভাব ও পারিপার্শ্বিকতা বুঝে উদ্বেগ বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর মনোভাব ও

(ध्रापं व क

The Statesman

CLASSIFIED

TO BOOK

AN

ADVERTISEMENT

PLEASE CALL

98307 80924

98308 74087

পারিপার্শ্বিকতা বুঝে কাজ করুন। গুহে বহুজন সমাগম ও বিবিধ বিষয়ে

তুলারাশি–কর্মক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তা ও কৃতিত্ব বাড়বে। স্থান পরিবর্তনে শারীরিক উন্নতি। দিনের শেষে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ। বহুজনের সঙ্গে যোগাযোগ ও অভীষ্টলাভ।

বশ্চিকরাশি- অর্থ বিনিয়োগে

ব্যবসায়িক সাফল্যের যোগ। ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হলেও শুভপ্রদ। ধর্মমূলক কাজে সুনাম বৃদ্ধির কারকতা। দিনের শেষে বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শ লাভ। কুটনৈতিক চক্ৰান্ত ব্যৰ্থ হবে। **ধনুরাশি**– পত্নীর কর্মকুশলতায় পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি। ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান। বহুপ্রসারী পরিকল্পনা বর্জন করুন। মন ও বৃদ্ধির একাগ্রতা লক্ষ্যণীয়। অহঙ্কার ও

অভিমনিতা পরিত্যাগ করুন। মকররাশি— ব্যবসায়ে অংশীদারী সমস্যার সমাধান। বহুজনের সঙ্গ মেলামেশা। সন্তানের সাফল্য লক্ষ্যণীয়। দিনের শেষে নানাপ্রকার ঘটনার সংঘাত লক্ষ্য করবেন।

কুন্তুরাশি— আইনঘটিত জটিলতার সরলীকরণ। হিতাকাঙ্খীর কুপা ও আনুকৃল্য লাভ। ঋণশোধ ও নানা কারণে অর্থব্যয়। বৈষয়িক মামলায় জয়লাভের আশা। কর্মক্ষেত্রে কোনও মীনরাশি- গুরুজনের আশীর্বাদে সৌভাগ্য বৃদ্ধি। মানসিক যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। জ্ঞানীজনের সহায়তা লক্ষ্যণীয়। বক্ৰপথে অর্থাগমের কারকতা। প্রতিবেশী নিমিত্তে সতৰ্কতা প্ৰয়োজন

নাম পদবি পরিবর্তন

I, KINJAL Bakelal Agrawal

W/o. Ankit Agarwal, R/o. 134C

Block-G, Humayun Kabir

Sarani, New Alipore, Kolkata-

700053, shall henceforth be

known as Kinjal Agarwal, vide

affidavit sworn before the

Notary Public at Kolkata on 20-

I, SALMA Firdos, W/o. Md.

Abshar Alam, R/o. 7, Damzen

Lane, 2nd Floor, Kolkata-

700073, declare that my name

is recorded as Salma Abshar.

Henceforth, Salma Firdos and

Salma Abshar are identical per-

son vide affidavit before Notary

CMM Court dated: 22-03-2023

দিনপঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ৮ চৈত্র ১৪২৯, ২৩ মার্চ, বহস্পতিবার ২০২৩। তিথি—(চৈত্র শুক্লপক্ষ) দ্বিতীয়া দং ৩৯/৭ সন্ধ্যা ঘ. ৬/২১। নক্ষত্র—রেবতী দং ২১/৫ **দিবা ঘ. ২/৮। অমৃতযোগ–** দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। বারবেলা— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

৮ চৈত্র ১৪২৯, ২৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার ২০২৩। তিথি— দ্বিতীয়া রাত্রি ৮/২৫। নক্ষত্র— রেবতী অপঃ ৪/৯। অমৃতযোগ— দিবা ৯/২৯ গতে ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। কা**লবেলা**— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮ মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

ইসলামি পঞ্জিকা

৮ চৈত্র ১৪২৯, ২৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার ২০২৩। সূর্যোদয় ৫/৪৪ সূর্যান্ত ৫/৪৫। তিথি— দ্বিতীয়া রাত্রি ৮/২৫। নক্ষত্র— রেবতী অপঃ ৪/৯। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৪/১৫ ফজর শেষ ৫/৩০ জোহর ১০/৪৯ আসর ৩/৪১ ইফতার/ মাগরিব ৫/২৪ এশা ৬/৩৫।

টেন্ডার নোটিশ

The Bhagirathi Co-opera-

tive Milk Producers' Union

Limited invites E-Tender

(Civil works) for the con-

struction of new base-

ment foundation and its

shade (New CIP unit) vide

2023_BCMPU_497082_1

ENGG / CIVIL / 3551

Dated: 22-03-2023. For

details visit: https://

wbtenders.gov.in

All Advertisements

are carried

Free of cost onour website

https://epaper.thestatesman.com

and NIT No.: BU

শহর ও জেলার অন্বরে

মমতার নজর এবার অনুব্রতহীন

দলনেত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজর এবার অনুব্রতহীন বীরভূমের দিকে। চলতি সপ্তাহেই জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন মমতা। সূত্রের খবর, আগামী শুক্রবার বীরভূমের নেতাদের কালীঘাটে ডেকে পাঠিয়েছেন নেত্রী। সেখানেই আগামী দিনে বীরভূম জেলায় দলের গতিপ্রকৃতি কি হবে সেই নিয়ে দিকনির্দেশ করতে পারেন মমতা। গত শুক্রবার কালীঘাটের দলীয় বৈঠকে মমতা ঘোষণা করেছিলেন, প্রতি সপ্তাহে তিনটি করে জেলার নেতাদের সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসবেন। সেই অনুযায়ী রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন নেত্রী। এরপরেই নেত্রীর নজরে অনুব্রতহীন বীরভূম। গত বছরে ১১ অগস্ট বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই। চলতি মাসের ৭ তারিখ তাকে ইডি, দিল্লিতে নিয়ে যায়। দিল্লিতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অনুব্রতর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি বীরভূমে না থেকেও দলের নেতাদের হিসাবে কাজ 'অভিভাবক' করছিলেন। কিন্তু এরপরেই অনুব্রতর দিল্লি যাত্রা হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত অনুব্রতকে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরাননি মমতা বন্দোপাধ্যায়। উপরন্ত নেত্রী ঘোষনা করেছেন, অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে জেলার দায়িত্ব সামলাবেন তিনি নিজেই। অনুব্রত অনুপস্থিতিতে জেলার দেখভাল করার জন্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিং, বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, এবং ডেপুটি স্পিকার আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গড়ে তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। শুক্রবার সেই কমিটির সদস্যদের সঙ্গেই কথা বলবেন মমতা। ওই কমিটির

সদস্যদের বাদ দিয়েও ওই বৈঠকে

থাকতে পারেন আরও কয়েকজন

গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আসলে অনুব্রতর

অনুপস্থিতিতে বীরভূমে সংগঠনকে

চাঙ্গা করতে চাইছে বিরোধীরা। আর

তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য দলের

নীতি কি হওয়া উচিত শুক্রবার সেই

বিষয়েই কথা বলতে পারেন নেত্রী।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদের वियस्य किन्छ ७ त जित्र विश्वन त প্রতিবাদে ২৮ মার্চ গণ অনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মার্চ— বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্লানে অর্থ বরান্দের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ২৮ মার্চ ঘাটাল কলেজ মোড়ে গণ অনশনের গেক দিল-ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার ঘাটালের অন্নপূর্ণা আর্কেডে কমিটির এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি, কার্যকরী সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী ও বিকাশ ধাড়া প্রমুখ।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৩টি ব্লকের স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রায় ১৬৫০ বর্গ কিমি এলাকার আনুমানিক কুড়ি লক্ষাধিক মানুষকে

বাৎসরিক বন্যার হাত থেকে রেহাই দিতে তৈরি হয়েছিল 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'। গত ১৯৮২ সালে তৎকালীন রাজ্য সেচমন্ত্রী ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করলেও মাস্টার প্ল্যানের কোন কাজ দীর্ঘদিন না হওয়ায় ২০০১ সালে ঘাটাল মহকুমাবাসী আন্দোলন গড়ে তুললে নতুন করে মাস্টার প্ল্যান পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। ১৭৪০ কোটি টাকার ওই সংশোধিত প্রকল্পের প্রথম ধাপে কাজ হওয়ার কথা ১২১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার।

আশ্চর্যের বিষয় ২০১৫ সালে গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রক স্বীমটিতে অনুমোদন দিলেও আজও কেন্দ্রীয় সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ করেনি। সম্প্রতি ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটির ছাডপত্র পাওয়াকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের শাসক দল ঘাটালে শোরগোল ফেলে দিয়ে বললেন, টাকা মঞ্জুর হয়ে

গেছে। কাজ শুরু হলো বলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখনো অর্থ মঞ্জরতো দূরের কথা, কেন্দ্রীয় ইন্টার মিনিস্টিরিয়াল কমিটির ছাডপত্র পাওয়া

কমিটির অপর যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ মাইতি বলেন, দুই মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দারা আশা করেছিলেন- এবারকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেটে এ ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। কিন্তু তা না করায় দুই জেলাবাসী হতাশ হয়েছেন। উভয় সরকারের এই মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ না করার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ করে আগামী বর্ষার পূর্বে শিলাবতী এলাকায় কাজ শুরুর দাবীতে আমরা বাধ্য হয়েই আগামী ২৮ মার্চ গণঅনশনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এই কর্মসূচিতে সর্বস্তরের ভুক্তভোগী মানুষকে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মন্ত্রীর শুভেচ্ছা

করোনা সময়কালে সাধারণ মানুষের জন্য মানবিক শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মন্ত্রী বলেন, এ ধরনের কাজকর্মের স্বীকৃতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে পুরস্কার মানুষকে সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন কালনার নাদনঘাট নিমতলা এলাকার বাসিন্দা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কথাই বার বার বলেন। এঁদের পুলিশ অফিসার শেখ ইমানুল হোসেন। এলাকার বিধায়ক দেখেই অনেকে মানবিক কাজকর্মের প্রতি উৎসাতি হবেন হিসাবে বুধবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ফুল দিয়ে

ছবি ও তথ্য—আমিনর রহমান সবিধা পাবেন।

কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি— অ্যালিয়েন টাট্ট স্টুডিও কলকাতায় তাদের এক বছর অবস্থান সম্পূর্ণ করল। এই সময়ের মধ্যে গ্রাহকদের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যাবতীয় আধুনিক সুবিধা দিয়ে চলেছে। ফলে গ্রাহকদের চাহিদা বাডছে। এজন্য সংস্থার পক্ষে উদ্ভাবন, শিল্প এবং প্রকাশের নতুন নতুন দিকগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য এক সম্মেলনেরও আয়োজন করেছে।

সল্টলেকে বাণিজ্য মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি— সল্টলেকে ভারত সরকার এবং আসোচেমের উদ্যোগে শুরু হয়েছে দশ দিনের আন্তর্জাতিক ট্রেড ফেয়ার। ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ড ট্রেড ফেয়ার চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের দমকলমন্ত্ৰী সুজিত আয়োজকদের আগরওয়াল জনান, প্রদর্শনী তথা মেলায় ব্যবসায়িক সংস্থা ও ব্যক্তিরা

কানে হেডফোন নিয়ে রেল লাইনে যুবক, মর্মান্তিক পরিণতি

অর্ণব সাহা, জলপাইগুড়ি, ২২ মার্চ— রেললাইনের ধারে মোবাইলে ব্যাস্ত যুবক। ট্রেন আসার শব্দ কানেই যায়নি। প্রবল ধাক্কায় লাইন থেকে দূরে ছিটকে পড়লেন যুবক। সোমবার দুপুরের ওই ঘটনায় হইচই পড়ে গেল মালবাজার লাগোয়া তেশিমিলা এলাকায়।

এদিন দুপুরে তেশিমিলা এলাকায় নিউমাল জংশন থেকে চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে কোচবিহার গামী রেললাইনের ধারে বসেছিলেন পূর্ব তেশিমিলা হায়হায় পাথার এলাকার বাসিন্দা হাসান আলি (২০)। কানে হেডফোন থাকায় ট্রেনের শব্দ শুনতেই পায়নি সে। স্থানীয়দের দাবি, ট্রেন আসছে বলে তাকে সাবধান করা হয়েছিল। কিন্তু হেডফোনের আওয়াজে সে শুনতেই পায়নি।

ওইসময়ে ওই লাইন দিয়ে শিলিগুড়ি থেকে আসছিল নিউ বহুগাইগাঁও ডিএমইউ স্পেশাল। দূরে থেকে ট্রেনটি হর্ন দিলেও হাসান লাইন থেকে সরেনি বলে দাবি প্রত্যাক্ষদর্শীদের। তার ফলে ট্রেনের ধাক্কায় লাইন থেকে দূরে ছিটকে পড়ে সে। ঘটনাস্থলেই মত্য হয় হাসানের।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালবাজার থানার পুলিস। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তা পাঠানো হয় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালবাজার থানার পুলিস। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ নূর বলেন, মোবাইল আসক্তি থেকেই এই মর্মান্তিক পরিণতি। মোবাইল আসক্তি কীভাবে যুবক যুবতীদের মধ্যে বেড়েছে এটাই তার প্রমাণ।

আপাতত পুলিশ হেফাজতেই স্থান জিতেক্র'র, পিছিয়ে গেলো জামিনের আর্জির শুনানি

নিজস্ব প্রতিনিধি— সম্প্রতি কম্বল বিতরণ কাণ্ডে গ্রেফতার হন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি মঙ্গলবার আসানসোল আদালতে জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের শুনানি হলেও রায়দান হল না। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন বিচারক। ফলে আপাতত পুলিশ হেফাজতেই থাকতে হচ্ছে আসানসোলের এই বিজেপি নেতাকে। উল্লেখ্য, গত শনিবার জিতেন্দ্রকে নয়ডা থেকে গ্রেফতার করে এনেছিল আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ। জিতেন্দ্রকে রবিবার ৮ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়ে দেয় আসানসোল আদালত। তবে গৌরব এবং তেজপ্রতাপের গ্রেফতারিতে আগেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই উদাহরণকে তুলে ধরে এদিন আসানসোল সিজেএম আদালতে জামিনের আবেদন জানান জিতেন্দ্রর আইনজীবী শেখর কণ্ডু। তবে দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পর জিতেন্দ্রর জামিনের আবেদনের শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন বিচারক। আগামী ২৩ মার্চ ওই মামলার পরবর্তী শুনানি। আপাতত পুলিশ হেফাজতেই থাকতে হবে জিতেন্দ্রকে। উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরে কম্বল বিতরণের

ঘটনায় পদদলিত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। আসানসোল পলিশ এই মামলায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করে এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারি ও তাঁর স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারির বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা করে। তাদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুন সহ একাধিক মামলা রয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী সহ একাধিক বিজেপি নেতা কলকাতা হাইকোর্টে এর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলায় শুভেন্দু অধিকারীকে সুরক্ষা দিয়েছে, কিন্তু জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেয়। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময়, আদালত রাজ্য সরকারের কাছে উত্তর চেয়েছে এবং নোটিশ জারি করেছে। রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেছিলেন, তাঁর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নয়, জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে। বিজেপি নেতারাও তার গ্রেফতারের নিন্দা করেন এবং বলেন যে এটি গ্রেফতারের বিষয় নয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জের ধরে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল কেপিসি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের



নিজস্ব প্রতিনিধি— কেপিসি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের যোড়শতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল সম্প্রতি হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে। কেপিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান ডা. কে পি চৌধুরি হাসপাতালের সব ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংবর্ধিত করেন। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী জিতেন্দ্রিয়ানন্দ মহারাজ, বিশিষ্ট অর্থপেডিক সার্জন ডা. ইন্দ্রজিৎ সরদার, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়, অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী, ডা. কুণাল রায়, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. ভ্যালোরি এ লুইক্স প্রমুখ। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট সুরকার দেবাশিস সোমের সুরারোপিত কেপিসি'র নামাঙ্কিত শীর্ষ সঙ্গীতটির উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান।

সভার শেষপর্বে পুরস্কার বিতরণের পর শ্রীমতি স্বাতী রায়ের সঙ্গীত এবং মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ময়ূরবাহন মুখার্জির যন্ত্রসঙ্গীত উপস্থিত সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

কলকাতায় মাঝারি অফিসের চাহিদা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতায় মাঝারি মাপের অফিস স্পেসের চাহিদা বাডছে। নাইট ফ্র্যাঙ্ক ইন্ডিয়ার এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে বিগত তিন বছরে কলকাতায় মাঝারি মাপের অফিস স্পেসের চাহিদা ক্রমাগত বেড়েছে। সংস্থার পক্ষে অভিজিৎ দাস জানিয়েছেন, এই প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। ফলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত।

জেলার পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন নীতি লাগু করার দাবি জানাল সাংবাদিক সংগঠন আইজেএ

আমিনুর রহমান

সাংবাদিকদের দাবি দাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আবারও অগ্রনী ভূমিকা নিল শতবর্ষের সাংবাদিক সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে পত্রিকাগুলোর জন্য সাংবাদিক স্বার্থে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে। বিজ্ঞাপনের রেট বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞাপন দেবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি চালু করার দাবি রাখা হয়েছে পূর্ব

বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশংকর মন্ডলের কাছে। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি স্বপন মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান ও নবীন প্রজন্মের সাংবাদিক সদস্যরা।

এদিন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কাছে দাবিদাওয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলি তুলে ধরেন উপস্থিত আইজেএ এর সাংবাদিক সদস্যরা। জেলা সভাপতি ছাড়াও ছিলেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যামোসিয়েশনের রাজ্য সহ সভাপতি তথা জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য তারকনাথ রায়. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক, জয়ন্ত দত্ত, আমিনুর রহমান, রামনারায়ণ কুডু, শম্ভুলাল কর্মকার, মিথিলেশ রায়, শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, উত্তম কুমার দাস, সুজিত দত্ত, পিন্টু প্যাটেল, পাপাই সরকার, সদন সিনহা, প্রসূন সামন্ত সহ অন্যান্যরা।

ডেপুটেশনে বলা হয়েছে বাজার অর্থনীতির ঘূর্ণাবর্তে

চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে জেলার পত্রিকাগুলি প্রকাশনার দায়িত্ব চালাচ্ছেন সাংবাদিক সম্পাদকরা। দ'হাজার সতেরো সালের পর জেলার পত্রিকাগুলির জন্য সরকারি বিজ্ঞাপনের রেট বৃদ্ধি হয়নি। এমন কি বিজ্ঞাপন নীতিও প্রণয়ন হয়নি। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ज्यात्मामिरः भारत शूर्व वर्धमान रिल्ला भाषात मावि, পত্রিকাগুলির প্রকাশনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বাজায় রাখতে প্রতি কলম সেন্টিমিটার নূন্যতম পঞ্চাশ টাকা হারে বিজ্ঞাপনের রেট বৃদ্ধি করা হোক। এর পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন নীতি লাগু করার দাবিও রাখা হয়েছে। এ ব্যাপরে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মন্ডল ডেপুটেশন গ্রহণ করে সদস্য সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন দাবিগুলি নিয়ে। পরে তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, যাতে জেলার

পত্রিকাগুলি বিজ্ঞাপন পায় এবং রেট বদ্ধি পায়।

CLASSIFIED AGENTS

1	70 90		
	Location	Name of the Agency	Ph. No.
i	Bally, Howrah	RINKU AD AGENCY	9831833485
	Barasat, 24 Pgs	EXPART AD AGENCY	9674701788
	Berhampore,	BHUMI	9434202655
į	Murshidabad	8:	7719227747
i	Burdwan Town	S.M. ENTERPRISE	9232462019
	ч.		9434474356
	Kolkata	GARGI AD POINT	9903714080
	Krishnanagar, Nadia	TYPE CORNER	9474334978
	Krishnagar	SOMA ADVERTISING	9064513561
i	Barrackpore, Kalyani	EDBAR ENTERPRISE	9674930818
	Ranaghat		9433581557
	Station Road	SOUMYA ADVT. &	9002995353
	Habra	MKTG. AGENCY	8910849432
	Jadavpur, Baghajatin	TULIP SOLUTIONS	9088810120
	Naihati	RTA ADVERTISING	9830562233



Announcement Remembrance Advt.

C CALL 98307 80924 9830874087

শহর ও জেলার খবর

বহরমপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ভয়াবহ विरम्भत्र कं लि एंग्रेन धनाका

আগে থেকেই বোমা মজুত করা ছিল, নাকি সূত্র মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বাইরে থেকে বোমাটি সেখানে এনে রাখা হয়েছিল সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যে সণ্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়ির ঠিক পিছন দিকে। বাড়ির পিছনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে, তাঁর ভাইয়ের বাড়ির সামনে বিস্ফোরণের সেই বাড়ির লোকদের এবং প্রতিবেশীদের ঘটনাটি ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই বিস্ফোরণের পরে পরপর কয়েকটি বাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২২ মার্চ— একটি নয়, একাধিক বোমা একসঙ্গে বিস্ফোরণ বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ভয়াবহ হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। এত বোমা বিস্ফোরণ। বহরমপুর থানার পাকুরিয়া এলাকার মজুত করা হয়েছিল কীভাবে এবং কেন? এই এক মিষ্টি ব্যবসায়ীর বাড়ির পিছন দিকে এই প্রশ্ন ভাবাচ্ছে পুলিশকে। এই ঘটনার সঙ্গে জমি-বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। বিকট শব্দে কেঁপে বাড়ি কেনা-বেচার কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা, ওঠে গোটা এলাকা। ধোঁয়ায় ভরে যায় এলাকা। খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কারণে মিষ্টির দোকান আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন। ছাড়াও বাচ্চু মণ্ডল জমি-বাড়ি কেনা-বেচার সঙ্গে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বহরমপুর থানার যুক্ত রয়েছেন। তবে ঘটনাস্থলেই সিসিটিভি পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। বাড়িটিতে ক্যামেরা লাগানো থাকায়, সেখান থেকে কিছু

স্থানীয় এবং পুলিশি সূত্রে জানা যায়, বাচ্চ স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। গিয়েচছে। বিস্ফোরণের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে

একাধিক প্রাচীরে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, বোমা বিস্ফোরণের পরে তার আওয়াজে বাচ্চু মণ্ডলের পাশে বাডির এক মহিলা জ্ঞান হারান। স্থানীয় সেই বাসিন্দা হয়রানি মণ্ডল বলেন, 'আমি বাড়িতে বসে বাসন মাজছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই। কিছুক্ষণ পরে দেখি প্রচণ্ড ধোঁয়া। আমি ছুটে আসি। চিৎকার করতে থাকি। চিৎকার শুনে অনেকে ছুটে আসেন। ততক্ষণে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। শুধু আমি নই, গোটা এলাকার যারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তারা শাস্তি পাক।'

ঘটনাটি ঘটে, আমি তখন ডাস্টবিনে নোংরা ছিল না। মেয়ে স্কলে পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছিল।

শুনতে পাই। আমি দৌড়ে এসে দেখি, আমাদের বাড়ির পিছনে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ঘটনার সময় পাশের বাডিতেও কেউ ছিল না। পরে শুনতে পাই. বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে পাশের বাডির এক মহিলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তদন্তকারী পুলিশ কর্মীরা বললেন, একটি নয়, একাধিক বোমা সেখানে মজুত করে রাখা হয়েছিল। এই বোমাগুলি আমাদের ফাঁসানোর জন্যই কেউ মানুষ চাইছে এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত হয়। যে বা হয়তো রেখে গিয়েছিল। তবে বর্তমানে আমাদের সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই। আমার স্বামী আগে বাচ্চু মণ্ডলের স্ত্রী মাম্পি মণ্ডল বলেন, 'যখন সংগ্রেস করলেও, একন তিনি আমাদের মিষ্টির দোকান নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সারাদিন। সেই সঙ্গে ফেলতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে আর কেউ কেউ জমি-বাড়ি কেনা-বেচাও করেন। আমরা চাই পুলিশ গোটা ঘটনার সঠিক তদন্ত করে ডাস্টবিনের সামনে থেকেই বিকট আওয়াজ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক।'

জমির দলিল জাল

করে বিক্রি, শোকে

মৃত প্রকৃত মালিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত, ২২

মার্চ— এক ব্যাক্তির জমির দলিল জাল

করে জমি বিক্রি করে দেওয়ার

অভিযোগ উঠলো আর তার জেরে

শোক সামলাতে না পেরে বুধবার মৃত্যু

হয় জমি মালিকের। তার মৃতদেহ

বামুনগাছির যশোর রোডের উপর

নিয়ে এসে তুমুল বিক্ষোভ দেখায়

এদিন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা

গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম ওহেদ বক্স

মন্ডল (৭৫), তার প্রায় সতেরো কাঠা

জমি ভুয়ো দলিল অন্যায় ভাবে তৈরির

পর সেই জমি এক ব্যবসায়ীকে বিক্রি

করে দেয় তারই এক আত্মীয়। সেই

জমি বিক্রির খবর শুনে ওহেদ বক্স

অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপরই তিনি

চিন্তায় ও উদ্ধেগের কারণে শেষপর্যন্ত

মারা যান। স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া

হলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো

পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তারই

প্রতিবাদে এদিন সকালে বৃদ্ধের

মৃতদেহ রাস্তার উপরে রেখে গ্রামের

মানুষজন একত্রিত হয়ে অবরোধ শুরু

করে। তাদের দাবি, এই জমি তাদেরকে

ফিরিয়ে দিতে হবে। এবং একইসঙ্গে

অন্যায়কারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার

করা হরে তারা এই অবরোধ চালিয়ে

যাবেন। এদিকে যশোর রোড

বামুনগাছিতে অবরোধ হওয়াতে

স্বাভাবিকভাবে বনগাঁ বারাসাতের

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমস্যায়

পডেন স্থানীয় মানুষরা। এই ঘটনার

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি

পৌঁছায় দত্তপুকুর থানার বিশাল পুলিশ

বাহিনী। পুলিশের আশ্বাসে দীর্ঘ দু'ঘণ্টা

পর অবরোধ তুলে নেয় তারা।

ইডির দফতরে নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শান্তনু ঘনিষ্ঠ নিলয়কে ডেকে পাঠালো ইডি। সিভিক পলিশ থেকে একটি প্রোমোটিং সংস্থার ডিরেক্টর হয়ে গিয়েছিলেন নিলয় মালিক। ইডি সূত্রের খবর, নিলয়ের প্রোমোটিং সংস্থার আর এক অংশীদার ছিলেন শান্তনুর স্ত্রী। শান্তনুর সাথে নিলয়ের বেশ সহৃদয় সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু গত দেড় বছরে হঠাৎই সম্পর্কে বদল দেখা দিলো। শান্তনুর স্ত্রীর সেই প্রোমোটিং সংস্থা সরে যায় নিলয়ের। বুধবার সেই নিলয় সংস্থা সংক্রান্ত সব ফাইলপত্র নিয়ে হাজির হলেন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে।

ইডি সূত্রে খবর, নিলয়কে এর আগে বলাগড়ে শান্তনুর রিসর্টে ডেকেও খুব একটা জিজ্ঞাসাবাদ করে ওঠা হয়নি। পরে ইডিই তাঁকে ডেকে পাঠায় সিজিওতে। তলব পেয়েই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হয়েচ্ছেন নিলয়। তাঁর হাতে বেশ কিছু ফাইলও দেখা গিয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, শান্তনুর স্ত্রীর সংস্থায় ডিরেক্টর থাকাকালীন যে সমস্ত নথি নিলয়ের কাছে ছিল. তা দেখতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই সব নথিই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিনি। ইডি সুত্রের খবর, শান্তনু এক সময় নিলয়ের নামে একটি গাড়ি কিনেছিলেন। সে

শান্তনুর 'ঘনিষ্ঠ' সেই

নিলয় হাজির সল্টলেকে

জিজ্ঞাসাবাদে নিলয় ইডিকে জানায়, যদিও শান্তনুর সঙ্গে অতীতে তাঁর সুসম্পর্ক থাকলেও গত দেড় বছর ধরে তিক্ততা তৈরি হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দেড় মাস আগেও সিভিক পুলিশের চাকরিটি ছিল নিলয়ের। তবে তার

বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে।

পর তিনি ওই চাকরি ছেডে দেন।

সুযোগ পেলে তৃণমূলকর্মীদের আবার চাকরি দেব'

নিজস্ব প্রতিনিধি — নিয়োগ দুর্নীতিকাত্তে একে একে সামনে আসছে বড় বড় রাঘব বোয়ালদের নাম। সেই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল গোটা বাংলা। শাসকদল থেকে শুরু করে টলি অভিনেতা কেউ বাদ যায়নি নিয়োগ দুর্নীতিতে। সেই আবহেই

বিতর্কিত মন্তব্য কামারহাটির মাদনের মন্তব্য বিতক ত্ণমল বিধায়ক মদন মিত্রের। তাঁর দাবি, সিপিএম কয়েক কোটি বেকার রেখে চলে গিয়েছে। তৃণমূলের লোকজন সিপিএম-এর আমলে চাকরি পাননি। তাই আগামী দিনেও পারলে ফের তৃণমূলকর্মীদের চাকরি দেবেন তিনি। ফেসবুক লাইভে এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন মদন। তিনি বলেন নিয়ম-নীতি মেনে. নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়. যোগ্যতমদের বঞ্চিত না করে যদি তৃণমূল কর্মীদের চাকরি দেওয়া হয়, সেটা অন্যায় নয়। আবার চাকরি দেব। শুধ তাই নয়, ২০০২ থেকে ৩৪ বছর ধরে সিপিএম চাকরি দিয়ে এসেছে। দিল্লিতে বিজেপি একতরফা করে যাচ্ছে। আর তৃণমূলের কর্মীরা চাকরি পাবেন না! আমি সুযোগ পেলে আবার তৃণমূলের কর্মীদের চাকরি দেব। মদনের মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রতিক্রিয়া চাইলে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা নিজের নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

হাওড়ায় কারখানায় গ্যাস সিলিভার বিস্ফোরণ, জখম ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি— বুধবার মালিপাঁচঘরা থানার ঘুসুড়ি এলাকায় একটি কারখানায় গ্যাস সিলিভার ফেটে আহত হলেন ছ'জন শ্রমিক। খবর পেয়ে ছুটে আসে মালিপাঁচঘরা থানার পুলিশ। আহতদের টিএল জয়সওয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ওই স্ক্র্যাপ কারখানায় লোহা কাটার কাজ হত। বুধবার শ্রমিকরা কাজ করার সময় প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হয়। সিলিন্ডার ফেটেই এই দুর্ঘটনা। সেইসময় কারখানায় ছিলেন ছ'জন শ্রমিক। তাঁরা প্রত্যেকেই জখম হন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একজন গুরুতর চোট পেয়েছেন পায়ে। অন্যজন কোমরে। ডিসি (নর্থ) অনুপম সিং জানান, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালিপাঁচঘরা থানার পুলিশ। ছ'জন শ্রমিক জখম হয়েছেন। কীভাবে ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাথর শিল্পাঞ্চলে রেলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, ২২ মার্চ— জেলা বীরভূমের যে সব পাথর শিল্পাঞ্চ ল রয়েছে, সেইসব এলাকা থেকে পাথর সরবরাহ করা হয়ে থাকে সড়ক ও রেলপথে। সড়ক পথে ভারী মালবাহী ডাম্পারে পাথর পরিবহনের ফলে এলাকার রাস্তাঘাট হামেশাই খানাখন্দে ভরে যায়। বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় অনেকের। এনিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সাথে হামেশাই অশান্তি বাধে ডাম্পার চালকদের। এবার মুরারইয়ের চাতরা-যাত্রা এলাকার বাসিন্দারা গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন রেল স্টেশন মাস্টারের কাছে। এলাকার মানুষদের অভিযোগ, ডাম্পারে করে পাথর এনে তা যাত্রা এলাকায় ঢালা হচ্ছে এবং তারপর তা রেলের মালগাডিতে তোলা হচ্ছে। আর এর ফলে পাথর ফেলা ও মালগাড়িতে চাপানোর প্রক্রিয়ায় সর্বদা বিকট শব্দে এবং পাথরের গুঁড়ো ওড়ার ফলে এলাকার জনজীবন দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। পাথরের গুঁড়োর কণা শ্বাস-প্রশ্বাসে চরম সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এলাকার মানুষ রেলের স্টেশন মাস্টারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জনবসতি পূর্ণ এলাকার বাইরে ডাম্পার থেকে পাথর নামানো ও রেলের ওয়াগনে তোলার ব্যবস্থা করা হোক। রেল এলাকার মানুষের দাবি না মানলে, তাঁরা রেল লাইন অবরোধ করবেন বলেও হুমকি দিয়েছেন।

জেলায় তৈরি হবে একশোটি অঙ্গনওয়াড়ি ভবন

গর্ভবতী মহিলা থেকে প্রসূতি ও

அஞ்சு PRATIKRITI **NEW PRODUCTION 2022-23** আজি ২৩ মার্চ সূজাতাসদন ৬।

নাটৰ/নিৰ্দেঃ আলোক দেব ৰোগাৰোগ: 9433538345

পুরসভায় অন্তত ৫০০০ চাকরি বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি— ইডির তরফে শান্তনু ঘনিষ্ঠ অয়নকে জেরা করে বেরিয়ে আসছে একের পর্ব এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, কলেজ স্ট্রিটে প্রিন্টিং সংস্থায় তৈরী করা হতো ওএমআর সিট, প্রশ্ন পত্র তৈরী করা থেকে পরীক্ষায় পাশ করানো সব দায়িত্বে ছিলেন অয়ন শীল। ২০১২ এবং ২০১৪-র TET-এ বহু অযোগ্য প্রার্থীকে পাস করিয়ে দিয়ে, প্রায় ১০০ কোটি টাকা তুলেছিলেন অয়ন শীল। মঙ্গলবার আদালতে রিমান্ড লেটারে এই দাবি করল ইডি।

একের পর এক গ্রেফতারি। আর তারই সঙ্গে জটিল সম্পর্কের উদঘাটন! কার সঙ্গে সঙ্গে কে জডিয়ে তা বঝে ওঠা দায় ! পার্থ-কুন্তল-শান্তনু-মানিক-অয়ন... নিয়োগ দুর্নীতিতে সব যেন মিলে মিশে এক।

২০১৪-র পর এবার ED-র স্ক্যানারে ২০১২-র TET-ও। মঙ্গলবার মানিক ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে আদালতে পেশ করে রিমান্ড লেটারে ED-র তরফে দাবি করা হয়েছে, ধৃত কুন্তল ঘোষের বয়ান থেকে জানা গেছে যে, ২০১২ এবং ২০১৪-র TET-এ বহু অযোগ্য প্রার্থীকে পাস করিয়ে দিয়ে, তাঁদের থেকে প্রায় ১০০ কোটি টাকা তুলেছিলেন অয়ন শীল।

খড়গপুরে লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে কবিতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মার্চ — পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে খ্যক্রাপুর দুর্গামন্দির সভাগুহে মঙ্গলবার মহা সমারোহে উদযাপিত হলো বিশ্ব কবিতা

বিশিষ্ট কবি আরণ্যক বসু অনবদ্য বক্তব্য ও স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। সাহিত্যিক কৌশিক দাশগুপ্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন ও জেলা সম্পাদক কামরুজ্জামান বিশ্ব কবিতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এদিন সংগঠনের পত্রিকা শব্দের মিছিল পত্রিকায় প্রকাশিত বিগত ত্রিশ বৎসরের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কবিগণের কবিতার নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করা হয়। প্রাসঙ্গিক কথা বলেন মুখ্য সম্পাদক বিজয় পাল। অনুষ্ঠানে ষাটজন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতার গান, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সাহিত্যিক বিমল গুড়িয়া, রাখহরি পাল, তারাশঙ্কর বিশ্বাসকে নিয়ে গড়া সভাপতিমণ্ডলী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠান সুন্দর হয়ে ওঠে কবি আবুল মাজানের অনবদ্য সঞ্চালনায়।

কেশিয়াড়ি হাসপাতালের বেডে বসে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিলেন অসুস্থ ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মার্চ— বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি ব্লকের নছিপুর হাইস্কলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় আচমকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে যায় লিপিকা চক্রবর্তী নামে এক ছাত্রী। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কেশিয়াড়ি গ্রামীন হাসপাতালে। ওই হাসপাতালের ডাক্তার বাবুরা প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় ওই ছাত্রীকে কিছুটা সুস্থ করে তোলে। এরপর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের বেডে বসে সে পরীক্ষা দেয়। হাসপাতালে তার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্থানীয় প্রশাসন। তবে ওই ছাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে ওই ছাত্রী আচমকা পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওই ছাত্রী এবছর কেশিয়াড়ি বাঘাস্তি হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিছিল। তার পরীক্ষা সেন্টার ছিল নছিপুর হাইস্কল।

মনোরঞ্জন

ব্যাপারীর

নিশানায় ডিএ

দাবিতে আন্দোলনরতদের

আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণ

ব্যাপারী। বুধবার সকালে ডিএ

আন্দোলনকারীদের বিঁধে একটি

বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী।

লেখেন, একদল লোকের পাতে

পোলাও-মাংস আছে। তাঁরা ঘেউ

ঘেউ করছে। বলছে পোলাওয়ে ঘি কম। আরও ঘি ঢালতে হবে। আর

একদল যারা খালি পেটে গামছা

বেঁধে রাতে ঘুমাতে যায়। আমি

সবদিন ওই না খাওয়া লোকটির

লড়াইয়ে সে হারবে না জিতবে

আমার কিছু যায় আসে না। এই

মন্তব্যের জেরে তীব্র কটাক্ষ করে

কেউ লিখেছেন, আপনার বিধায়ক

ভাতা এলাকার ভাত না পাওয়া

মানুষদের দান করুন। সেই নথি

সরকারি সুবিধা ভোগ করেন

এখানে পোস্ট করুন। আর যে যে

সেগুলোও ছাড়ুন। কেউ লিখেছেন,

বাম আমলে বিধায়কদের মাইনে

কত ছিল আর আজ আপনি কত

টাকা মাইনে তুলছেন মনে করুন

ভেবেছিলাম আপনি ভদ্রলোক।

একজন আবার লিখেছেন,

মহাশ্বেতা দেবীর রেফারেন্সে

লেখক হয়েছেন, মমতা দিদির

নিজের যোগ্যতায় মানুষ হবার

চেষ্টা করুন।

অনুপ্রেরণায় বিধায়ক হয়েছে, এবার

জন্য লড়েছি আর লড়ব। ঘি বাবুর

ফেসবুক পোস্ট করেন বলাগড়ের

আন্দোলনকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি— বকেয়া ডিএ'র

করলেন তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন



সারা বাংলা আইনজীবী সংগঠনের ডাকে 'গণতন্ত্র বাঁচাও ও সংবিধান বাঁচাও'-এর দাবিতে মিছিল।

আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তপ্ত সল্টলেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২২ মার্চ— নিয়োগ দুর্নীতির মাঝে আবারও সরগরম হয়ে উঠল সল্টলেক চত্বর। ২০১৪ সালের আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেল প্রকাশ ও নিয়োগের দাবি নিয়ে বুধবার এসএসসি ভবন অভিযান কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বঞ্চি তরা। এসএসসি-র দফতরের সামনে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা ছিল। সেই মতো এদিন নির্ধারিত। সময়ই কর্মসূচি পালন করতে শুরু করেন তারা। তবে মিছিল এদিন সেক্টর ফাইভ মেট্রো স্টেশনের সামনে পৌঁছাতেই তা আটকে দেয় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপরই পুলিশের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় চাকরিপ্রার্থীদের বচসা ও ধস্তাধস্তি। এদিকে এমন ঘটনায় যানজট সৃষ্টি হয়। এলাকায়। তারপরই চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। তাদের টেনেহিঁচড়ে তোলে প্রিজন ভ্যানে। আর এই ঘটনার পরই রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধে সল্টলেক চত্বরে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গত ৯ বছর ধরে উচ্চ প্রাথমিকে কোনও

নিয়োগ হয়নি। দু'বার ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরির জন্য ডাক মেলেনি। কমিশন কেন এখনও পর্যন্ত স্বচ্ছ নিয়োগ করতে পারল না ? কেন এত বিলম্ব ? কেন এই ধরপাকড় ? এই প্রশ্ন তোলেন চাকরিপ্রার্থীরা। পাশাপাশি তাঁদের আরও অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও এসএসসি নিয়োগের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। তারই প্রতিবাদে এসএসসি ভবন অভিযানের সিদ্ধান্ত চাকরিপ্রার্থীদের। এরপরই পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, এদিন তাদের লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়েছেন তারা। অপরদিকে এই বিষয়ে বিধাননগর পুলিশ জানিয়েছেন, এদিন আন্দোলনকারীদের বারবার বারণ করা হলেও তাঁরা কথা কানে তোলেননি। মেটো স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তাঁরা। যার ফলে নিত্যযাত্রী ও অফিস যাত্রীদের প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর সেকারণেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশ আন্দোলনকারীদের প্রিজন ভ্যানে তোলে এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

কাকদ্বীপ আদালতে এই প্ৰথম

প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগে প্রেমিককে ফাঁসির সাজা ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২২ মার্চ— প্রেমের অভিনয়ে পারদর্শী প্রেমিক যবক প্রেমিকাকে বকখালির হোটেলে ডেকে এনে নৃশংস ভাবে অত্যাচারের পর খুন করে ২০১৮ সালের বারোই এপ্রিল। বিচার চলছিল কাব্দ্বীপ মহকুমা আদালতে। বুধবার বিচারক প্রেমিক সমর পাত্রকে ফাঁসির সাজা দেবার রায় ঘোষণা করে। কাক্ষীপ মহকুমা আদালতে এই প্রথম কোনও অপরাধীর ফাঁসির সাজা ঘোষণা হল। রায়ের খবর শুনে কাব্দ্বীপ আদালত চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছডিয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গেল, নামখানার দ্বারিকনগরের

তরুণীর সাথে পাতিবুনিয়ার যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কের সূত্রে প্রেমিকের ডাকে সাড়া দিয়ে বকখালির হোটেলে এসেছিলেন তরুণী। তরুণীর দেহ হোটেল থেকে উদ্ধার হবার পর বকখালির ফ্রেজারগন্জ উপকূল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পলাতক প্রেমিক সমর পাত্রকে খুনের ঘটনার দেড় মাস পরে গ্রেফতার করে পুলিশ। সমর পাত্র জেল হেফাজতে থাকা কালীন বিচার শুরু হয়। বুধবার ফাঁসির সাজা ঘোষণা হবার পর মৃতা তরুণীর পরিবার খুশি হলেও কান্নায় ভেঙে পড়ে আসামী সমর পাত্রের পরিবার।

বারুইপুরে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চবিবশ পর্গনা, ২২ মার্চ— মঙ্গলবার বিকেলে বারুইপুরের মল্লিকপুরে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় শাসকদলের অন্দরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে বারুইপুরের বাসিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের হেভি ওয়েট নেতা বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছের মানুষরাও মুখ খুলতে নারাজ। সূত্রের খবর, বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বারুইপুরের মল্লিকপুরে যান তখন মল্লিকপুর অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু তরুণ দলের পঞ্চায়েত সদস্য অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুরু করে দলীয় পতাকা তুলে ধরে। অনেকের হাতে পোষ্টার ছিল কী ধরণের দূর্নীতি চলছে তা বোঝাতে। ঘটনার আকত্মিকতায় বিব্রত বারুইপুর পশ্চিম এর বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের জানান, অভিযোগ জানালেই তো হবে না ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। যদি দলীয় কর্মীরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রমাণ হয় তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পঞ্চায়েত ভোটের আগেই শাসকদলের মধ্যেই এমন ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখে শঙ্কিত বারুইপুরের শাসকদলের নেতৃত্ব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক আদি তৃণমূলের বারুইপুরের নেতা জানান, সবাই চোখ কান খোলা রাখলেই বুঝতে পারবে দলের সিনিয়র নেতা মন্ত্রী বিধায়কদের গাড্ডায় ফেলার অদ্ভুত খেলা চলছে। এ খেলা কে বা কারা চালাচ্ছে ধরতেই হবে। নাহলে দলের সর্বনাশ কেউ রুখতে পারবে না। স্পিকার বিমান বাবুকে হেনস্থা ভাবতেই পারছে না বারুইপুরের মানুষ।

একশো সময় নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিয়ে

শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে থাকে। এই পরিস্থিতির শিকার

বীরভূম জেলাও।

জেলা বীরভূমে এই মুহূর্তে যে ৫ হাজার ১৯১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে, তারমধ্যে ৩ হাজার ৭২৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব কেন্দ্র রয়েছে। অর্থাৎ, ১ হাজার ৪৩৬টি অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও গৃহ নেই। যার অর্থই হলো

জেলায় ২৯ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও গহ নেই। নিজস্ব গৃহহীন ওই কেন্দ্রগুলি কারও কোনও ব্যক্তিগত বাড়ি বা ফাঁকা আকাশের নীচে চলছে। সরকারি নিয়মে, সরকারিভাবে কোথাও কোন খাস জমি, সরকারি জমি বা দানের জমিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরী করা হয়ে থাকে। সরকারিভাবে জমি

কিনে কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্ৰ তৈরী করা হয় না। এই নিয়মের গেঁড়োয় পড়ে বহু জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরী করা সম্ভব না হওয়ার কারণেই ব্যক্তিগত বাড়ি বা ফাঁকা আকাশের নীচে অনেক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে। এই গৃহহীন ১ হাজার ৪৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে সরকারিভাবে মাত্র ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গৃহের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা গিয়েছে। ওইসব জায়গায় এবার ১০০টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরী হবে। যার অনিবার্য পরিণতিতে জেলায় এই বর্ষাতেও ১ হাজার ৩৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কারও ব্যক্তিগত বাড়ি বা ফাঁকা আকাশের নীচেই ওই কেন্দ্রগুলি চলবে। তবে, বর্ষায় যাতে গৃহহীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি এলাকার প্রাথমিক বা হাইস্কল এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় যদি সরকারি কোনও ভবন থাকে, তাহলে সেখানে চালানো যায় কী না সে বিষয়েও সরকারি পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

করোনার প্রকোপ নেই, তবু চারটি করোনা হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ জেলায়

অৰ্ণব সাহা

জলপাইগুড়ি, ২২ মার্চ— করোনার প্রকোপ নেই। তার পরও জলপাইগুড়ি জেলায় চারটি করোনা হাসপাতাল তৈরি করছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এর আগে করোনার প্রকোপ কমায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জলপাইগুড়ি বিশ্ববাংলা ক্রিড়াঙ্গনে অবস্থিত করোনা হাসপাতাল। তাহলে আবার কেন জেলায় চারটি করোনা হাসপাতালের দরকার হয়ে পড়ল তা ভেবে পাচ্ছেন না অনেকে। অনেকের প্রশ্ন তাহলে কী ফের করোনার কোনও নতুন ঢেউ আসছে? যদিও জেলা স্বাস্থ্য দফতর সরাসরি করোনার নতুন কোনও ঢেউ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তাদের বক্তব্য, করোনার ঢেউ আসছে। বলে হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। এমনটা নয়। এক বছর আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল জেলায় ৪টি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার জন্য উন্নত পরিকাঠামো তৈরি করে রাখা হবে। সেকারণে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ১০০ বেডের করোনা হাসপাতাল তৈরি হবে। পাশাপাশি বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতাল, চালসা মঙ্গলবাড়ি হাসপাতাল, নাগরাটা শুঙ্কাপাড়া হাসপাতালে ২০ বেডের করোনা ওয়ার্ড তৈরি হবে। জেলায় মোট ১৬০ বেডের নতুন এই ৪টি করোনা হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। আগামী

জুলাই মাসের মধ্যেই হাসপাতালগুলিতে এই বিশেষ ওয়ার্ড চালু হবে বলে জানিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম

তবে করোনার উপসর্গ না থাকলেও অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রকোপে চলতি মাসে জলপাইগুডিতে একের পর এক শিশু মৃত্যুর ঘটনা চিন্তায় রেখেছে স্বাস্থ্য দপ্তরকে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলার নিউটাউন পাড়ার বাসিন্দা পাঁচ মাসের শিশুটির রাধারানি দাসকে শ্বাসকষ্ট-সহ অন্য উপসৰ্গ নিয়ে গত ৯ মার্চ মেডিক্যালে ভর্তি করেছিল তার পরিবার। তারপর থেকে পিডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রেখে তার চিকিৎসা চলছিল। তবে বাঁচানো যায়নি শিশুটিকে। ২০ মার্চ শিশুটি মারা যায়। দিন কয়েক আগে ওই হাসপাতালে জলপাইগুড়ির আরও একটি জুরে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যু হয়। গত ১৪ মার্চ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত জলপাইগুড়ির এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। ফলে আগামীদিনে জেলায় করোনা হাসপাতালগুলি তৈরি হলে সেখানে বিভিন্ন ধরণের জ্বরে আক্রান্তদের আলাদাভাবে চিকিৎসা করতে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সরকারি নানা প্রকল্প ঘোষিত হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঠেকানো যায়নি। প্রসবকালীন শিশু মৃত্যুর হারকে শূন্যে নামিয়ে আনার যে সব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, তা বহু সময় মুখ থুবড়ে শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশুর জন্মের জন্য সরকারি খরচে মাতৃযানের মাধ্যমে প্রসৃতিদের সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ও আসা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলা থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের পরে মা ও শিশুকে বিনামূল্যে পুষ্টিকর আহার দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। যে সব জায়গায় নিজস্ব অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র নেই, সেইসব জায়গায় কোথাও গাছতলায় আবার কোথাও বা কোনও ব্যক্তির জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি চলছে। এনিয়ে বিভিন্ন



তিস্তা একটি কাঁটা

স্তা ভারত ও বাংলাদেশের সুসম্পর্কের মধ্যে একটি কাঁটা হয়ে ্বিরয়েছে দীর্ঘদিন। যদিও বাংলাদেশের দাবি ন্যায়সঙ্গত। ভারতও তিস্তার জলবণ্টনের একটি সুষ্ঠু সমাধান চায়। কিন্তু কাঁটাটা বিঁধে। রয়েছে অন্য জায়গায়। এই ইস্যুটা দীর্ঘদিন হল ঝুলে রইলেও, ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধত্বের, সহযোগিতার বন্ধন এখনও পর্যন্ত দৃঢ়ই রয়েছে। বাংলাদেশ তিস্তার জলের একটি অংশ চায়, কারণ বাংলাদেশে শুখা মরসুমে— মার্চ থেকে মে-- জলের তীব্র টান পড়ে। ফলে চাষবাসের পক্ষে তা অন্তরায় হয়। ভারতও বাংলাদেশের এই দাবিকে অস্বীকার করছে না। কিন্তু মীমাংসা হতে গেলে যে সহযোগিতার প্রয়োজন, তা অন্য জায়গায়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তি, যেহেতু তিস্তার জল যা শুখা মরশুমে দারুণভাবে হ্রাস পায়, তার থেকে একটি অংশ বাংলাদেশের জন্য ছেড়ে দিলে, উত্তরবঙ্গে পানীয় জল এবং চাষের সঙ্কট দেখা দেবে।

তিস্তা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এই হল এখনকার অবস্থা। কিন্তু সম্প্রতি একটি খবর শুনে চরম অস্বস্তিতে বাংলাদেশ। খবরটি হল, তিস্তার পশ্চিম পাড়ে এক হাজারের মতো জমি জলপাইগুডির জেলা প্রশাসন রাজ্যের সেচ দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের আশঙ্কা, এর ফলে তিস্তার জলপ্রবাহ আরও হ্রাস পাবে। বিষয়টি কতটা সত্যি, তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার নয়াদিল্লির ব্যাখ্যা চেয়েছে। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেছেন, তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এখনও কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। বিষয়টি নিয়ে একটা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে মাত্র। এই অবস্থায় যদি তিস্তার জমি পশ্চিমবঙ্গের সেচ দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাই এ ব্যাপারে নয়াদিল্লি কতটা জানে, তা জানতে চায় হাসিনা সরকার। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ঢাকা ভাববে। এমনকী এমন কথাও ঢাকা বলেছে যে আগামী সপ্তাহে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের জল সম্মেলনের আলোচ্য সূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

খবরে আরও জানা যায়, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে তিস্তা ও জলঢাকা নদীদ্বয়ের জল যাতে আরও বেশি করে কৃষিকাজের জন্য পাওয়া যায় তার জন্য দৃটি খাল কাটার জন্য প্রায় হাজার একর জমি এই মাসেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সেচ দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে। প্রায় ৩২ কিলোমিটার খাল কেটে জলঢাকা ও তিস্তাকে সংযুক্ত করে এই কাজ করা হবে। যদিও এটা বাস্তবায়িত করতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়বে।

বিষয়টি ঢাকাকে ভাবাচ্ছে। তাই নয়াদিল্লির এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছে। তবে ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাঁরাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রকল্প নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। অথচ বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তারা নড়েচড়ে বসেছে।এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে প্রকল্পটি ঠিক কী।

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন এই বছরেই অনুষ্ঠিত হবে। তার জন্য শাসকদল আওয়ামি লিগ নির্বাচনী আসরে অনেক আগের থেকেই নেমে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি সম্প্রতি জানিয়ে দিয়েছে তারা আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এই দল ও তার জোটসঙ্গী দাবি করেছে একটি নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন সম্পন্ন হোক, যে সরকারে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু হাসিনা সরকার সে দাবি মানতে নারাজ।

নির্বাচনে বিএনপি ছাডাও অন্যান্য বিরোধী দল অভিযোগ জানিয়েছে, হাসিনা সরকার অত্যন্ত নরম মনোভাব নেওয়ার জন্য তিস্তার জল বন্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এখনও কোনও চুক্তি হয়নি। তিস্তা ইস্যুটি নিয়ে বিরোধী দলগুলি যাতে ভোটের বাজার গরম না করে তার জন্য তৎপর হাসিনা সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দফতর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা তিস্তা সমস্যা আরও জটিল করে তুলবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে, তিস্তার জলের ভাগ তারা কোনওভাবেই ছাড়বে না। হাসিনা সরকারের নয়াদিল্লির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। এই বছরেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে আসার কথা আছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, তিস্তার খুলতে পারে যদি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা নিয়ে যে অবস্থান নিয়েছেন, তা যদি পাল্টান। তিনি বলেছেন, উত্তরবঙ্গে পানীয় এবং চাষের জলের সঙ্কট সৃষ্টি করে তিনি কিছুতেই তিস্তার জলের একটি অংশ শুখা মরসুমে বাংলাদেশের জন্য পাঠাবেন না। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ ক্ষণ্ণ হয়, এমন কাজ তিনি করতে পারেন না। তিস্তার জট এই কারণেই খোলা যাচ্ছে না। অথচ ইস্যুটি দুই দেশের মধ্যে একটি তিক্ততা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট।



বনজ পণ্য পরিবহণের অপ্রতুলতা

স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থার প্রতুলতার কারণে উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ বনভূমিজাত পণ্যগুলি বাজারে আনা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ধীরগতির এবং এমন চলতে থাকলে বনজপণ্যের বাজার ধরা খুবই মুস্কিল বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। কেবল একটি মিটার গেজ ট্রেনই পণ্য পরিবহণে কিছু গতি আনতে সক্ষম হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট এলাকার ওপর দিয়ে ভ্রমণ করে উত্তরভারতের প্রধান জংশন স্টেশনে হাজির হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট যুক্ত প্রদেশ এলাকায় সরকার তিনটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকাজ উন্নয়নের অনুমোদন দিয়েছে। স্যার হারকোর্ট বাটলার জানিয়েছেন এজন্য বহু সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। এজন্য কাওনপুরে অবিলম্বে একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

জাদুকর পকেটমার

থেকে সাবধান সিআইডি বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সাধারণের উদ্দেশ্যে এক জাদুকর পকেটমার থেকে সাবধান হওয়ার সতর্কবার্তা জারি করেছে। মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে উপস্থিত দর্শকদের প্রায় সকলেরই পকেট থেকে অর্থ খোয়া যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয় পলিশে। জাদকরটি জাদর খেলা দেখানোর সময়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি গোখরো সাপ ছুড়ে দেয়। হুড়োহুড়িতে একটি লোকের কোমরে বাঁধা অস্টাশি টাকার থলেটি পড়ে যায়। জাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দৃটি সহযোগীর মধ্যে একজন ত্বরিত গতিতে সেই পড়ে যাওয়া টাকার থলিটি কুড়িয়ে নেয় বলে সন্দেহ। কারণ তারাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেই পড়ে গিয়েছিল।

সাপটি জাদুকর তুলে নেওয়ার পর সেই ব্যক্তি দেখেন তাঁর টাকার থলেটি নেই। কিন্তু এতটাই ত্বরিত গতিতে ঘটনাটি ঘটে যায় যে কেউই দেখেননি কে টাকার থলিটি নিয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জাদুকরকে গ্রেফতার করেছে।

বজবজ হত্যা মামলা

আলিপুর অতিরিক্ত সেশন জজ এ ই জি দুবল স্ত্রী হত্যার দায়ে রবিরাম পদ নামে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। উল্লেখ্য, রবিরাম পদ ও মাটো দাসী দুজনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতেন। কিছুদিন যাবত মাটো দাসীর অন্য পুরুষের সঙ্গ করার অভিযোগে দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। ঘটনার দিন রবিরাম পদ ও মাটো দাসীর বিবাদ চরমে আকার নেয়। রবিরাম পদ একটি ধরাল ছুরি দিয়ে মাটো দাসীকে কয়েকবার মখে বকে পেটে আঘাত করে গুরুতর আহত অবস্থায় মাটো দাসী ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় রবিরামও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের গলাতেও ছুরি চালিয়ে দেয়। তার গলার ক্ষত থেকেও প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। প্রতিবেশীরা রবিরাম ও মাটো দাসীর ঝগড়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপদের আঁচ করে তাদের দেখতে আসে। উভয়কেই প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ উভয়কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মাটো দাসীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিরামের দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর অবস্থার উন্নতি হলে তাকে পুলিশ

গ্রেফতার করে কয়েদ করে।

শুনানির পর বিচারকরা

এরপর তার বিচার শুরু হয় দীর্ঘ

সমবেতভাবে রবিরামকে দোষী

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ

সাব্যস্ত করেন। বিচারে তার

শिकात অন্তর্জাল যাত্রার পথে এই বঙ্গের ভাবীকাল

বাংলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 🍑 🚺 কমে গিয়েছে।এর আগে প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে দেখা যেত কয়েক শতাংশ করে বেডেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। তাহলে এবছর ছবিটা বদলে গেল কীভাবে? করোনার মতো মহামারির প্রকোপেই কি এই পতন? প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষামহলে। তবে করোনাকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। কারণ, অতিমারিতে বিপর্যস্ত অন্যান্য রাজ্যে গতবারের তুলনায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় তেমন হেরফের ঘটেনি, বরং কোথাও কোথাও তা বেড়েছে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে গত বছরের তলনায় প্রায় চার লক্ষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। মাধ্যমিকে বসার জন্য যতজন ছাত্রছাত্রী নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিল, ফর্ম পুরণের সময় সেই সংখ্যাও কমে গিয়েছে প্রায় ২ লক্ষের মতো। শিক্ষা দফতরের দাবি, করোনাকালে পড়াশোনা ছেড়েছে বহু ছাত্রছাত্রী, পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাসের এটাই অন্যতম কারণ। কিন্তু শুধু তো বাংলা নয়, করোনার করাল গ্রাসে পড়েছিল গোটা দেশ, তথা সারা বিশ্ব। তাহলে অন্য রাজ্যগুলিতে ছবিটা এত আলাদা কেন?

আমাদের পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডেই এবছর দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৭০ হাজার। গত বছরও প্রায় ৫ লক্ষের কিছু বেশি পড়ুয়া ঝাড়খণ্ডে এই পরীক্ষা দিয়েছিল। ঝাড়খণ্ডের মতো প্রত্যন্ত এলাকা, যেখানে নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের সমস্যা বেশি, সেখানে করোনাকালে কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে পরীক্ষার্থীরা? ঝাড়খণ্ড অ্যাকাডেমি কাউন্সিলের খবর অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকলেও পড়ুয়ারা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যায় তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা নিয়েছিল স্কুলগুলি। ২০২৩ সালে যারা মাধ্যমিক দেবে তাদের ওপর ছিল শিক্ষকদের আলাদা নজর। ফলে ঝাডখণ্ডে 'ড্রপ-আউট' বা স্কুলছুটের সংখ্যা কমেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। দক্ষিণের রাজ্য কেরলে ক্লাস ১০-এর বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৯ মার্চ। গত বছর সে রাজ্যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,২৬,০০০। এ বছর সেই সংখ্যা বেডেছে প্রায় ৩০,০০০। তবে সুত্রের খবর অনুযায়ী, কেরলের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে খানিকটা কমেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। বিহারের স্কুল এডুকেশন বোর্ড সূত্রে খবর, এ বার দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা দিচ্ছে ১৫ লক্ষেরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। সেরাজ্যেও এ বছর বেড়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। তবে বিহারের সমস্যাটা অন্য। পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়লেও করোনাকালে স্কুল বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা হয়ে গেছে টিউশন নির্ভর। ওড়িশাতেও এবছর বেড়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এবছর প্রায় ৬ লক্ষ পড়ুয়া সে রাজ্যে দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় বসবে।

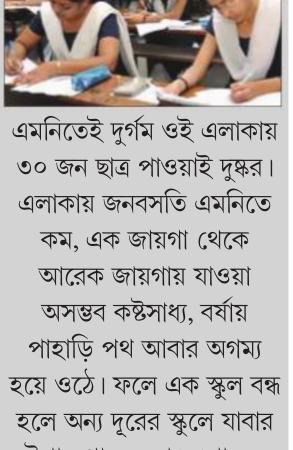
বঙ্গে এই হ্রাসের যুক্তি দেখতে গিয়ে পর্ষদের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ২০১৭ সালে বয়সের বিধিনিষেধের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অনেক কম পড়ুয়া ভর্তি হয়েছিল। তারাই এবার মাধ্যমিক। দিচ্ছে।ফলত সংখ্যাটা এত কম। তবে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। তাছাডা, দশম শ্রেণিতে টেস্টের কড়াকড়িতে অনেকেই পাশ করতে পারেনি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার সেটাও একটা বড় কারণ। তবে শিক্ষক শিবিরের একটি বড় অংশের দাবি, যথাযথ নজরদারির অভাবে এ রাজ্যে অনেকটাই বেড়েছে স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা। একারণেও কমছে মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।

সত্যি বলতে কী সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাটির প্রতি রাজ্যের নিদারুণ অবহেলা, বিস্ময়কর ঔদাসীন্য বুকে কাঁপন ধরিয়ে যায়। রোজ একটু একটু করে। চোখের সামনে নিশ্চুপে একটি দেশ মরে যায়। 'দ্য পাওয়ার অফ আ গভর্নমেন্ট লাইজ অন পিপলস ইগনোরেন্স'-এর পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রাণরস শুষে শুকনো খোলার মতো একটি প্রজন্মকে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এই সময়।

করোনার সেই সময়টাই ধরুন। দীর্ঘ প্রায় দু'বছর বন্ধ-রিক্ত পড়ে রইল এ রাজ্যের সমতল, পাহাড়, সমদ্র, জঙ্গলভূমে ছড়িয়ে হাজার হাজার স্কুল। কল্যাণকামী রাষ্ট্রভাবনার নিরিখে নয়, বিদ্যালয়গুলি তিল তিল করে গড়ে উঠেছে মানুষের শ্রম আর আগামীর স্বপ্নে। শহরের সচ্ছল অংশ গেল অ্যান্ড্রাডের অনলাইন ক্লাসে। জঙ্গল, গ্রামের রাত বড় নিশুত। একবেলা খাবার জুটলেও তাই দুস্থ পিতা হাতে ধরে সন্তানকে স্কলে পৌছে দেয়. দলে দুলে পড়া মুখস্থ করা শিশুটির স্বর থেমে গেলে স্কুলগুলি। একটি তথ্য বলছে, উত্তর চবিশ

প্রবীর মজুমদার

উনুনে কাঠ ঠেলতে থাকা মা হাঁক দেয়। সেখানে টিম টিম করে জ্বলা উপজাতি অধ্যুষিত সরকারি স্কুল হীন-দরিদ্র। কেবল নামটুকু সই করতে পারা মায়ে-বাপে জন খাটতে যায়। স্কুল-ছাড়া বাচ্চাটিকেও কাজে লাগিয়ে দেয় তারা। জিনিসপত্র আগুনছোঁয়া, সংসারে অতিরিক্ত রোজগারের আরেকজন তো হল! ছেলেটি মাঠে অন্যদের সঙ্গে আলু তুলতে যায়, মেয়েটি কচি হাতে উনুনের বিপজ্জনক আগুন ধরায়, ভাত রেঁধে রাখে। কত নাবালিকার যে বিয়ে হয়ে গেছে এই সময়টাতে! স্কুলের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। অসুখের আতঙ্কে দিনদুনিয়ার সমস্ত জরুরি কাজ সম্পাদন হয়েছে কেবল লেখাপড়া ছাড়া।



উপায় থাকছে না। এখানেও ৭০০-র বেশি স্কুল তুলে দেবার পরিকল্পনা সরকারের তেমন হলে বক্সা পাহাড় হয়ে পড়বে স্কুলশূন্য। 'রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট'কেও মান্যতা

দিচ্ছে না সরকারের এই পরিকল্পনা, যেখানে স্পষ্ট বলা আছে ৰ কিমির মধ্যে একটি প্রাথমিক স্কুল থাকা বাধ্যতামূলক।

স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে অসংখ্য শিক্ষা কমিশন গঠন হয়েছে, একের পর এক শিক্ষার অধিকারের আইন, মিড-ডে মিলের রমরমা, কেউ এককাঠি এগিয়ে সাইকেল ছাতা জুতো। অথচ পাল্লা দিয়ে কমেছে শিক্ষা বাজেট, বাড়তে থাকে স্কুলছুট। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকে আসার পথে ১১ লক্ষেরও বেশি পড়া ছেড়ে দেয়। একটি তথ্যে দেখি, ২০০৬ সালে প্রাথমিকে ভর্তির সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষের কাছাকাছি।২০১৬-তে তারাই যখন মাধ্যমিক দেবে, সংখ্যা নেমে গেছে ১১ লক্ষের নীচে। রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট-২০০৯ জোর দিয়েছিল শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতে। বিগত বছরগুলিতে নিয়োগ সংকোচন নীতি, বেপরোয়া বদলি নীতিতে হাজার হাজার স্কলে শিক্ষকের সংখ্যা এক, অথবা শিক্ষকশূন্য। শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী, ২০১০ সাল নাগাদ জুনিয়র হাইস্কুলগুলি গড়ে উঠতে থাকে। ২ কিমির মধ্যে কোনও হাইস্কুল না থাকলে এই স্কুল যাকে নিউ সেট-আপ স্কুল বলা হয়, গড়ে ওঠে। কী অবস্থা স্কলগুলির? পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে ধঁকছে

পরগনার হাসনাবাদের ১৬টি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা ১১৭ জন, প্রতিটি স্কুলে গড়ে ৭ জন। তাও ধরেবেঁধে, কাকুতি-মিনতি করে পড়ুয়া আনতে হয়েছে। কোনও স্কুলে পড়ুয়াই নেই কারণ শিক্ষকই নেই। অতিথি শিক্ষক দিয়ে, প্রাথমিকের শিক্ষক তুলে এই স্কুলে পাঠিয়ে কাজ চালানোর মরিয়া চেষ্টা হয় এবং ব্যর্থ হয়। এ ছবি গোটা

পরিকাঠামোহীন চরম অব্যবস্থা। অপ্রতুল ক্লাসঘর। একটি কক্ষে সমস্ত ক্লাস চলছে, কোথাও আবার স্কলবাডিটিই নেই। একটি প্রাথমিক স্কলের শিক্ষক জানাচ্ছেন, গ্রামের মন্দিরে ক্লাস নেওয়া হত। মন্দিরটির সংস্কারের সময় বাধ্য হয়ে গাছের তলায় কিছুদিন। তারপর কেউ আর এল না, স্কুলটি তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের কোনও দিগদিশা নেই, শিক্ষকরা আদৌ ঠিকমতো পড়াচ্ছেন কিনা মাপকাঠি নেই, প্রধান শিক্ষক ব্যতিব্যস্ত চাল-ডালের হিসেবে, পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতি এত জটিল আর ভ্রান্তিমূলক যে শেষ পর্যন্ত তা খাতায় কলমেই

থেকে গেছে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির বেসামাল অবস্থায় প্রকট হয়েছে আরেক গভীর অসুখ। বিস্মিত বিচারব্যবস্থাকে হতে হচ্ছে অতি সক্রিয়। বিচারপতিদের কেউ কেউ এমন মন্তব্য করছেন তাতে বোঝা যায় শিক্ষাক্ষেত্রের এই বিবিধ দৈন্যদশা সম্পর্কে তাঁরাও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। ৩০ জন শিক্ষার্থীর কম সংখ্যক স্কুলগুলি তুলে দিয়ে উদ্বত্ত শিক্ষক নিয়োগের নিদান দেওয়া হচ্ছে সঙ্কটে ভোগা স্কলগুলিতে। সেই অনুযায়ী শিক্ষা দফতর নেমে পড়েছে কোমর বেঁধে। এমন ৮২০৭টি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক স্কলের তালিকা তৈরির কাজ সমাপ্ত। সবচেয়ে বেশি স্কুল বন্ধ হচ্ছে নদিয়া জেলায় ১১০০, কলকাতায় ৫৩১, উত্তর চবিশ প্রগনায় ৫৩৮, বাঁকুড়ায় ৮৮৬, বীরভূম ৩২০, দার্জিলিং ৪১৮, হুগলি ৩০৩, হাওড়া ২৭৩, জলপাইগুড়ি ২১৬, ঝাড়গ্রাম ৪৭৮, কালিম্পং ৩১২, মালদহ ১৪৬, মুর্শিদাবাদ ৩২৬। এই স্কলগুলি থেকে উদ্বত্ত শিক্ষক সংখ্যা হতে পারে ২৫,০০০-২৮,০০০। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে আগামীতে নতুন নিয়োগের কোনও সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু এটা যদি সহজ সমাধান হত সমস্যা ছিল না। কথা হল, শেষ দশ বছরের কথা যদি ধরা যায় ছাত্রসংখ্যা কমেছে ধারাবাহিকভাবে। খোদ শিক্ষা দফতরের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ সালে মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল ৭৪,৭১৭। ২০২২-এ এসে দাঁড়িয়েছে ৬৭,৬৯৯। একটি জেলা, দক্ষিণ চবিশ পরগনার ১৩টি ব্লকেই স্কুল উঠে গেছে ১১৯২টি। এছাড়াও অন্যান্য জেলায় আলাদা আলাদা পরিসংখ্যান রয়েছে।বিপর্যয় নেমে আসছে পাহাডের স্কুলগুলিতে। এমনিতেই দুর্গম ওই এলাকায় ৩০ জন ছাত্র পাওয়াই দৃষ্কর। এলাকায় জনবসতি এমনিতে কম, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া অসম্ভব কন্টসাধ্য, বর্ষায় পাহাড়ি পথ আবার অগম্য হয়ে ওঠে। ফলে এক স্কুল বন্ধ হলে অন্য দূরের স্কুলে যাবার উপায় থাকছে না। এখানেও ৭০০-র বেশি স্কুল তুলে দেবার পরিকল্পনা সরকারের।তেমন হলে বক্সা পাহাড় হয়ে পড়বে স্কুলশূন্য। 'রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট'কেও মান্যতা দিচ্ছে না সরকারের এই পরিকল্পনা, যেখানে স্পষ্ট বলা আছে ১ কিমির মধ্যে একটি প্রাথমিক স্কুল থাকা বাধ্যতামূলক। ফলে প্রথমে অব্যবস্থা করে স্কুলে ছাত্র কমাও, পরে সেই অজুহাতে স্কুলগুলি তুলে দিতে থাকো, এই কালানুক্রমটা বোঝা দরকার। আগামীতে শিক্ষক কেবল উদ্বত্ত হতে থাকবেন, এমন সময় দুরে নেই যখন শিক্ষক তো আছেন কিন্তু পড়াবার মতো কোনও স্কুল আর অবশিষ্ট নেই। বেসরকারি স্কুলের রমরমার চোখ ধাঁধানো আলোয় শিক্ষা নেবে আমাদের একটি সচ্ছল অংশ. আর শিক্ষাদীক্ষাহীন, অভাব-দারিদ্যের অন্য আঁধারে

হারিয়ে যাবে বিপুল একটি সংখ্যা। সবটাই তো অন্ধকার নয়। একেকজন শিক্ষক স্কুল অন্তপ্রাণ হন। ছাত্রছাত্রী, স্কুল প্রাঙ্গণকে ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে রাখেন। চমৎকার করে সাজান প্রতিটি ক্লাসরুম, দেয়ালে মনীষীদের বাণী, ছবিতে, রঙে, অক্ষর শেখার সহজ আর নান্দনিক উপায়, মিড-ডে মিলের সুব্যবস্থা, পরিষ্কার জলের ট্যাপ, বাথরুমে ব্লিচিং। স্কুলের মাটিতে হরেক ফুলগাছ লাগান, আলোর মতো ফুটে থাকে তারা। নানা রকমের সবজি ফলন হয়, দ্বিপ্রাহরিক আহারে টাটকা তরিতরকারি পায় বাচ্চারা। অনেক যত্নে মাটি কোপান, জল সিঞ্চন করেন। কিন্তু দুর্লভ এই পরিসরটুকুও ক্রমে সঙ্গুচিত হয়ে আসছে।

ডাক্তার হয়ে বেরোলে একটা কাজের

মতো কাজ হত, এত লোকের ভিড়ে তাকে

বোধহয় কেউ চিনতে পারেনি।' সঙ্গে সঙ্গে

ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ভেসে আসে গান, 'দিনগুলি

মোর সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না, সেই যে

আমার নানা রঙের দিনগুলি'। হঠাৎ করে এমন

ইভিডেন্টাল মিউজিকের ব্যবহার যেন এক

নিমেষেই কাহিনির চাহিদাকে পরিপূর্ণ করে

তোলে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটিকে

তরুণবাবু এমন সুক্ষ্মতায় বিষাদমুখর করে

তুলেছিলেন, তাঁর দৃশ্যায়নে যা চাকরির জন্য

আজকের হন্যে হয়ে ঘোরা যুবকের মনকেও সিক্ত

করে তুলবে। ভূলে গেলে চলবে না, ছবিটি তৈরি

হয়েছিল আজ থেকে ষাট বছর আগে। এই গান

শুধু শ্রবণ-অভিজ্ঞতাকে তৃপ্ত করে না, দেখার

মধ্যেও হাহাকারের অনুরণন হতে থাকে। 'স্বপন

দেখি যেন তারা কার আশে / পেরে আমার ভাঙা

সাহিত্যপ্রীতি

রাজু পারাল

ব মৃত্যুতে কবিগুরু লিখেছিলেন 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ / মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার

লক্ষ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

আমৃত্যু সংগ্রাম করেছিলেন তিনি। দেশবাসীর কাছে তিনি পরিচিত 'দেশবন্ধু' আখ্যায়। দেশের কল্যাণে, জনগণের সেবায় নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে জীবনযাপন করেছিলেন মানুষটি। একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় সাহিত্যসাধনার মধ্যে দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন সত্যকে। আর সেই কাজে তিনি যে বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। ১৯২৫ সালের পাটনা সাহিত্য পরিষদ কক্ষে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন-- 'আপনারা রাজনীতির ক্ষেত্রে আসিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ক্ষোভের কারণ নাই। আমিও সাহিত্য সেবায় জীবন অতিবাহিত করিব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, ঘটনাচক্রে এক্ষেত্রে আসিয়া পডিয়াছি। নতুবা সেই পথই

অবলম্বনীয় হইত।' আশৈশব নিজেকে সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন রেখেছিলেন চিত্তরঞ্জন। কন্যা অপর্ণা দেবী এক স্মৃতিচারণায় বলেন-- 'তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়স থেকেই তাঁর কাব্যানরাগ দেখা যায়— জাতির সাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি যা দান করে গিয়েছেন তাঁর কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে, তা বডো কম নয়। পিতৃদেবের ঘটনাবহুল জীবন হতে যদি সংগীত ও সাহিত্যসেবাকে আলাদা করে নেওয়া হয় তবে যে গভীর শুন্যস্থান দেখা

যাবে তা অপুরণীয়।' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গে বলেছেন-- 'তখন আর একজন সাহিত্যের উদ্যোগী হিতৈষী, কর্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমূদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সাহিত্যের জন্য গদ্য-গান রচিয়া এডে হইতে, সুয়েজ হইতে, মার্সাই হইতে ডাক দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মালঞ্চে ফুলের চাষ করিয়াছিলেন, তারপর আইনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন।'

তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ও কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি চিত্তরঞ্জন দাশ যে কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবেন তা বলাই বাহুল্য। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং কবি হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতা দুটি আবৃত্তি করতে করতে ছাত্রজীবনেই তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন। অনুরাগী হয়ে পড়েন দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের। বাংলা সাহিত্যে জন্মায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা তাঁকে অভিভূত করত। রবি ঠাকুরের লেখাও পড়তেন। আর ছিলেন কিটস, শেলি ও ব্রাউনিংয়ের বড ভক্ত।

ছাত্রজীবনে তিনি 'নব্যভারত', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার সংস্পর্শে আসেন। বিলেত থেকে ফিরে 'নির্মাল্য', 'মানসী' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। এই পর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোয় 'খামখেয়ালী' সভার সদস্যভুক্ত হন। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, দিজেন্দ্রলাল রায়, অতলপ্রসাদ সেন, জগদীন্দ্রনাথ রায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে তিনি 'সাহিত্য', 'মানসী' ও 'নির্মাল্য' পত্রিকার দুর্দিনে চিত্তরঞ্জন সাহায্য করেছিলেন অকাতরে। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ বিপিনচন্দ্র পালের জাতীয়তাবাদী ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউ ইন্ডিয়া' (১৯০১) প্রতিষ্ঠায় চিত্তরঞ্জনের দান ছিল অপরিসীম। আবার স্বদেশি যগের ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম' (৭ আগস্ট ১৯০৬) পত্রিকা প্রবর্তনে চিত্তরঞ্জনের বড় ভূমিকা ছিল। পরে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ পত্রিকাটির সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসার আগে এবং পরে দীর্ঘ সময় তিনি কাব্যচর্চা. সাহিত্য সাধনা ও পত্রিকা সম্পাদনায় দিন কাটিয়েছেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণবদের আন্তরিকতা ও সরলতা তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় ওই বয়সেই। আজীবন সেই প্রভাব অম্লান ছিল। জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম হওয়ায় বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্মের ভাবপ্রবাহ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। চিত্তরঞ্জনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। যাতে স্থান পেয়েছে ধর্মমূলক ও প্রকৃতির কবিতা। এই



চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর রসবোধ। তাঁর লেখা ও কথায় তার পরিচয় পাওয়া যেত। চিত্তরঞ্জনের গুরুগম্ভীর চিন্তাপূর্ণ রচনা ও সব থেকে নিরানন্দ সঙ্গীতও তাঁর সরস কথাবার্তায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

সঙ্গলনের কয়েকটি কবিতা আছে যাতে সমাজের অধঃপতিতদের প্রতি চিত্তরঞ্জনের গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'পতিতা' কবিতাটি সেকালে বাহ্ম সমাজে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলির প্রতি তাঁর সহানুভূতি আরও বেড়ে গিয়েছিল।

চিত্তরঞ্জনের অনন্য কাব্যগ্রন্থগুলি

হল 'মালা', 'সাগর সঙ্গীত', 'অন্তর্যামী' এবং 'কিশোর কিশোরী'। গ্রন্থগুলি সেকালের পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ আলেকজান্ডার কাব্যগ্রন্থগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন। কয়েকটি কবিতা তিনি ইংরাজিতে অনুবাদও করেন। শ্রীঅরবিন্দও চিত্তরঞ্জনের বহু কবিতা ইংরেজিতে করেন। অনুবাদ চ্যাপম্যান আলেকজান্ডার চিত্তরঞ্জনের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-- 'চিত্তরঞ্জনের কাছে গান গাওয়া ও জীবনধারণ একই জিনিস। সঙ্গীতই জীবন, জীবনই সঙ্গীত।'

তবে একথা অনস্বীকার্য 'মালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থটি যদি চিত্তরঞ্জনকে সাহিত্যের দরবারে এনে থাকে, 'সাগর সঙ্গীত' তাঁকে দিয়েছে প্রকৃত যশ।১৯১০ সালে নভেম্বর মাসে বিলেত থেকে সাগর পথে ফেরার সময় তিনি এটা রচনা করেন। 'সাগর সঙ্গীতে' কবির অনুভূতি ও ছন্দের গতি সমুদ্রের মতোই গভীর। চিন্তা ও ভক্তির সার্থক সঙ্গম ঘটেছে এই

১৯০৫ সালে অবিভক্ত বাংলাতে

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, 'সন্ধ্যা', 'নিউ ইভিয়া', 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ সরকারের জনবিরোধী নীতির সমালোচনা স্বাধীনতা করত। সে সময় সংগ্রামীদের স্বদৈশি কাছে আন্দোলনের বাৰ্তাবাহী সাময়িকপত্রের অভাব দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশবন্ধু ও বিপিনচন্দ্র পালের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'নারায়ণ' (১৯১৪) পত্রিকা। মূলত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, স্মৃতিকথা প্রভৃতি বিভাগকে কেন্দ্র করে 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সম্পাদকের লেখা ছাড়াও সাহিত্যপাঠ, সঙ্গীত, নাটক প্রভতির এই পত্রিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চর্চায় দিন কাটাতেন মহা উৎফল্লে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশ সমাজপতি প্রমখ বহু বিখ্যাত লেখকের রচনা প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি ১৯১৪ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তবে দুঃখের বিষয় 'নারায়ণ' পত্রিকাকে 'সবুজপত্রে'র (প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত) পাল্টা জবাব বলে মনে করা হত।

> তবে জাতির কল্যাণকার্যে দেশবন্ধ কী পরিমাণ নিভীক ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর 'বাঙ্গালার কথা' নামক রাজনৈতিক বিষয় সম্বলিত পত্রিকার সাহায্যে। যা তিনি ১৯২১ সালে সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে (১৯২৩) দেশবন্ধুর সম্পাদনায় 'ফরওয়ার্ড' নামে একটি স্বরাজ দলের মুখপত্ৰও প্ৰকাশিত হয়। উল্লেখ্য, পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে দেশবন্ধুর নাম মুদ্রিত থাকলেও সম্পাদনার যাবতীয় কাজ করতেন

চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের একটি রৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর রসবোধ। তাঁর লেখা ও কথায় তার পরিচয় পাওয়া যেত। চিত্তরঞ্জনের গুরুগম্ভীর চিন্তাপর্ণ রচনা ও সব থেকে নিরানন্দ সঙ্গীতও তাঁর সরস কথাবার্তায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

সূভাষচন্দ্র বসু।

भावमंत्र । मिल्लाम

আপ্লত হলাম

ত্রুল্লয়েডের দুনিয়া' বিভাগে পরিচালক তরুণ মজুমদার স্মরণে অরবিন্দ ঘোষের নিবন্ধ ('নিভীক চলচ্চিত্র যোদ্ধা তরুণ মজুমদার', ১১ মার্চ, ২০২৩)-টি পড়ে আপ্লত হলাম। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই, তরুণবাবুর অন্যতম সেরা ছবি 'কাঁচের স্বর্গ' সম্প্রতি ৬০ বছর পূর্ণ করল। 'যাত্রিক' পরিচালিত এই ছবিই ১৯৬৩ সালে সেরা বাংলা চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার এনে দেয়। আর ক্যামেরার পেছনে তরুণবাবু পরোয়া করলেন না নায়ক কে হচ্ছেন তা নিয়ে। উত্তমকুমারকে বাদ দিয়ে, নায়ক হলেন 'যাত্রিক' গোষ্ঠীর দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সিনেমা ও শিরদাঁড়া যৌথভাবে দাঁড়াল। ছবির কাহিনির প্রয়োজনে, পরিচালকের কাছে যা ঠিক, তাই করলেন। ব্যবসার কথা ভাবলেন না, প্রাধান্য পেল ছবি, এবং সেটাই ওঁর কাছে বরাবর পেয়ে এসেছে। একটি সত্য কাহিনিকে কেন্দ্র করে 'কাঁচের স্বর্গ' গড়া হল। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ সালে রূপবাণী-অরুণা-ভারতী চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়েছিল 'কাঁচের

মানুষের অসহয়তার গল্প এভাবেও যে বলা যায়, এ ছবি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সে ভাগ্যের কাছে বারবার মাথানত করেছে, কখনও মৃত্যু এসে পাশ থেকে প্রিয়জনকে ঘুমের মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়েছে, কখনও আবার জীবদ্দশাতেই বিস্মৃতির মাঝে দম আটকে থেকেছে, সেও মৃত্যুই বটে। এসবের সঙ্গে নিরন্তর লডাই করার নামই জীবন। ছবিতে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন

পরিচালক। এবং সিচুয়েশন অনুসারে গানের প্রয়োগ কাকে বলে তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন এই ছবিতে। মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করলেন 'আগুনের পরশমণি' (কণ্ঠ : সুমিত্রা সেন), আর মনের অবস্থার জন্য 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়' (কণ্ঠ : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়)। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এ প্রসঙ্গে তরুণ মজুমদার বলেছিলেন, 'ছবির নায়কের চোখে স্বপ্ন ছিল একদিন সে বড় মেডিক্যাল সার্জেন হবে। মানুষের কাজে আসবে। কিন্তু বাধ সাধল ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য। পরীক্ষায় বসার ফি পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেনি সে।' তাই ফাইনাল পরীক্ষাটা আর দেওয়া হল না তাঁর। এর পরের ইতিহাস কোনওরকমে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য ন্যুনতম চাকরির খোঁজ। পরিচালকের ভাষায়, 'কে দেবে তাঁকে চাকরি? সেখানেও সে হেরে যায়।' ক্লান্ত বিধ্বস্ত নায়ক নিজেকে হারাতে বসেছে।নিজেকে তাঁর অচেনা লাগে। একদিন ফুটপাথ ধরে হাঁটছে, হঠাৎ দেখে তাঁর পুরনো মেডিক্যাল কলেজের সামনে রঙিন ফেস্টুন। তাতে লেখা 'পুনর্মিলন উৎসব।' কলেজে ঢোকার প্রত্যয়টুকুও হারিয়ে ফেলেছে। শেষে ছেলেটি পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ে। ঢুকে দেখে পুরনো ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। ঝকঝকে চেহারা সব তাদের। সমাজে প্রতিষ্ঠিত। নায়ককে কেউ চিনতে পারছে না। আশার আলো নিয়ে হাজির হয় তাঁরই ব্যাচের এক বান্ধবী। নায়ককে সে তার নিজের বুকের ব্যাজটি খুলে পরিয়ে দেয়। বলে, 'যে মানুষটা

খাঁচার চারপাশে' গানের এই সঞ্চারীতে নায়কের হেরে যাওয়া বাস্তব হয়ে ওঠে। তারপরই শোনা যায়, 'এত বেদন হয় কি ফাঁকি / ওরা কি সব ছায়ার পাখি / আকাশ-পারে কিছুই কি গো বইল না।' এটি সেই জীবনের ছবি, উঠে দাঁড়ানোর, হার না মানার গল্প, স্বর্গ রচনার ইচ্ছেটিকে লালন করার কাহিনি, বহু মানুষের জীবন সংক্রান্ত ছোটখাটো বিশ্বাসগুলিকে সম্বল করেই। চরিত্রগুলির মানসিক ধ্রসতা কম তাই সাদা-কালো পরিবর্তনের জটিলতা কম। কিন্তু কোথাও আপামর জনগণের কাছে এই কাহিনি আপন হয়ে উঠল, চরিত্রের ব্যথা নিজের ব্যথা হল। পাশ না-করা সেই মেধাবী সার্জেনের পাশে দাঁড়ালেন দর্শক। এটাই

অবজেক্টিভ একটা ছবির। 'কাঁচের স্বর্গ'ও তাই

শুভায় সাহা, খাগড়া, মর্শিদাবাদ

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

খবরের সাত সতেরো

সল্টলেকে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের দাবিতে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি— উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের দ্রুত নিয়োগের দাবিতে এসএসসি ভবনে যাওয়ার কর্মসূচি ছিল চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। অভিযোগ, সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে পৌঁছনোর আগেই থামিয়ে দেওয়া হয় এবং চাকরিপ্রার্থীদের পাঁজাকোলা করে গাডিতে তোলে পলিশ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তাঁদের উপর লাঠিচার্জও করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, ন'বছর ধরে উচ্চ প্রাথমিকে কোনও নিয়োগ হয়নি। তাঁদের আরও দাবি, তাঁরা যোগ্য প্রার্থী। দু'বার ইন্টারভিউ দিয়েও চাকরির জন্য োক পাননি বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। রাজ্য প্রশাসন এবং এসএসসির উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁরা বলেন, ফিফা ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৩টি বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করে ফেললেও, কমিশন এখনও পর্যন্ত একটা স্বচ্ছ নিয়োগ করতে পারল না।

শহীদ মিনারে ডিএ আন্দোলনকারীদের অনশন মঞ্চে উপস্থিত পুলিশ

নিজম্ব প্রতিনিধি— ডিএ আন্দোলনকারীদের মঞ্চে উপস্থিত পুলিশ। আবেদন, ২৯ তারিখ বসবেন না আপনারা। আন্দোলনকারীরা জানালেন, কোনও প্রশ্নই নেই। শহীদ মিনারে ডিএ আন্দোলনকারীদের অবস্থান অনশন বুধবার ৫৫ দিনে গিয়ে পড়ল। এদিনই কলকাতা পুলিশের একজন আধিকারিক ডি আন্দোলনের মঞ্চে গিয়ে অনুরোধ করেন, ২৯ মার্চ আপনারা প্লিজ বসবেন না। ওইদিন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সভা রয়েছে। আবার ৩০ মার্চ থেকে আপনারা বসুন। কিন্তু এসি পদমর্যাদার ওই অফিসারকে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, তারা উঠবেন না তাদের কথায়, 'আমরা এখানে আন্দোলন চালাচ্ছি কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতিক্রমে। সুতরাং ওঠার কোন প্রশ্নই নেই।' যৌথ মঞ্চের নেতারা আরো বলেন, 'আমরা পুলিশকে এও প্রশ্ন করেছি আপনারা কি করে অন্য একটি রাজনৈতিক দলকে একই জায়গায় সমাবেশ করার অনুমতি দিলেন? পলিশ কোনও উত্তর দিতে পারেনি।' ২৯ মার্চ শহীদ মিনারে সভা ডেকেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল যুব কংগ্রেস। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সমাবেশের প্রধান বক্তা। তাই যৌথ মঞ্চের আন্দোলনকারীদের আশঙ্কা রাতের অন্ধকারে আন্দোলন মঞ্চে আক্রমণ নামিয়ে আনা হতে পারে। সেই কারণেই বধবার ডিএ আন্দোলনকারীরা ময়দান থানায় লিখিতভাবে এই বিষয়টি জানিয়ে রাখেন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, ২৯ মার্চ বা তার আগে-পরে যদি কোন ঘটনা ঘটে তাহলে তার জন্য দায়ী থাকবে প্রশাসন।

দুয়ারে সরকার টাস্ক ফোর্স গড়ে পরিষেবা দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি— ১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে দুয়ারে সরকার। সোমবার দুয়ারে সরকার নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ বিব্বেী। এই বৈঠকে ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ কর্তারা এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। নবান্ন সূত্রের খবর, এই বৈঠকেই টাস্ক ফোর্স গঠন করার বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে মাথায় রেখে ২৩ সদস্যের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হল। টাস্ক ফোর্সের সদস্য-সচিব করা হয়েছে পঞ্চায়েত সচিব পি উলগানাথনকে। সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে পঞ্চায়েত দফতরের আরও পাঁচ আধিকারিককে। কৃষি, শিক্ষা, শ্রম-সহ ১৬টি দপ্তরের সচিবদেরও এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য করা হয়েছে। এ বার দুয়ারে সরকার শিবির চলবে ২০ দিন। আবেদনপত্র নেওয়া হবে ১০ মার্চ পর্যন্ত। পরবর্তী ১০ দিনে সুবিধাপ্রদান নিশ্চিত করবে রাজ্য সরকার। শিবির থেকে মানুষ সব রকম সুযোগসুবিধা পাচেছন কিনা সেই বিষয়ে নজরদারি চালাবে এই টাস্ক ফোর্স। জেলাস্তরে এই নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট

দুয়ারে সরকার শিবির কোথায় কোথায় চলবে, তা আগে থেকে জানাতে প্রচারে জোর দিতে বলা হয়েছে জেলাশাসকদের। এমনিতে এক মাস ধরে চলে দুয়ারে সরকারের শিবির। কিন্তু আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসনের একাংশ। তাই দুয়ারে সরকার শিবিরের দিন সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় কাজ আরও ভাল করে করার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে বলে সোমবারের বৈঠকের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। তার নির্দেশ অনুযায়ী, এ বারের দুয়ারে সরকার নিয়ে যেতে হবে প্রত্যেকটি বুথে রাজনীতির কারবারিদের একাংশ মনে করছে, পঞ্চায়েত ভোটের কথা মাথায় রেখে দুয়ারে সরকার পরিষেবা বুথ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। যাতে পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামের মানুষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সরাসরি সংযোগ গড়ে ওঠে। এবং সরকারি পরিষেবাও তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

পাঁচ দফায় ৫৫ লক্ষ টাকা শ্বেতাকে দিয়েছিলেন অয়ন

একের পষ্ঠার পর

এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং সোহিনী সরকার পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্বেতা।

এদিকে যাঁকে ঘিরে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, সেই শ্বেতা চক্রবর্তী এক বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অয়ন শীলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে শ্বেতা বলেন, 'অয়ন শীলের সঙ্গে ২০১৮ সাল থেকে পরিচয়। চুঁচুড়ায় অয়নের থেকে ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। ফ্ল্যাট হ্যান্ড ওভার না নেওয়ায় টাকা ফেরত দিয়েছিলেন অয়ন।' অয়নের প্রযোজনায় কাজও করেছেন তিনি। শ্বেতা বলেন, 'অয়ন শীলের প্রযোজনায় সিনেমায় কাজ করেছি, পারিশ্রমিক নিয়েছি। লিখিত নয়, মৌখিক চুক্তিতে পারিশ্রমিক দেন অয়ন। প্রোডাকশন হাউসে কাজ করতাম বলে গাড়ি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।'

উল্লেখ্য, আগেই শ্বেতার বাবা জানিয়েছিলেন, আইনজীবীদের পরামর্শ নিতে শ্বেতা কলকাতায় আছেন, ইডি ডাকলে যেতে রাজি। তাঁর দাবি, চুঁচুড়ায় ফ্ল্যাট কিনতে মেয়েকে টাকা দিয়েছিলেন অয়ন। তবে বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটের ব্যাপারে কিছু জানা নেই। মেয়ে বড় হয়েছে, সব কিছু বলে না। অন্যায় করে থাকলে শাস্তি হরে। জানিয়েছেন শ্বেতার বাবা অরুণ চক্রবর্তী। এদিকে অয়নের সল্টলেকের অফিসে মিলেছে শ্বেতাকে দেওয়া গাড়ির মানি রিসিট। অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়, সোমা চক্রবর্তীর পর শ্বেতা চক্রবর্তী। নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে ফের এক নারীর নাম জড়িয়েছে। প্রথমবারই শ্বেতার নাম প্রকাশ্যে আসার পরেই নানা জল্পনা সামনে আসে। খোঁজ শুরু হয়। এর মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুললেন শ্বেতা।

কৈয়ড় স্টেশন এলাকায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ মার্চ— বর্ধমানের কৈয়ড় স্টেশন এলাকায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মশাগ্রাম বাঁকুড়া লোকালে ট্রেনে ওই ব্যক্তি কাটা পড়েন বলে জানা গিয়েছে। কৈয়ড় স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ, এমনটাই জানান স্থানীয়রা। মৃত ব্যক্তির নাম সিরাজ খান। ওই মৃত ব্যক্তি খণ্ড ঘোষের গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যেই। স্থানীয় সূত্রের খবর ভোর পাঁচটা মশাগ্রাম থেকে বাঁকুড়ার দিকে যাচ্ছিল ট্রেনটি। সম্ভবত কাজের সূত্রেই বেরিয়েছিলেন সিরাজ খান। সেই সময় কোনভাবে রেলে কাটা পড়ে যান তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পাওয়া মাত্রই সিরাজ খান নামক ওই মৃত ব্যক্তির খুড়তুতো ভাই এসে হাজির হন ঘটনাস্থলে।

রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে বাঁকুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য। সকাল সকাল রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্প্রিং কালেকশন

নিজম্ব প্রতিনিধি— ফ্র্যাব্রিক্সের ওপর রোমাঞ্চকর বৈচিত্র্যের কারুকার্যের মাধ্যমে একটি সফট টোন সহ সেনসোটিভ টেক্সচার নিয়ে শুরু হল স্প্রিং কালেকশান ২০২৩। ৯ মার্চ থেকে অনলাইনে এবং ৩০ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন স্টোরে এগুলি পাওয়া যাবে।

কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের গ্রেফতারের দাবিতে মুর্শিদাবাদে রাস্তায় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস

কর্মীরা। মূর্শিদাবাদের সাগরদিঘি কেন্দ্রে বাম এদিন রাস্তায় নামেন মহিলারা। এদিন সামশেরগঞ্জ থানার গাজিনগর মালঞ্চ এলাকায় প্রথমে কর্মিসভা করেন মহিলারা। সেই সভায় শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মিসভায় কংগ্রেস সভানেত্রী কনকলতা সিংহ প্রমুখ। কর্মিসভা শেষে একটি প্রতিবাদ মিছিল বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। সেই মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে, মায়েদের

কনকলতা সিংহ বলেন, 'আমাদের দলের জৈনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দিচ্ছেন বায়রন

আসল রূপ বেরিয়ে এসেছে।'

অডিওতে শোনা যায়, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সঞ্জয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২২ মার্চ— বিধায়ক ধুলিয়ান শহর এলাকার নেতা সঞ্জয় জৈনকে ফোন বিশ্বাস। বাবা-মা তুলে কু-কথা বলছেন তিনি। শুধু বায়রন বিশ্বাসের গ্রেফতারের দবিতে বুধবার রাস্তায় করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন তাই নয়, কংগ্রেস বিধায়কের বিরুদ্ধে আরও নেমে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সাগরদিঘির কংগ্রেস বিধায়ক। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের ওই নেতার বাড়ির আমাদের নেতার বাড়িতে দলবল নিয়ে গিয়ে সামনে গিয়ে অস্ত্র দিয়ে তাঁকে হুমকিও দেন। এই সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়ী বায়রনের আক্রমণও করেছেন তিনি। এই পুরো প্রক্রিয়ায় ঘটনার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই সামশেরগঞ্জ কেন্দ্রের একটি ভাইরাল হওয়া অডিও ক্লিপের প্রতিবাদেই কংগ্রেসের এই বিধায়ক মা-বোন তুলে অশ্লীল বিধায়ক আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে সামশেরগঞ্জ ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। এর প্রতিবাদে তাঁর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা কংগ্রেস। বিধায়কের গ্রেফতারের দাবি জানান হয়েছে। কিন্তু এখনও তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। শাসক দলের বিধায়ক থেকে পাঁচ শতাধিক কর্মী-আমাদের দাবি, তাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে সমর্থক। রাস্তা অবরোধও করা হয়। এর রেশ না বিধায়কের সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া অডিও হবে। সেই সঙ্গে আমরা সাগরদিঘির মানুষের কাছে কাটতেই এবার দলের মহিলা শাখার কর্মী-সমর্থকরা ক্লিপিংসের প্রসঙ্গ তুলে প্রতিবাদ সরব হন তৃণমূল বলতে চাই, 'আপনারা এমন একজনকে নির্বাচনে রাস্তায় নামলেন। এদিন কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের সামশেরগঞ্জ ব্লক সভাপতি সহিদুল জয়ী করলেন, যিনি বিধায়কের মর্যাদা রাখতে কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও কংগ্রেস ইসলাম, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা সহ জানেন না। যিনি মা-বোনদের সম্মান করতে বিধায়কের গ্রেফতারির দাবি তুলছেন। কংগ্রেস শেখেননি। জয়ী হওয়ার একমাসের মধ্যে তার বিধায়কের অশ্লীল গালিগালাজকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সিপিএম এবং প্রসঙ্গত, গত দু'দিন আগে কংগ্রেস বিধায়কের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর ক্রমশ চড়াতে চাইছে শাসক গালি দেওয়া কেন, সাগরদিঘি কংগ্রেস বিধায়ক একটি অডিও ভাইরাল হয় সমাজমাধ্যমে। সেই দল। বিধায়কের গ্রেফতারের দাবিতে আগামীতে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরসভার বাজেট পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ— শিলিগুডি পুরসভার ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বাজেট পেশ করলেন মেয়র গৌতম দেব। বুধবার শিলিগুড়ি পুরসভার প্রধান কার্যালয়ে এই বাজেট পেশ করেন তিনি। ২০২৩-২৪ সালের আর্থিক বর্ষের ৫৯১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার বাজেট এবং ২০২২-২৩ সালের ২৩৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার সংশোধিত বাজেট এদিন পেশ করা হয়। মেয়র জানান, গত বছরের মে মাস থেকে এই বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ১২৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬৭০টি প্রকল্প নিয়েছে পুরসভ। এই বাজেটের মধ্যে মহানন্দা নদী সংস্কার, ও বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ করা হবে বলে মেয়র জানান।

কোভিড পরবর্তী সময়ে ভিসার চাহিদা বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি— দুয়ারে ভিসা প্রকল্পের অধীনে মানুষের অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। ফলে বিগত বছরে পূর্বের তুলনায় পঁচাশি শতাংশ আবেদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড বিধি-নিষেধ প্রত্যাহ্বত হওয়ার পরই মানুষ বিদেশে যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদন করছেন। শুধুমাত্র কলকাতা থেকেই পঁচাশি শতাংশ এবং দেশে একশো ষাট শতাংশ ভিসার আবেদন বেড়েছে।

শর্ট ফিল্মস আউচ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি— বৈভব মুথা দারা পরিচালিত ও শীতল ভাটিয়া প্রযোজিত ১৫ মিনিটের একটি শর্ট ফিল্ম আউচ ২ রিলিজ হল। অভিনয় করেছেন শারমন যোশি, নিধি বিষ্ট ও শেফালি জারিওয়ালা। এই ছবিতে বিবাহ-বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ককে একটি কমেডির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

ফর্ম নং ইউআরসি-২

পরিচ্ছেদ XXI এর অংশ। অধীন নথিভুক্তিকরণের বিজ্ঞপ্তির প্রজ্ঞাপন [২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৩৭৪(বি) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড ট রেজিস্টার রুলসের রুল ৪(১) সংস্থান অনুযায়ী ১. এতদারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৩৬৬ ধারার উপধারা (২) সংস্থান অধীনে ' পিকাসোনা এন্টারপ্রাইজেস **এলএলপি**' একটি অংশীদার্র

> অধীনে একটি অংশীদারির মাধ্যমে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তিকরণের জন্য রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, কলকাতার নিকট এক আবেদন দাখিল করা হয়েছে। কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূগ : প্রস্তুতকরণ, ডিজাইন, নির্মাণ রূপায়ন, পালন করা, সরঞ্জাম সহ প্রস্তুত, সহযোগিতা, রক্ষণাবেক্ষণ

পরিচালন, উন্নয়ন, কাজ, তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং সকল ধরনের নির্দেশের তত্ত্বাবধান, যোগাযোগ এবং পূর্ত/ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিকা য সরঞ্জাম এবং শ্রমিক সরবরাহ, সরঞ্জম সংস্থাপন এবং রেলওয়ে ব্যবস্থা চালুকরণ। ৩. প্রস্তাবিত কোস্পানির মেমোর্যাভাম

আর্টিকেলস অ্যাসোসিয়েশন পর্যবেক্ষণ করা যাবে ২০ শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, থানা ফুলবাগান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৪ ঠিকানাস্থিত অফিসে।

৪. এতদারা আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬ ৭, ৮ সেক্টর ৫ আইএমটি মানেসার জেলা - গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড - ১২২০৫০-নিকট নোটিশ পাঠাতে হবে এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে

পাঠাতে পারেন। তারিখ ২৩ মার্চ ২০২৩।

আবেদনকারীগণের নাম ১. রমেশ প্রসাদ ২. অনিতা প্রসাদ

মেদিনীপুর শহরের গান্ধিঘাটে পৌরসভার উদ্যোগে একটি মন্দির তৈরির সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মার্চ— মেদিনীপুর শহরের গান্ধীঘাটের সৌন্দর্যায়ন এর জন্য মেদিনীপুর শহরের কংসাবতী নদী তীরবর্তী গান্ধী ঘাটকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গান্ধীঘাটে একটি জল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। মেদিনীপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে মেদিনীপুর গান্ধীঘাট কে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই গান্ধী ঘাটকে সাজিয়ে তোলার জন্য ওই এলাকায় থাকা একটি ছোট শিব মন্দির সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার সেই শিব মন্দির তৈরির সূচনা করেন মেদিনীপুর পৌরসভার পৌর প্রধান সৌমেন খান। তিনি বলেন কোন মন্দিরকে ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। মন্দিরটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাই ছোট শিব মন্দিরটি নতুন করে তৈরি করার কাজ বুধবার থেকে শুরু করা হয়েছে। পৌরসভার পক্ষ থেকে ওই মন্দিরটি তৈরি করতে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে তিনি জানান। ঐতিহাসিক মেদিনীপুর শহরের গান্ধী ঘাট। সেই গান্ধী ঘাটকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধীঘাটকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আগামী দিনে মেদিনীপুর শহরের গান্ধীঘাট একটি উন্নতমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলে তিনি জানান।

আবারও ভাঙ্গন বিজেপিতে, একই সাথে ৬ জন পদত্যাগ করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ মার্চ— এবার বর্ধমানে বিজেপির শ্যামল রায়ের পর পদত্যাগ করলেন তার একই সাথে ৬ জন পদত্যাগ করলেন পদ থেকে আবারও ভাঙ্গন বিজেপিতে, বিজেপির সহ-সভাপতি শ্যামল রায়ের পর এবার আরো পাঁচজন পদত্যাগ করলেন। বিজেপি কার্যালয়ের কাছেই বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে সমগ্র বিষয়টি তুলে ধরেন বিজেপির রাজ্য কমিটি এসি মোর্চার সদস্য রাজু পাত্র। তাদের দাবি, দল তাদের গুরুত্ব দিচ্ছে না, দলের জেলা সভাপতি অযোগ্য ঠিকমত নেতৃত্ব দিতে পারছেন না। তাই তারা পদত্যাগ করছেন। তারা দলকে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সাত দিন সময় দিচ্ছেন বলে জানান তারা। পাশাপাশি তারা বলেন, তারা পদ ছাড়লেও দল ছাড়ছেন না এই মুহূর্তে।

নিশ্চিন্তে ভ্রমণে পাশে আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি— যাত্রা অনলাইন লিমিটেড (যাত্রা) তাদের গ্রাহকদের চাপমুক্ত ভ্রমণের জন্য চালু করেছে তাদের সর্বাধুনিক প্রচারাভিযান, 'যব যাত্রা হ্যায় তো কাহে কা ডর, 'বিন্দাসপ্লানকর'। ক্যান্সেলেশন প্রোটেকশন ফিচার-এর ওপর জোর দিয়ে এই প্রচারাভিযানটি যাত্রাডটকম-এ উপলব্ধ, যা কোনও ধরনের বাধা কিংবা অপরিকল্পিত ভ্রমণ পরিকল্পনা সত্ত্বেও ভ্রমণকারীদের জন্য একটি মসুণ ভ্রমণকে নিশ্চিত করে। ক্যান্সেলেশন প্রোটেকশন হল 'লিবাটি জেনারেল ইন্সারেন্স লিমিটেড' দ্বারা অফার করা একটি বিমা পলিসি যা যাত্রার ফ্লাইট-এর টিকিট বুকিং নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। এই প্রোডাক্টটি গ্রাহকদের ফ্লাইট-এর টিকিট বাতিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রে যাত্রীদের ফ্লাইট-এর টিকিটের মূল্য ফেরত পেতে

এসএমবির জন্য আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি— এডব্লুএস ভারতীয় এসএমবিকে তাদের ডিজিটাল প্রকল্পের জন্য এবং ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য এডব্লুএস উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে। ভারতীয় এসএমবির জন্য ঊনষাট লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকল্পগুলির মধ্যে এডব্লুএস ক্লাউড সংযুক্ত করার বাধা অপসারণের



স্থাবর সম্পত্তিসমূহ (সিকিউরিটিজ) দ্বারা ঋণ সুবিধাদি গ্রহণ করেছেন এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন ফলে ঋণ পরিশৌধ না করায় আপনাদের ঋণ অ্যাকাউণ্টগুলি অকার্যকর সম্পদ শ্রেণিভুক্ত হয়েছে এবং পর্বতীতে সম্পাদিত নিম্নোক্ত মতে চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অ্যাকাউন্টের সূক্ল অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুকূলে নির্ধারিত হয়েছে সম্পাদিত মতে চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদের বিনিময়ে ঋণবকেয়া আদায় নিমিত্ত জামিনদত্ত সম্পদের ওপর ধার্য সুদ আদায়কারীর অধিকার ন্যস্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বকেয়া আদায়ের চুক্তি মতে ২০০২ সালের (আইন) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারাধীনে দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩(১) সহ সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারাধীনে আপনাদের উদ্দেশ্যে পরিবর্ত পদ্ধতিতে প্রেরিত নোটিশের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রদত্ত ক্ষমতা, ঋণগ্রহীতা, সহ ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদত্ত সম্পত্তি, বকেয়া ঋণ পরিমাণ, দাবি নোটিশ বিস্তারিত মতে পরিমাণ

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশ

ঋণগ্রহীতা, সহঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা, লোন অ্যাকাউন্ট মৌজা-সিলামপুর, জেএল নং. ৯০, খতিয়ান নং. ৯১০, বর্তমান এলআর ৪. বকেয়া পরিমাণ টা. খতিয়ান নং. ২১৪৩, এলআর প্লট নং ৭৭০, কমবেশি ৫ শতক জমি আাডি. নাতাম সেখ এবং শ্রীমতি নাজিয়া বিবি স্বামী আকবর জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুরে পাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট পানাগড বর্ধমান (প.ব)-930386

দাবি নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারাধীনে প্রকাশিত :

রেজিস্ট্রিকৃত, জেলা পশ্চিম বর্ধমান ঠিকানায় অবস্থিত সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে- প্লট নং. ৭৭০, দক্ষিণে- প্লট নং. ৭৭০, পর্বে- নালা, পশ্চিমে- মোজা আনন্দপুর সমন্বিত। **বন্ধকদাতার নাম** : শ্রী আকবর **শে**খ পিতা শ্রী নাতাম শেখ। ৫,৫৬,০০০ টাকা (পাঁচ লাখ

0. ১৫.১১.২০২২ ৪. ৮,৮৪,৭২১ টাকা (আট লাখ চুরাশি হাজার সাত শত একু* টাকা) ১৪.১১.২০২২ পর্যন্ত বকেয়া এবং ১৫.১১.২০২২ থেকে সুদ বকেয়া আদায় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মৌজা-মেনালি, আরএস এবং এলআর ১. বাজাজ ফিনান্স

২. চুক্তির তারিখ

৩. দাবি নাটিশের তারিখ

১. পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স

শ্রীমতি সাহিনা আকতার ঠিকানা : ।-১২১, দাগ নং. ৫১৩ এবং ৫১৪, আরএস এবং 🛮 লিমিটেড উত্তর মথুরাপুর, খোলাপোতা, বসিরহাট, এলআর খতিয়ান নং. ৫৫৮, বর্তমানে ২. ৩০.০৩.২০২২ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৮ ১২১৪, জেএল নং. ৬০, খোলাপোতা ৩. ১৭.০৮.২০২২ এবং শ্রী মৈনুলাহক মন্ডল পিতা শ্রী আলিম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন থানা-বারাসত, ৪.১১,৭৬,৭৭২ বকস এবং শ্রীমতি সাহিনা আকতার পিতা জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ঠিকানায় ৬ টাকা (এগারো লাখ **শ্রী আনারুল সর্দার ঠিকানা :** ময়নালি ডেসিমেল কমবেশি পরিমাণ জমি ছিয়াতর হাজার সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে- ৫ সাত শত বাহাত্তর উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৮ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক, পূর্বে- জিয়াউল 🛮 টাকা) ৭৪৩৪২৮ এবং আরও ঠিকানা : গ্রাম হকের সম্পত্তি, পশ্চিমে- মোজাম্মেল ১৭.০৮.২০২২ মায়ানলি, পো : খোলাপোতা, থানা হকের সম্পত্তি, দক্ষিণে- আদম সর্দার ও পর্যন্ত বকেয়া এবং মাথিয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, রঞ্জিতা বিবির সম্পত্তি সমন্বিত। বন্ধকদাতার নাম : শ্রীমতি সাহিনা থেকে সুদ বকেয়া

৭৪৩৪২৮ লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার 6U1BLSET858231 মঞ্জুরিকৃত ঋণ পরিমাণ : ১০,৩৬,৬০০

লোন আকোউন্ট নাম্বার -

HM/0012/H/17/100046

ছাপান্ন হাজার টাকা)

900005

লাখ টাকা)

লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার

HF/0011/H/19/100022

মঞ্জুরিকৃত ঋণ পরিমাণ

মেসার্স ফ্যাশন গারমেন্টস স্বত্বাধিকারী

টাকা (দশ লাখ ছত্রিশ হাজার ছয় শত টাকা) ম **মহেশ্বর মহেশ্বর রা**য় দাগ নং. ২২৫৪ অংশ, খতিয়ান নং. ৮৬২, জেএল পিতা ভুবন রায় এবং শ্রীমতি নং. ১০, তৌজি নং. ১৭৩, মৌজা- সুলতানপুর, অঞ্জলি রায় স্থামী মহেশ্বর থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ প্রগনা, বর্তমানে মহেশ্বর রায় ঠিকানা : ৩বি পুর হোল্ডিং নং. ১৬, মানসভূমি লেন, কলকাতা-জাস্টিস মনমথ মুখার্জি রো ৭০০০৭৯, পুর ওয়ার্ড নং. ২ অধীন ঠিাকানায় ২ আর্মহাস্ট স্ট্রিট রাজারাম কাঠা ৩৭ বর্গফুট জমিস্থিত নির্মাণের দক্ষিণ পূর্ব দিকে ৪. ১২,৩৮,২১৪ টাক মোহন সরণি কলকাতা চতুর্থ তলে ৬০০ বর্গফুট মাপের ফ্ল্যাট নং. সি ১০১

সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে- দাগ নং. २२.८८, शर्त- माग नः. २२.८८, मक्रिल- २२.८८ এবং ২২৫৩, পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া যাতায়াতের মঞ্জুরিকৃত ঋণ পরিমাণ পথ সমন্বিত। ১১,০০,০০০ টাকা (এগারো

বন্ধকদাতার নাম : শ্রীমতি অঞ্জলি রায় এবং শ্রী মহেশ্বর রায়।

আখতার স্বামী শ্রী মইনুল হক মন্ডল।

(বারো লাখ আটত্রিশ হাজার দুই শত চোদ্দ টাকা) ১৭.১১.২০২২ পর্যন্ত বকেয়া এবং ১৮.১১.২০২২ থেকে সুদ বকেয়া আদায় পরিশোধ না হওয়া

১. বাজাজ ফিনান্স

২. ৩০.০৩.২০২২

0. 06.03.2022

টাকা (তেরো লাখ

তিপান্ন হাজার দুই

শত পঁচিশ টাকা)

পর্যন্ত বকেয়া এবং

থেকে সুদ বকেয়া

06.08.2022

\$b.0b.2022

হওয়া পর্যন্ত

হাউজিং ফিনান্স

0. 59.55.2022

আদায় পরিশোধ না

সৈফুদ্দিন মোল্লা ঠিকানা : গ্রাম - সাঁতরা, পাড়া সাঁতার, থানা - ভাঙর, পি.ও.বি. গোবিন্দপুর তারকেশ্বর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০২ এবং শ্রী সৈফুদ্দিন মোল্লা পিতা সিরাজুল ইসলাম মোল্লা এবং এবং শ্রীমতি রহিমা আলম পিতা মহ. নুর আলম মোল্লা উভয়ের ঠিকানা : ভাঙর, ফুলবাড়ি বামুনিয়া, ভাঙর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৫০২ এবং শ্রীমতি রহিমা আলম পিতা মহ. নূর আলম মোল্লা ঠিকানা : ফকির পাড়া, কারবালা আইত, সোনারপুর, কাশীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৭০০১৩৫ **আরও ঠিকানা** - মৌজা - ফুলবাড়ি: বামুনিয়া, জে.এল. নং ৯৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৩, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৩৮, গ্রাম-ফুলবাড়ি, বাুমুনিয়া, পো: এবং থানা - ভাঙর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জাগুলগাছি গ্রাম

মেসার্স সোনালী মাতশা ফিশারি স্বত্বাধিকারী শ্রী

পঞ্চায়েত অধীন - ৭৪৩৫০২ লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার -U81BLSFA919925 মঞ্জুরিকৃত ঋণ পরিমাণ: ৯,৩৪,০০০ টাকা (নয় লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা)

২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৫০২, যুগলগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন ঠিকানায় ৩ ডেসিমেল জমি সমৃদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি উত্তরে- মজিদ আলির সম্পত্তি, পূর্বে- আবু হোসেনের সম্পত্তি, পশ্চিমে- সাধারণের যাতায়াতের পথ এবং হাসান আলির সম্পত্তি, না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণে- সৈদুল ইসলামের সম্পত্তি সমন্বিত। বন্ধকদাতার নাম : শ্রী সৈফুদ্দিন

মৌজা - ফুলবাড়ি বামুনিয়া,

জেএল নং. ৯৮. এলআর

খতিয়ান নং. ৭৩, আরএস এবং

এলআর দাগ নং. ২৩৮, গ্রাম-

ফুলবাড়ি বামুনিয়া এবং পো.

এবং থানা- ভাঙ্গর, জেলা- দক্ষিণ

ঋণগ্রহীতা/গণ এবং সহঋণগ্রহীতাগণ উল্লিখিত দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ এবং পরবর্তী

সুদ সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিমাণ পরিশোধের অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় ব্যর্থ হলে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের অধীনে ক্ষমতাবলে জামিনদত্তর সম্পত্তির বিনিময়ে ঋণ পরিমাণ আদায়ে বাধ্য হবেন। আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে আপনারা জামিনদত্ত সম্পত্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার করার সুযোগ পাবেন। অনুগ্রহ করে অবগত হন উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারার সংস্থান অধীনে আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয়, লিজ বা অন্যভাবে লেনদেন থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হচ্ছে।

স্থান : পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত আধিকারিক তারিখ : ২৩.০৩.২০২৩ কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. 'এর পক্ষে



বিলাসবহুল গাড়ি থেকে উদ্ধার ৩০ হাজার পুরিয়ায় भाष ३.५ (किन ट्राइन

নিজস্ব প্রতিনিধি— সল্টলেকে দুটি বিলাসবহুল গাড়ি থেকে উদ্ধার হুল ৩০ হাজার পুরিয়ায় মোট ১.৫ কেজি হেরোইন। মঙ্গলবার রাতে নওডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে এই হিরোইন। পুলিশ চালিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে নওভাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। সেখানে দুটি বিলাসবহুল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তদন্তকারীরা। গাড়িগুলি নিয়ম মেনেই পার্ক করা হয়েছিল। কিন্তু সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়েই তদন্তকারীরা হাজার হাজার কাগজের পুরিয়া পান। সেই পুরিয়ার মধ্যে রাখা ছিল হেরোইন। মোট তিরিশ হাজার হেরোইনের পুরিয়া দুটি গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। যার ওজন

প্রায় দেড় কেজি। এছাড়াও আলাদা করে আরও এক প্যাকেটে ৫০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। সবমিলিয়ে দু কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে অভিযান চালিয়ে মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নওভাঙ্গা সেক্টর চার এলাকা থেকে মবিন খান এবং মেহতাব বেগমকে গ্রেফতার করেছিল এসডিএফ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই এই মাদক ভর্তি গাড়ির সন্ধান পায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে সুকৌশলে এই মাদকের পুরিয়া মাদকাসক্ত ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। ধৃতরা মূলত পশু পালনের ব্যবসা করতেন। ছাগল পুষতেন তারা। ধাপার মনপুর

হোয়াটঅ্যাপে হোম লোন

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাজাজ হাউজিং ফাইন্যান্স তার হোয়াটঅ্যাপ হোম লোন আবেদন ফর্মের জন্য একটি সীমিত সময়ের অফার চালু করেছে হোয়টসঅ্যাপের মাধ্যমে ঋণদাতার কাছে হোম লোনের জন্য আবেদন করার সময় সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতারা এখন থেকে একটি ডিজিটাল নীতিগত অনুমোদনের পত্র বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। আবেদনকারীরা হয় কিউআর কোড স্ক্যান করতে পারেন বা নম্বরটি সংরক্ষণ করতে পারেন এবং আবেদন শুরু করতে 'হাই' বলতে পারেন।

NOTICE INVITING TENDER

Ashokenagar-Kalyangarh

NIeT No.: AKM / 04 / DEV CW / 2022-2023 (1ST CALL) Tender ID:

2023 MAD 497185 1 Bid submission end date: 31 March, 2023, 6-00 p.m.

টেন্ডার বিজন্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে बागास्त बन्दरतं बहन : 🗘 @EasternRailway

ই-টেন্ডার, তারিখ ঃ ২১.০৩.২০২৩। ভেপু সিপিএম/এস আন্ড টি/জিএসইউ, আসানসোল, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিয়লিখিত কাজের জনা ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন : কাঞ্চের নাম/অবস্থান ঃ আসানসোল ডিভিসন- অমৃত ভারত মিশন স্কীম-এর অধীনে আসানসোল ডিভিসনে জেএমটি, কেএমএমই, পিএএন, পিএডব্র, এসটিএন, এসইউআরআই ও ইউভিএগ স্টেশনের আধুনিকীকরণ ও সংস্কার। টে**ভার** মূল্যমান ঃ ৫,১৯,৩৭,৮১৭.৫৩ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৪,০৯,৭০০ টাকা। কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার পর থেকে ২৭০ দিন। বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৪.০৪.২০২৩ দুপুর ৩টা। গুয়েবসাইটের বিবরদাঃ http://www.ireps.gov.in। এই টেভারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। টেন্ডারলাতার/বিভারের অবশাই ক্রাস-ত ডিঞ্জিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতারা/ বিভাররা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশ নিতে পারবেন। (ASN-223/2022-23)

পূর্ব রেলওয়ে

গুপেন টেডার বিজ্ঞপ্তি নং : জিএসইউ-এসএনটি

এএসএন-০২-২০২২-২৩-এর প্রেক্ষিতে

@easternrailwavheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জনা প্রিন্সিপ্যাল ডিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো বেলওয়ে দ্বারা ই-টেজারিংয়ের জনা টেজার বিজ্ঞান্তি আহান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়া কার্ডেড থেকে সেট্রাল পর্যস্ত (তিমি ৭/১৪ পর্যন্ত) কর্ম্ট আমান ভাবল ফ্রাঞ্জভ্ (সিআইভিএফ) পাইপলাইন হারা কান্ট আমান স্পিগট্টেড সকেটেড (সিআইএসএস)-এর প্রতিস্থাপন। **কাজের আনুমানিক বায় ঃ** ২,৩৭,১৩,৫০৮.৯৮ টাকা। <mark>বায়নামূল্য</mark> ঃ ২,৬৮,৬০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ আট (০৮) মাস। বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৫.০৪.২০২৩-এ বেলা ১২টা। টেভার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়োবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/ সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র গুয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

Chairman

Municipality

সংক্ষিপ্ত ই-টেডার বিজপ্তি নং ঃ সিভিল-২৩৯২-২০২২ (ওপেন)। আমাদের অনুসরণ করুন ঃ 🔿 /metrorailwaykol 😝 /metrorailkolkata

টেভার

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে,

হাওড়া, ডিআরএম বিশ্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের

এলাকায় তাদের একটি প্ল্যাটও

রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি ছাগল

ব্যবসার আড়ালে মাদকের কারবার

চালাত এই দম্পতি। আর কারা

কারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের

খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্রডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরাপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ (সিনি. ডিইএন/৩/ এইচভবুএইচ)ঃ ক্রমিক নং-১। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ২২৬_২০২২-২৩, তারিখঃ ২১,০৩,২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ হাওডা ডিভিসনে বর্যাকালে আপংকালীন সাম্থী হিসাবে পাথ্য এলএলপি ২০১৩ সালের কোম্পানি খালানের স্টোন ডাস্ট। আনুমানিক ব্যয় ঃ আইনের পরিচেছদ XXI এর অংশ

১,১০,७১,७১০.९९ টाका। वासनाम्ला ३ ২,০৫,২০০ টাকা। ক্রমিক নং-২। ই-টেন্ডার নন্দর ঃ ২২৭_২০২২-২৩, তারিখ ঃ ২১,০০,২০২০। কাজের বিবরণ ঃ হাওডা ডিভিসনে বর্যাকালে আপৎকালীন সামগ্রী হিসাবে বুরা/রেল পাইলিং সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯৪,০৩,১৭৯.৪২ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,৮৮,১০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্য করার তারিখ থেকে ১১ (এগারো) মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ খোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেভার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। টেভার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৩.০৪.২০২৩ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবৰণ ওমেবসাইট

www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনগাইন অফার জমা করতে টেন্ডার-দাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান-- ই-টেন্ডারিং সম্পর্কিত বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিরমূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাক্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ো-র মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। **দ্রস্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডারিং পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ইএমডি বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না কানো ম্যানয়াল অফার প্রাহা হবে না

www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে गंगाल बनुतन रुख्नः 🔾 @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টেভার বিজন্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in

epaper.thestatesman.com

🖜 ৩১শে অক্টোবর ২০২২ থেকে

ভারতের সরকারি টিভি সংস্থা

'দুরদর্শন' তাদের সমস্ত টেরিসট্রিয়াল

চ্যানেল বন্ধ করে দিল। শুধু দিল্লির একটি

চ্যানেল আরও এক বছর বহাল থাকরে। তরে

টেরিসট্রিয়াল বন্ধ হলে কী হবে, কেবল টিভি

ও ডিটিএইচ টিভিতে দূরদর্শনের সমস্ত

চ্যানেল যথারীতি দেখা যাবে। ১৯৯০ দশকের

শেষ দিক থেকে যেভাবে টেরিসট্রিয়াল টিভির

জনপ্রিয়তা কমতে কমতে আজকের দিনে

একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, তাতে

এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী ছিল। অথচ কয়েক

দশক ধরে রাজত্ব করা এই টেরিসট্রিয়াল

টিভির কথা শুনলে যাঁরা এখনকার বয়স্ক ও

মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিরা রয়েছেন তাঁদের

বেশিরভাগই 'নস্ট্যালজিক' হয়ে পডরেন।

উনিশশো সত্তর থেকে নবুই দশক পর্যন্ত প্রায়

সমস্ত বাড়ির ছাদে শোভা পেত টেরিসট্রিয়াল

টিভির 'ইয়াগি' অ্যান্টেনা। ছোট-বড পাঁচটি

অ্যালুমিনিয়ামের দণ্ড আনুভূমিকভাবে

লাগানো থাকত। সবচেয়ে প্রথমে থাকত

রিফ্রেক্টর, যা দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড। তারপর

থাকত 'ডাইপোল'। এরপর তিনটে অসমান

দণ্ড পরপর থাকত, এরা হল 'ডাইরেক্টর'। মোবাইল ও ইন্টারনেট নিয়ে মেতে থাকা

এখনকার প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা এই প্রায়

বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অ্যান্টেনা হয়ত চোখেই

দেখেনি। এখনকার ৪-কে এইচডি টিভির

দুর্দান্ত ছবির কাছে তথনকার ঝিরঝিরে সাদা-

কালো ছবির তুলনা টানা বৃথা। যেন হিরের

য় গেল দূরদশনের 🕻

অসীম সুর চৌধুরী

সম্প্রচারের সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে প্রথম এর সম্প্রচার শুরু হয়। তবে এরও প্রায় ৩৪ বছর আগে লন্ডনে, পৃথিবীর প্রথম টিভি সম্প্রচারের সত্রপাত। উনিশশো সত্তর দশক থেকে ভারতের অন্যান্য শহরে টিভি সম্প্রচার ছড়াতে শুরু করল। কলকাতায় প্রথম টিভি সম্প্রচার শুরু হয় ৯ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে।

টিভি মনোরঞ্জনের উপায়। কিন্তু টেরিসট্রিয়াল টিভির কতগুলো সীমাবদ্ধতার কারণে এর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পডতে লাগল। এই টিভির তরঙ্গগুলো মাত্র ৫০ থেকে ৬০ কিমি যেতেই দুৰ্বল হয়ে পড়ে, পৃথিবীর বক্রতার কারণে। তাই সেই দুর্বল তরঙ্গগুলো শক্তিশালী করার জন্য রিলে স্টেশন বসাবার প্রয়োজন হয়। সারা ভারতে টেলিভিশন নেটওয়ার্ক গড়ার জন্য হাজারের বেশি রিলে স্টেশন বসাবার প্রয়োজন হয়। বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচও প্রচুর।

বিভিন্ন ছোট-বড় সব শহরেই টেরিসট্রিয়াল টিভির দর্শক সংখ্যা প্রায় শূন্যতে নেমে এসেছিল। তা সত্ত্বেও এটাকে চালানো হচ্ছিল গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের কথা ভেবে। পয়সা দিয়ে টিভি দেখা অনেক গরিব মানুষের কাছে বিলাসিতার সামিল। কিন্তু আস্তে আস্তে গ্রামাঞ্চলেও জনপ্রিয়তা তলানিতে চলে যাওয়ায় চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল কয়েক যুগ ধরে রাজত্ব করা দূরদর্শনের টেরিসট্রিয়াল টিভি। তবে বিষাদের মধ্যে একটা ভালো খবরও আছে। ভারতের একমাত্র নিঃশুল্ক (ফ্রি) দূরদর্শনের ডি.টি.এইচ-এর দর্শক

বর্তমানকালে ভারতের

সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রায় শূন্যতে নেমে এসেছিল। তা সত্ত্বেও এটাকে চালানো হচ্ছিল গ্রামাঞ্চলের গরিব মান্যদের কথা ভেরে। পয়সা দিয়ে টিভি দেখা অনেক গরিব মানুষের কাছে বিলাসিতার সামিল। কিন্তু আস্তে আসোঞ্চলেও জনপ্রিয়তা তলানিতে চলে যাওয়ায় চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল কয়েক যুগ ধরে রাজত্ব করা দুরদর্শনের টেরিসট্রিয়াল টিভি। তবে বিষাদের মধ্যে একটা ভালো খবরও আছে। ভারতের একমাত্র নিঃশুল্ক (ফ্রি) দূরদর্শনের ডি.টি.এইচ-এর দর্শক সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।এখন এর গ্রাহস সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। আশা করা হচ্ছে ২০০-র বেশি টিভি ও রেডিও চ্যানেল সম্প্রচারকারী এই ডি.টি.এইচ-এর গ্রাহক

সংখ্যা ২০২৫ সাল নাগাদ ৫ কোটিতে

নয়া আবিষ্কারে আশার আলো

নারকেলেই ক্যান্সার থেকে মুক্তি

পুলক মিত্র

'কিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়। নারকেলের মাধ্যমে ক্যান্সার থেকে মুক্তির নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলচ্ছেন মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ডিরেক্টর রাজেন্দ্র অচ্যুত বাড়বে (Rajendra Achyut Badwe)। চিকিৎসায় হতাশ ক্যান্সার আক্রান্তদের তিনি নিয়মিত নারকেলের ফোটানো গরম জল খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। এতেই নাকি জব্দ হবে ক্যান্সার।

তাঁর মতে, নারকেলের গরম জল ক্যান্সারের কোষকে ধ্বংস করে। এই জল একজন ক্যান্সার আক্রান্তের জীবন বাঁচাতে পারে। ক্যান্সারের কোষ নম্ট করে। এতে অন্য কোষের কোনও ক্ষতি হয় না। নিয়মিত নারকেল খেলে স্তন ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার সহ অন্যান্য ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।



এক কাপ গরম জলে দুতিনটে পাতলা নারকেলের টুকরো ফেললে, সেই জল ক্ষারক হয়ে যায়। নারকেলের এই ক্ষারীয় রস আলসার এবং টিউমার নম্ভ করে। এছাডা নারকেলের অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিফেনল উচ্চ রক্তচাপ কমায়, রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না এবং থ্রস্বসিস থেকে রক্ষা করে। এই জল রোজ খেলে খব উপকার হয়। ক্যান্সারের চিকিৎসায় নতন এই আবিষ্কার ইতিমধ্যে সাডা

শুধু ক্যান্সার চিকিৎসা নয়, নারকেলের জল ও শাঁসের অনেক উপকারিতা রয়েছে। নারকেলের দুধ এবং তেল পুষ্টিগুণে ভরপুর। নারকেল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাডাতে সাহায্য করে।

প্রতি ১০০ গ্রাম নারকেলে থাকে ৩৫৪ ক্যালোরি, ৩৩ গ্রাম ফ্যাট, ২০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৩৫৬ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ১৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ও ৩.৩ গ্রাম প্রোটিন। এছাডাও ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও বি১২ আছে।

নারকেলে বেশি ক্যালোরি থাকায়, তা দ্রুত শরীরে শক্তি জোগায়। তাই কাজের মাঝে ক্লান্তি এলে বা হালকা খিদে পেলে নারকেল খেলে তাৎক্ষণিক অ্যানার্জি বাডবে। নারকেল হৃদযন্ত্র ভালো রাখে। এটি রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে হৃদরোগের সমস্যা দূর করে।

নারকেল রক্তের ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীরাও পরিমিত নারকেল খেতে পারেন। এতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে। নারকেল হাড়ের উন্নতি সাধন করে। এতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে, যা হাড়সহ দাঁতের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। একইসঙ্গে অস্টিওআর্থারাইটিস, অস্টিওপোরোসিস এবং যে কোনও হাড়ের রোগ সারায়।

হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে নারকেল। এতে থাকা ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যামিনো অ্যাসিড হজম ক্ষমতা বাড়ায়। নারকেলের দুধ লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। একইসঙ্গে হেপাটাইটিস সি, জন্ডিস ও লিভারের বিভিন্ন অসুখ সারাতে নারকেল দুধ কার্যকরী।

একনজরে দূরদর্শনের টেরিসট্রিয়াল টিভি

টেলিভিশনের সূচনা।

টিভি সিরিয়াল 'হামলোগ'-এর শুরু।

দূরদর্শনের দ্বিতীয় চ্যানেলের সূচনা।

সমস্ত টেরিসট্রিয়াল টিভি চ্যানেল বন্ধ

(শুধু দিল্লির একটি চ্যানেল এক

বছরের জন্য চালু থাকবে)।

- ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯— দিল্লিতে ১৫ই আগস্ট ১৯৮২ — ভারতে রঙিন প্রথম দূরদর্শনের টেরিসট্রিয়াল টিভি ১৫ই জুলাই ১৯৮৪— প্রথম হিন্দি সম্প্রচার শুরু হয়।
- ১৫ই আগস্ট ১৯৬৫-- হিন্দিতে প্রতিদিনের সংবাদ চালু হয়। • ৯ই আগস্ট ১৯৮৫-- দিল্লিতে
- ২রা অক্টোবর ১৯৭২-- ভারতের দ্বিতীয় শহর হিসাবে মুম্বইতে টিভি 🔸 ৩১শে অক্টোবর ২০২২--ভারতের সম্প্রচার শুরু।
- ৯ই আগস্ট ১৯৭৫-- কলকাতায় দুরদর্শনের উদ্বোধন।

কিন্তু তখন সাদা-কালো টিভির যুগ। রঙিন জগতে পদার্পণ ঘটল ১৯৮২ সালের ১৫ই

এবার দেখা যাক, কীভাবে টেরিসট্রিয়াল টিভি কাজ করে। টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলো তৈরি হওয়ার পর সেগুলোকে (ছবি ও শব্দ উভয়ই) বৈদ্যতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে ট্রান্সমিটার বা প্রেরক স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে খব বেশি কম্পাঙ্কের তডিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কাঁধে চাপিয়ে এদের বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই বেশি কম্পাঙ্কের তরঙ্গগুলোকে 'বাহক কম্পাঙ্ক' নামে ডাকা হয়। আর টেরিসট্রিয়াল টিভির ক্ষেত্রে এদের মান চল্লিশ (৪০) মেগাহার্জের (১ মেগাহার্জ = ১০০০০০ হার্জ) পর থেকে শুরু হয়। ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা থেকে ছডিয়ে পড়া তরঙ্গগুলো সোজাসুজি আমাদের টিভির অ্যান্টেনায় এসে ধরা পড়ে বলেই অনুষ্ঠানগুলো আমরা দেখতে পাই। একসময় প্রায় সমস্ত বাড়ির ছাদে এই 'ইয়াগি' অ্যান্টেনা শোভা পেত। উনিশশো নবুই দশক পর্যন্ত সারা ভারতে 'টেরিসস্টিয়াল' টিভির রমরমা

ছিল। সরকারি চ্যানেল 'দুরদর্শন' ছিল একমাত্র

এছাড়া আরও কিছু অসুবিধা, যেমন ছবির গুণমান ভাল না হওয়া, ইচ্ছেমতো নানা ধরনের চ্যানেল দেখতে না পাওয়া, ইত্যাদি কারণে টেরিসটিয়াল টিভির জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকল। আর সেই জায়গা দখল করল 'কেবল টিভি'। শতাধিক চ্যানেল নিয়ে ভারতে কেবল টিভির আত্মপ্রকাশ ১৯৯২ সালে। সংবাদ, বিনোদন, খেলা ইত্যাদি যে কোনও চ্যানেল ইচ্ছেমতো দেখা যায় বলে এর জনপ্রিয়তা বাডতে লাগল এর আগে দর্শকরা দূরদর্শনের টেরিসট্রিয়াল টিভির মাত্র দুটো চ্যানেলই (কিছু জায়গায় তিনটে) দেখতে পেল। বর্তমানে ১৫০০-র বেশি টিভি চ্যানেল নিয়ে কেবল টিভি কর্তৃত্ব করছে।এছাড়া কেবল টিভির ছবি ও শব্দের গুণমান টেরিসট্রিয়াল থেকে ভালো হওয়ার কারণে দর্শকরা বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছে। এর শব্দ ও ছবির উন্নত গুণমানের কারণ হচ্ছে, উপগ্রহ থেকে টিভির সিগন্যালকে গ্রহণ করে সরাসরি তারের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে

বর্তমানকালে ভারতের বিভিন্ন ছোট-বড সব শহরেই টেরিসট্রিয়াল টিভির দর্শক সংখ্যা

শহর ও জেলার অন্বরে

পঞ্চবন এখন শান্তিনিকেতনের একাডেমি অফ ফাইন আর্টস

- আরও কত কী!

কাছে বালুকণা। কিন্তু সেই ম্যাড়মেড়ে

সাদা-কালো ছবি দেখার জন্য

দর্শকদের মধ্যে ছিল তুমুল উন্মাদনা।

সেইসময় কারো বাড়িতে টিভি

থাকলে তাঁকে পাড়ায় বেশ সম্ভ্রমের

দৃষ্টিতে দেখা হত। টিভিতে ভালো

কোনও অনুষ্ঠান থাকলেই পাড়ার

লোকেরা হামলে পড়ত সেই বাড়িতে।

বেশিরভাগ টিভির মালিকই সেই অত্যাচার

হাসিমুখে মেনে নিত। ঘরভর্তি লোকের মধ্যে

'প্রাইভেসি' তখন জানালা গলে উধাও। কিন্তু

'প্রাইভেসি'কে বুড়ো আঙ্কুল দেখিয়ে

আন্তরিকতা জিতে যেত। সারা পাডার

লোকের সঙ্গে টিভির মালিকও মেতে থাকত

ইস্ট্রেঙ্গল-মোহনবাগান বা উত্তম-সচিত্রা

নিয়ে। এত কিংবদন্তী মানুষ, জনপ্রিয় সিরিয়াল

বা ঐতিহাসিক খেলার সঙ্গে জডিয়ে আছে এই

টেরিসট্রেরিয়াল টিভি, তা বলে শেষ করা

যাবে না। রবিশংকরের সেতার, লতা

মঙ্গেশকরের অনষ্ঠান, সত্যজিৎ রায়ের

'সদগতি', শ্যাম বেনেগালের 'ভারত এক

খোঁজ', দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করা

সিরিয়াল 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', দিল্লির

এশিয়ান গেমস, ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের

প্রথম বিশ্বজয়, মারাদোনার ঐতিহাসিক গোল-

কীভাবে কাজ করত এই টেরিসট্টিয়াল

টিভি ? কবে থেকে এটা ভারতে চালু হয়েছে?

এই ব্যাপারগুলোই এখন আলোচনা করব।

টেরিসট্রিয়াল টিভি হচ্ছে টেলিভিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি— গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম ও এক স্বপ্ন ছিল সংস্কৃতি চর্চা ও তার প্রসার। অর্থাৎ নাটক, কবিতা, গান, শিল্পকলার মাধ্যমে নবজাগরণ আাসবে যগে যগে। কবির এই ভাবনার ধারক ও বাহক হিসেবে তৃতীয় ধারার নাটককে আরও জনপ্রিয় করা ও তার সঙ্গে সঙ্গে আর্ট ক্যাম্প, আর্ট এক্সিবিশন, কবিতা, গান ও শিল্পের অন্যান্য মাধ্যম নিয়ে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে শান্তিনিকেতনের পঞ্চবন আর্ট রিসর্ট।

যখন বাঙালির ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি-সংস্কৃতি, লোকাচার পাশ্চাত্যের যাঁতাকলে মিশ্র সংস্কৃতির রূপ নিচ্ছে, তখন সেই সংস্কৃতিকে বাঙালি থেকে প্রতি সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার যে কেউ এখানে এসে কবিতা পাঠ, বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর নাটকগুলি গান, নাটক, শ্রুতিনাটক, নৃত্যুচর্চা



নিজস্ব 'খাপছাড়া মঞ্চে' এই শিল্প চর্চা ও প্রদর্শনের ধারা অব্যাহত থাকবে। বোলপুর-শান্তিনিকেতন ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তেকে

আর্ট রিসর্ট কর্তৃপক্ষের মত, নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে বহু দেশে বহু সময় বিপ্লব এএসছে। এসেছে সভ্যতার জোয়ার। প্রখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ার কলাকশলী, নাট্যকাররা অংশ নেন যখন তাঁর সম্ভ নাটক মঞ্চস্থ করে ্রএখনও। এছাড়া, ওপার বাংলা থেকেই স্বালোড়ন সৃষ্টি করেছে বিশ্বজুড়ে, তার হয়েছে শিল্পীরা এসে এই মঞ্চকে সমৃদ্ধ বহু আগে থেকেই বাংলার শান্তিনিকেতনের এই আর্ট রিসর্ট। করেছে। নাট্যচর্চা ছাড়াও এখানে চিত্র লোকসংস্কৃতিতেই এই ধারা ছিল। এখনও পর্যন্ত একটানা ৩৫টি তৃতীয় প্রদর্শনী, শিল্পকর্মের প্রদর্শনী নিয়মিত এছাড়া, পৃথিবীর ইতিহাসে তৃতীয় ধারার নাটক করেছেন তাঁরা। বড়দিন হয়ে আসছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ধারার নাটক দিন বদলের কথা বলে। মৌলবাদ নয়, চায় মৌলিকতা। তাই পঞ্চবন আর্ট রিসর্ট তৃতীয় ধারার নাটকের সঙ্গে শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের প্রসার ও প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে।

পরিবেশিত হয়। তাদের সংকল্প করতে পারবেন। তার জন্য অবাধ দ্বার এভাবেই ১ বৈশাখ পর্যন্ত তাদের খোলা এখানে। সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নিৰ্মাণ ভাঙল এলাকাবাসী

দখল করে অবৈধ নির্মাণ করছিলেন একজন হাতুডে নেই. মহকুমা শাসককে জানাতে হবে। এদিকে তুণমূলের ডাক্তার। এই নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে নেতাদের সামনে দাঁড় করিয়ে উনি অবৈধ নির্মাণ করে গিয়ে সারা এলাকার ক্ষতি হবে, এই অভিযোগ জানিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন সরকারি দফতরে এই নির্মাণ বন্ধের দাবি জানানো হয়েছিল কিন্তু কোনও ফল হয়নি। শেষে পাড়ার লোকেরা ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছডায় সারা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের ৭ নং ওয়ার্ড, দৌলতপুর এলাকায়। যাব। এখন আমি নিকাশি নালা বন্ধ করিনি, নীচে ফাঁকা নীচুতলা থেকে পুরসভার উপরতলা সব জায়গাতেই সেটিং থেকে কাউন্সিলর সবাই বলেছেন, তাঁরা করতে বলছেনও আছে, বাধা দিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না।

পুরসভাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। পুরসভাতে অভিযোগপত্র আমার কিছু বলার নেই।'

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ২২ মার্চ— সরকারি জায়গা দেওয়া হয়েছিল। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, তাঁর কিছু করার চরম দর্দশা হবে। জানা গেছে. এখানে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র করা হচ্ছে। যিনি চিকিৎসা কেন্দ্রটি করছেন সেই হাতুড়ে একত্রিত হয়ে নিজেরাই সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেন। এই চিকিৎসক সৈয়দ গোসাম হোসেনের বক্তব্য. 'সবাই করছে তাই আমিও করছি। পিডব্লুডি ভেঙে দিলে আমি পিছিয়ে এলাকাবাসীর অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছি। পুরসভায় গিয়েছিলাম অনুমতির জন্য। যেহেতু ডাক্তারবাবু নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি হুমকি দিচ্ছেন রোডস্-এর জায়গা তাই তারা অনুমতি দেয়নি। চেয়ারম্যান না আবার নিষেধও করছেন না।' এই প্রসঙ্গে আরামবাগ এই প্রসঙ্গে এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ পাত্রের বক্তব্য, পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারির বক্তব্য, 'আমি এই 'মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল কুড়ি দিন নির্মাণ করতে নিষেধ করেছিলাম। তা সত্ত্বেও উনি হয়ে গেল তিনি কোনও ব্যবস্থা করেননি। তিনি নাকি করেছেন।এখন স্থানীয় মানুষ যা ভালো বুঝেছেন করেছেন,

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পরিযদের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি – শিল্পী ও কবি দীপ্তি রায়ের সূচনা সঙ্গীতের মাধ্যমে নলিনী গুহ সভাগৃহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা প্রসার পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কমল দে সিকদার বলেন, বর্তমানে নানাভাবে বাংলা ভাষার অবমাননা হয়ে চলেছে।এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন। কবি কৃষ্ণা বসু বলেন, প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের শেষটুকু দিয়েও বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখব। কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেন, জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। আমরা সব মাতভাষাকে শ্রদ্ধা করি। বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক পথীরাজ সেন বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি ১৯শে মে দিনটি পালনেও জোর দিতে হবে। সাহিত্যিক তাপস সাহা এবং আধ্যাত্মিক গবেষক পরিব্রাজক গৌতম বিশ্বাস বলেন, বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রসারে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা প্রসার পরিষদের সম্পাদক সাহিত্যিক সঞ্জীব কুমার রাহা আবেদন করেন, বাংলা ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে অফিস, বাড়ি, দোকান সর্বত্র বাংলা ভাষার সাইনবোর্ড ব্যবহার করুন।

অনষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন পর্ণা ব্যানার্জি, শাশ্বতী ব্যানার্জি, দীপ্তি রায় এবং স্নিগ্ধা মিত্র মুখার্জি। দীপান্বিতা বসু সরকার এবং প্রদীপ দাশগুপ্তের আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। কবি কণ্ঠে কবিতা পাঠ করেন কবি কমল দে সিকদার, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণা বসু, তাপস সাহা, অরুণ ভট্টাচার্য, কুণাল সেনগুপ্ত, জিয়াউল শেখ, পিনাকী বসু, গীতশ্রী সাহা, সর্বানী ঘোষ, চন্দনা মুখোপাধ্যায়, রুদ্রাণী মিশ্র, সজল শ্যাম, ওথেলো হক, নির্মাল্য ব্যানার্জি, সঞ্জীব কুমার রাহা, মুগেন সরকার প্রমুখ। অসাধারণ সঞ্চালনা করেন শুভঙ্কর বিশ্বাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কবি জিয়াউল শেখ।

পূর্ব ভারতের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার সল্টলেকে, স্বাক্ষরিত মউ

নিজস্ব প্রতিনিধি— বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সময়েই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের শাখা অফিস খোলার জন্য কলকাতায় আসছেন সংস্থার প্রতিনিধিরা। সেইমতো মঙ্গলবার কলকাতায় মউ সাক্ষরিত হয়ে গেল পূর্বাঞ্চলের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের। জানা গিয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে সল্টলকে এই ট্রেড সেন্টার গড়ে উঠবে। যা গড়ে উঠলে রাজ্যের অন্তত ৩০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা।

অ্যাসোসিয়েশন এবং মার্লিন গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এদিন মউ (কলকাতা) -এর চেয়ারম্যান সুশীল ওয়ার্ল্ড মোহতা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর আ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের



সাকেত মোহতা। ভারতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের প্রাচীনতম শাখাটি রয়েছে মুম্বইতে। এছাড়া বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, নয়ডা, পুণেতে ওয়ার্ল্ড নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড ট্রেড সেন্টারের শাখা রয়েছে। পূর্ব অথরিটির আওতাধীন এলাকায় তৈরি সেন্টার অ্যাসোসিয়েশন -এর ভাইস ভারতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার তৈরির করা হবে এই বাণিজ্যিক ওয়ার্ল্ড ট্রেড প্রেসিডেন্ট স্কট ওয়াং, মার্লিন গ্রুপ জন্য কলকাতাকে বেছে নেওয়ায় সেন্টারের শাখা। যার ফলে বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের শাখাকেন্দ্র ট্রেড

জানিয়েছেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানা গিয়েছে প্রতিবেশি দেশের সঙ্গে রাজ্যের তথা খোলা অবশ্যই বিরোধীদের

এর ফলে বিশ্বের দরবারে কলকাতা সম্মানের জায়গা পাবে। আন্তর্জাতিক স্তরে ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। বিদেশি লগ্নিকারীরা কলকাতায় শিল্পস্থাপনে আগ্রহী হবে। এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে কেন্দ্র করে ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠবে। অত্যাধনিক মানের প্রশিক্ষণ পেলে কর্মীদের কাজের মানও উন্নত হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার পরামর্শে আরও উন্নতমানের ব্যবসা জন্ম নেবে বলে আশা করা যায়। বিশ্ববাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থাকার ফলে ডিস্ট্রিবিউশানের ক্ষেত্রেও সুবিধে হবে।

আগামী নভেম্বরে বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন হবে। তার আগে এই শহরে দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদার সমালোচনায় জল ঢেলে দেবে।

ইনস্টিটিউট অফ নিউরো ডেভলপমেন্টের অনুষ্ঠানে ডা. শশী পাঁজা



নিজস্ব প্রতিনিধি – ইনস্টিটিউট অফ নিউরো ডেভলপমেন্ট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছিল বীরেন্দ্র মঞ্চে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য অতিথি মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা, পূজা পাঁজা (কাউন্সিলর), ইনস্টিটিউট অফ নিউরো ডেভেলপমেন্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. দীপ্তাংশু দাস প্রমুখ। গ্রোগ্রামটির নাম 'আসমি'। ১১টি বিশেষ বিদ্যালয়কে 'আলোর দিশারী' বিশেষ মনকে আলোকিত করার জন্য এবং তাদের জীবনের যাত্রা গঠনে সহায়তা করার জন্য সমাজের প্রতি তাদের নিবেদিত পরিষেবার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

সিন্ত্রী নিউ ইয়ারে গাছ রোপনের প্রতিজ্ঞায় 'মিঠরি মিটি'

নিজস্ব প্রতিনিধি— পরিবেশকে আরও সবুজ, আরও সুন্দর ও দৃষণ মুক্ত করতে নব প্রয়াস 'মিঠারি মিট্রি'। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় বৃক্ষরোপন করার প্রতিজ্ঞা দেন এই 'মিঠারি মিট্রি'। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দশ লাখ চারাগাছ রোপন করার কাজ শুরু করেছেন তারা। আজ কলকাতার বাইপাশের পাশের ফাঁকা রাস্তার ধারে এক হাজার চারা গাছ রোপন করলো। 'মিঠরি মিট্টি'-র প্রধান সঞ্জয় জয়সিং জাুনান 'পশ্চিমবঙ্গকে আরও সবুজময় করতে, আরো সুন্দর ও দৃষণমুক্ত করতে আমাদের এই প্রয়াস। গাছ মানে মানুষের প্রাণ, তাই আমাদের জীবনকে সুন্দর রাখতে গাছের যত্ন নেওয়া খুব দরকার। আমরা পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় গাছ করা। এই সংস্থার সাথে কোনও রোপনের প্রয়াস ছড়িয়ে দিতে চাই'। সরকারি অনুদান নেই। তারা নিজেরা ওই দিন বাইপাশ এলাকার সবাই মিলে এই প্রয়াস শুরু করেছেন। যোগদান দেন এই প্রয়াসে। সঞ্জয়



ধন্যবাদ দেন। 'মিঠরি মিট্রি'-র প্রধান উদ্দেশ্য হল 'সারা পৃথিবীতে সবুজাভ পশ্চিমবঙ্গের পর সারা ভারতে তারা জয়সিং পুরো এলাকার মানুষকে এই প্রয়াস করতে ইচ্ছুক।

थवरत (দশ-विदम्भ

১ বছরের স্বস্তি আধার-ভোটার কার্ড সংযোগের সময়ে

দিল্লি, ২২ মার্চ-- আধার-ভোটার কার্ড সংযোগ বিষয়ে আপাতত স্বস্তি। আরও এক বছর সময় পাওয়া গেল আধারের সঙ্গে ভোটার কার্ডকে যুক্ত করার জন্য। আগে ঠিক ছিল আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই কাজ করা যাবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে সুযোগ মিলবে ২০২৪-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। গত বছর থেকে আধার নম্বরের সঙ্গে ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বরকে যুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে দেশে। নিব্যচন কমিশন মনে করছে,

এই সংযোগে বাড়তি সুবিধা হবে। একজন নাগরিকের দৃটি পৃথক বিধানসভা বা একই বিধানসভা এলাকায় দুটি আলাদা বুথে নাম আছে কি না আধার সংযোগের ফলে সহজে তা চিহ্নিত করে ফেলা যাবে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার

এই সংযোগের আগেও এই ভাবে ভুয়ো নাম বাদ দিত কমিশন। সংযোগের পর তা প্রায় একশো শতাংশ সম্পন্ন হবে বলে কমিশনের

এই সংযোগে নাগরিকরাও যে



মামলা মোকদ্দমা, সম্পত্তি বিবাদ ইত্যাদিতে নাম-পরিচয় নিয়ে জটিলতা দূর করতে সহায়তা করবে নম্বর বা ই-মেলে ওটিপি আসবে।

নাগরিকেরা নিজেরাই এই সংযোগের কাজটি ঘরে বসে করে নিতে পারেন।

এ জন্য প্রথমে ন্যাশনাল ভোটারস সার্ভিস পোটালি খুলতে হবে। তাতে লগ-ইন করার পর ভোটার তালিকায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে নিজের নামের

বিশেষ সুবিধা পাবে তা হল কোনও জায়গায় আধার কার্ডের নম্বর যোগ করতে হবে। সংযোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে রেজিস্টার্ড মোবাইল

এছাড়া, স্থানীয় বুথে নির্বাচন সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, কমিশন মাঝেমধ্যে শিবির চাল করে। ভোটাররা সেখানে গিয়েও হাতে হাতে সংযোগ সেরে নিতে পারেন। তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই সংযোগ বাধ্যতামূলক নয়। সংযোগ না করালে আধার কার্ড. ভোটার কার্ড অচল হয়ে যাবে না। ভোটদানেও কোনও সমস্যা হবে না ভোটারের।

ভয়াবহ ভূমিকম্পে পাকিস্তানে মৃত অন্তত ১১, আহত শতাধিক



ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ-- মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। শুধু পাকিস্তান নয় একাধিকবার কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি, জম্ম-কাশ্মীর-সহ উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যেও। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন। আহত

মিনিট নাগাদ আফগানিস্তানে প্রথম কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৬.৫। কম্পনের উৎসস্থল আফগানিস্তানের জুর্মের ১৮০ কিলোমিটার গভীরে হলেও পাকিস্তানের খাইবার পাকতুনখাওয়া এলাকা। ওই প্রদেশে কমপক্ষে ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। হু হু করে।

অনেককেই ভরতি করা হয়েছে হাসপাতালে। বিধ্বস্ত পাকিস্তানের ওয়াট ভ্যালি অঞ্চলও। ইতিমধ্যেই সে দেশে এমার্জেন্সি এলার্ট জারি করা হয়েছে।

এ দেশেও পড়ে ভূমিকস্পের প্রভাব। কেঁপে ওঠে দিল্লি, জম্ম ও কাশ্মী, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও রাজস্থানের বিভিন্ন অংশ। মঙ্গলবার রাত ১০টা বেজে ১৭ বাডির বাইরে বেরিয়ে আসেন আতঙ্কিত রাজধানীর বাসিন্দারা। উদ্বেগ প্রকাশ করে টুইট করেন দিল্লির কেজরিওয়াও। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কম্পনের উৎসস্থল দেড়শো কিলোমিটারের চেয়েও গভীর হওয়ার কারণেই এত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এর প্রভাব পড়েছে। তবে ভারতে এখনও পর্যন্ত কোনও

সংখ্যা। হতাহতের খবর নেই। আহতের রূপান্তরকামীদের ১০ বছরের জেল, সঙ্গমে মৃত্যুদণ্ডের বিল পাস



কাম্পালা, ২২ মার্চ-- সমকামীতা এখন অনেক দেশেই বৈধ। তাদের বিয়েতেও সিলমোহর দিয়েছে আমেরিকার মত দেশ। কিন্তু উগান্ডায় এই প্রশ্নেই উত্তাল। তাঁদের বিয়ে করার দাবিকে মান্যতা দেওয়া হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সেই আবহেই মঙ্গলবার উগান্ডার আইনসভা বিল পাশ করে জানিয়ে দিল, রূপান্তরকামী বলে চিহ্নিত হলে কড়া শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ইতিমধ্যেই সে দেশের রূপান্তরকামী মানুষরা যত্রতত্র আইনি বৈষম্য এবং হিংসার মুখোমুখি হচ্ছেন। তার মধ্যেই এই নতুন আইন পাশ হওয়ার পর তাঁদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সংবাদমাধ্যম বিবিসি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, উগান্ডার আইনসভা পাশ হওয়া বিতর্কিত বিলে বলা হয়েছে. রূপান্তরকামী বা এলজিবিটিকিউ হওয়া অপরাধ। এ রকম কাউকে চিহ্নিত করা গেলে তাঁকে ১০ বছর জেলে যেতে হতে পারে। সমকামীদের যৌন সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। সমকামিতা বা রূপান্তরকামিতার প্রচারকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে

উগান্ডা-সহ আফ্রিকার ৩০টিরও বেশি দেশে ইতিমধ্যেই সমকামিতা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই প্রথম রূপান্তরকামীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বিল পাশ করল

এই বিল পাশ করার পর উগান্ডার আইনসভার সদস্য ডেভিড বাহাতি

বলেছেন, 'যা হয়েছে তাতে আমাদের স্রস্তা ঈশ্বর খুশি। আমি আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্য বিলটিকে সমর্থন করি।'

ডেভিডের মতো সে দেশের অনেকেই এই নয়া আইনের সমর্থন করে কথা বলছেন। তাঁদের মতে, রূপান্তরকামিতা রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় আফ্রিকান ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে আঘাত করে। আর সেই কারণেই রূপান্তরকামীদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তবে এই বিলের বিরোধিতা করেও বহু মানষকে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। এই বিল আইনে রূপান্তর করার জন্য শীঘ্রই উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইওওয়েরি মুসেভেনির কাছে পাঠানো হবে। মুসেভেনি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও তিনি দীর্ঘ দিন ধরে রূপান্তরকামীদের

অধিকারের বিরোধিতা করে এসেছেন। এই মাসেই উগান্ডার জিনজা জেলার এক জন স্কুল শিক্ষককে 'অস্বাভাবিক যৌন চর্চা করে অল্পবয়সি ছেলেদের মেয়ে সাজানোর' অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পলিশ।

ফের বিলকিস আর্জি শুনতে রাজি সুপ্রিম কোর্ট

ভূয়ো ভোটার চিহ্নিত করার কাজে



নতুন বেঞ্চ গঠনের আশ্বাস প্রধান বিচারপতির

দিল্লি. ২২ মার্চ— দেশে সাড়া জাগানো বিলকিস মামলা ফের শুনতে রাজি স্প্রিম কোর্ট। মেয়াদ শেষের আগেই ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিবাদে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিলকিস। তাঁর আরজি শুনতে বিশেষ বেঞ্চ গড়বে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার আশ্বাস দিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুড়।

মেয়াদ শেষের আগেই গুজরাটের বিলকিস বানোর ১১ ধর্ষককে মুক্তি দিয়েছে প্রশাসন। এর বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এর আগে চারবার আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বুধবার অবশেষে বিলকিসের আইনজীবী শোভা গুপ্তার আবেদনে সাড়া দিল আদালত। এদিন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পি এস নরশিমা ও বিচারপতির জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চের দৃষ্টি আর্কষণ করেন তিনি। এরপরই নতুন বেঞ্চ গড়ে বিলকিসের আবেদন শোনার আশ্বাস দেন প্রধান বিচরপতি। তিনি জানিয়েছে, "নতুন বেঞ্চ তৈরি করব আমি। আজ সন্ধেই এ বিষয়টি দেখব।"

২০০২ সালে গোধরা হিংসার সময়ে গণধর্ষণ করা হয় ২১ বছর বয়সি বিলকিস বানোকে । দীর্ঘ বিচারের পরে এগারোজন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয় মুম্বইয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত। চোদ্দো বছর জেলে কাটানোর পরে সাজা মকুব করার আবেদন জানায় রাধেশ্যাম শাহ নামে এক দোষী। সেই আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট সরকারকে নির্দেশ দেয়. শাস্তির সাজা পুনর্বিবেচনা করতে প্রথা ভেঙেই এগারোজন দোষীকে মুক্তি দিয়েছে গুজরাট সরকার। স্বাধীনতা দিবসের দিনই জেল থেকে বেরিয়েছে তারা। এর বিরোধিতা করেই শীর্ষ আদালতে

কোভিড বৈঠকে মোদি, রাজ্যগুলির রিপোর্ট তলব কেন্দ্রের

দু'দিনে সংক্ৰমণ এক লাফে ১১৩৪

দিল্লি, ২২ মার্চ-- দেশে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে। রাজ্যগুলিকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন । প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পদস্থ অফিসারদের বৈঠকে ডেকেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পাশাপাশি দুর্যোগ

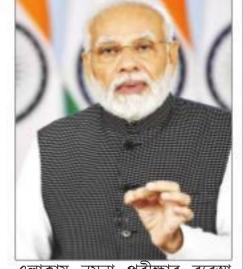
প্রতিরোধ আইনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেরও মোকাবিলায় পদক্ষেপ করার কথা। সংক্রমণের হার পর্যালোচনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই সিদ্ধান্ত নেয় কী কী বিধিনিষেধ আরোপ করা দরকার। মঙ্গলবার পর্যন্ত দেশে কোভিড

আক্রান্ডের সংখ্যা ছিল ৭০২৬। গত

দু'দিনে এক লাফে ১১৩৪ জন

করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মারা গিয়েছেন পাঁচজন। সংক্রমণ সীমাবদ্ধ মূলত ছয়টি বড় রাজ্যে। সেগুলি হল, তামিলনাড়, গুজরাত, কেরল, কন্টিক, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্র। তবে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না। সরকারি

সূত্রে আভাস মিলেছে, জনবহুল



এলাকায় নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করে সংক্রমণ পরিস্থিতি যাচাই করা হতে পারে। নবান্ন সূত্রের খবর, বাংলার করোনা চিত্র মোটেই উদ্বেগজনক নয়। করোনা সংক্রমণের কোনও খবর নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইতিমধ্যে বিমান বন্দরগুলিকে বলা হয়েছে. বিদেশি যাত্রীদের দেহের তাপমাত্রা মাপা এবং অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষা চালু করতে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহার করতে। স্বাস্থ্য সচিব করোনা মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যগুলিকে। আজ প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর জানা যাবে ফের দেশব্যাপী করোনা বিধি আরোপ করা হবে কিনা।

'ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ', মন্তব্য কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের

ইন্দোর, ২২ মার্চ-- দেশ ভাগ হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। তাই দেশভাগের পর থেকেই ভারত 'হিন্দুরাষ্ট্র', এমন বিতর্কিত মন্তব্য করে ফের খবরের বিজেপির সাধারণ শিরোনামে কৈলাস বিজয়বৰ্গীয় সম্পাদক মধ্যপ্রদেশের সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন তিনি।

ইনদওরে কৈলাস ইন্দোরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় উঠে আসে দেশভাগের প্রসঙ্গ। একাংশের মানুষ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে দেওয়ার দাবি জানান। সেই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা

বলেন, 'যখন ভারত ভাগ হয়েছিল, তা ধর্মের ভিত্তিতেই হয়েছিল। দেশভাগের পর পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্র তৈরি হল। দেশের বাকি অংশ

এ প্রসঙ্গে নিজের এক মুসলমান বন্ধুর কথাও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন কৈলাস। জানান, ভোপালে তাঁর এক মুসলমান বন্ধু থাকেন। তিনি রোজ নিয়ম করে হনুমান চালিসা পাঠ করেন। শিব মন্দিরেও যান নিয়মিত। কারণ তিনি মনে করেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা একসময় হিন্দু ছিলেন। কৈলাস বলেন, ''আমি আমার ওই মসলমান বন্ধটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তিনি হনুমান এবং শিবের পূজো করেন? তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন নিজের পারিবারিক ইতিহাস ঘেঁটে তিনি জানতে পেরেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন রাজস্থানের রাজপুত। এখনও তাঁর কিছু কিছু রাজপুত আত্মীয় উত্তরপ্রদেশে থাকেন।"

কৈলাস মনে করেন, দেশের তরুণ সমাজকে বিপথে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে হনুমান চালিসা। তাই তিনি একটি 'হনুমান চালিসা ক্লাব' গঠন করার কথা ভাবছেন বলেও জানিয়েছেন। যে যুবসমাজ মাদকাসক্ত, তাঁদের

'মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও' পোস্টারে ছয়লাপ দিল্লি

পৌঁছে দিতে বলেছিলেন।

আদমি পার্টি অফিসে পোস্টারগুলি

থেকে এ বিষয়ে এখনও কোন

প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তদন্তকারী

যদিও আম আদমি পার্টির পক্ষ

দিল্লি, ২২ মার্চ-- 'মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও'. এমন পোস্টারে ভরে গেছে রাজধানী। খবর পেয়**ে**ই তড়িঘড়ি পরিস্থিতি সামাল দিতে নেমেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে ধরপাকড়। শহরের নানা প্রান্ত থেকে অন্তত ২০০০ পোস্টার সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ১০০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়রে করেছে পলিশ। ইতিমধ্যেই ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দিল্লি পলিশের সন্দেহ আম আদমি পার্টির দিকে। আপের একটি অফিস থেকে পুলিশ একটি ভ্যান গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। সেটির মধ্যে 'মোদি হটাও-দেশ বাঁচাও'

পুলিশের **म**(भश् আপের দিকে

লেখা হাজার দশেক পোস্টার ছিল বলে পুলিশের দাবি।

পুলিশ সূত্রের খবর রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। দিল্লি পুলিশ অভিযানে নেমে প্রায় ২ হাজারের বেশি পোস্টার সরিয়ে দিয়েছে। দিল্লি পুলিশের বিশেষ কমিশনার (আইন ও শৃঙ্খলা উত্তর) দীপেন্দ্র পাঠক বলেছেন, পুলিশ পোস্টার ভর্তি একটি ভ্যানকে আটক করেছে। তদন্তে দেখা গেছে যে এই পোস্টারগুলি আম আদমি পার্টির অফিস থেকে আনা হয়েছে। গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ওই ব্যক্তি স্বীকার করেছেন গাড়ির মালিক তাঁকে আম

পলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন. রাজধানী জুড়ে প্রায় ৫০ হাজার এই

ধরনের পোস্টার সাঁটানোর কথা পোস্টারগুলি ছাপানোর অর্ডার দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রবিবার

তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়ে দলের বক্তব্য জানিয়েছে। তারা সরাসরি পোস্টারের দায়

তবে দলের রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিং বলেছেন, এই পোস্টারের মধ্যে এমন কী আছে যে ছয়জনকে গ্রেফতার, একশো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠুকতে হবে। তাঁর বক্তব্য, মোদি সরকার স্বৈরতন্ত্রের চরমে পৌঁছে গিয়েছে। রাজনৈতিক রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত মহলের একাংশের দাবি, পোস্টার শহরে পোস্টার সাঁটাতে বিপুল নিয়ে পুলিশের বাড়তি তৎপরতার সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয়। কারণ ভিন্ন। জি-২০ সম্মেলন



দু'বছর আগেও এমন একটি ঘটনা সামনে এসেছিল। ওই সময় পুলিশ ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছিল। ২৫টি মামলা দায়ের হয়েছিল।

পুলিশের বক্তব্য, আইন অনুযায়ী পোস্টারের নিচে প্রকাশক এবং ছাপাখানার নাম-ঠিকানা লেখা থাকতে হয়। রাজধানীর দেওয়ার জুড়ে সাঁটা হাজার হাজার পোস্টারে সেই সব তথ্যের উল্লেখ নেই। পোস্টার সাঁটার সময় পুলিশ হাতেনাতে কয়েকজনকে ধরেছে। বুধবার সকালে আম আদমি পার্টি উপলক্ষে রাজধানীতে বিদেশিদের বেড়ে গিয়েছে। আনাগোনা প্রতিদিনই কোনও না কোনও দেশের রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী দিল্লিতে

শহরকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অস্বস্তিকর পোস্টার সরকারের বিরক্তির কারণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে পোস্টার বলেই অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশ বাড়তি তৎপর।

জয়পুর, ২২ মার্চ— কোলাহল মুহূর্তে

পাল্টে গেল কাতর আর্তনাদে।

কয়েক মিনিট আগে যে মেলা

আনন্দের কোলাহলে ভরে ছিল, তা

মুহুর্তেই উবে গিয়ে চিৎকার আর

আতঙ্কের পরিবেশে বদলে গেল।

সোমবার সন্ধ্যায় রাজস্থানের

অজমেরের একটি মেলায় 'টাওয়ার

রাইড'-এর তার ছিড়ে সওয়ারিদের

নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। এই

ঘটনায় ১১ জন আহত হয়েছেন বলে

পুলিশ সূত্রে খবর। তাঁদের উদ্ধার

করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি

করানো হয়। তাঁদের প্রত্যেকের

অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে

পুলিশ। 'টাওয়ার রাইড'-এর

মালিককে আটক করেছে পুলিশ

২০২২ সালে পঞ্জাবে এমনই একটি

দুর্ঘটনা হয়। মোহালিতে একটি

মেলায় ৫০ ফুট উঁচু একটি রাইড

মাটিতে আছড়ে পড়ে। সেই ঘটনায়

পাঁচ শিশু-সহ ১৬ জন আহত

তছরুপ নয় পরিশ্রমের ৫ কোটি কয়েদিদের উপহার দিতে চান ঠগ সুকেশ

পাটনা, ২২ মার্চ-- জন্মদিনে সবারই তো কিছু না কিছু নতুন ইচ্ছে হয়। তা বর্তমানে ২০০ কোটি টাকার দুনীর্তিতে অভিযুক্ত বলে কথা। ঠগ সুকেশ চন্দ্রশেখরের নাকি ইচ্ছে, জন্মদিনে ৫ কোটি টাকা দান করবেন। না. না তিনি টাকা তার বান্ধবী জ্যাকলিন বা নোরাকে দিতে চাইছেন না। সকেশ

উপার্জন করা অর্থ সেই টাকায় দান করে দিতে চান। এটাই হবে তাঁর জন্মদিনের সেরা উপহার।

প্রসঙ্গত, ২০০ কোটি টাকা আর্থিক কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত সুকেশের ঠিকানা এখন তিহার জেল। সেখান থেকেই এই চিঠি সে পাঠিয়েছে। যাতে সমস্ত মিডিয়া বন্ধ, আইনজীবীদের টিম এবং শুভানুধ্যায়ীকে হোলির শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তারপরই জ্যাকলিনের প্রতি

তার ছিড়ে সওয়ারী সহ ७० ফुট निर्ह 'টাওয়ার রাইড'

ঠিক করেছেন তিনি ৫ কোটি টাকা অর্থদান করবেন জেলের কয়েদিদের।

সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, সুকেশ নাকি এই টাকা দিতে চান জেল কয়েদিদের পরিবারকে। কারণ, জেলে বন্দি অনেকেরই পরিবার অর্থকষ্টে ভূগছে। তাঁদের সাহায্যেই হাত বাড়িয়ে দিতে চান সুকেশ। সুকেশ এত টাকা পাবেন কোথা থেকে? সুকেশের আইনজীবী অবশ্য বলেছেন, সঠিক পথে

আসক্তি থেকে দূরে সুস্থ জীবনে ফেরানোর চেষ্টা করবে এই সংগঠন। প্রেম জানিয়ে লিখেছেন, 'আমার মিষ্টি জ্যাকলিন হ্যাপি হোলি'। গেলেন বিলকিস বানো। 'পিতৃতান্ত্রিক' মন্তব্যে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

দিল্লি, ২২ মার্চ-- কোনও মামলার বিচারে কোনওরকম পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা থেকে দেশের সমস্ত আদালতকে বিরত থাকার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট । দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি পিএস নরসিংহর একটি বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাত বছরের একটি ছেলেকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের মৃত্যদণ্ড ঘোষণা হলে, সেই সাজার পুনর্বিবেচনার আবেদনের মামলায় এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ।

ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড পুনর্বিবেচনার ওই আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তা খারিজ করে আদালতের তরফে জানানো হয়ছে, 'বাচ্চা ছেলেটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খুন করার ঘটনায় তার মা-বাবা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মা-বাবার এই একমাত্র সন্তান হারানোর বেদনার সঙ্গে এই উদ্বেগও মিশে রয়েছে, তাঁদের



তাঁদের দেখবে, কে-ই বা তাঁদের পরিবারকে দেখবে। এটা শুধু একটা নৃশংস খুন নয়, এটা গোটা পরিস্থিতিকেই চরম সমস্যায় ফেলে

নতন করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে. প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচড়ের নেতৃত্বে থাকা সূপ্রিম কোর্টের বিশেষ

বেঞ্চ। ডিওয়াই চন্দ্রচূড় নিজে সেই রায়ে লিখেছেন, 'এইরকম ভয়ংকর খুনের মামলায় আদালতের এটা মোটেই বিচার করার কথা নয়, যে খুন হওয়া শিশুটি কন্যাসন্তান নাকি পত্রসন্তান। নিহত শিশুর লিঙ্গ যাই আদালতের এই মন্তব্য নিয়েই হোক না কেন, ঘটনাটি সমান দুর্ভাগ্যজনক। কেবল পুত্রসন্তান হওয়ার কারণে সে ভবিষ্যতে মা-বাবার দায়িত্ব নিত, এমন ভাবনাকে

প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় আদালতের। এই ধরনের মন্তব্য পিতৃতন্ত্রের ধারক-বাহক, কোনও আদালতেরই এই ধরনের কথা বলা উচিত নয়।

আদালতের পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা-না-করা নিয়ে আলোচনা এই প্রথম নয়। ২০২১ সালে অপর্ণা ভাট বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি বিশেষ মামলায় আদালতের রায়ের পরে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকে। সে সময়ে। সুপ্রিম কোর্ট এই নিয়ে গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল।

ওই মামলায় দেখা গিয়েছিল, যৌন হেনস্থার মামলায় অভিযক্ত যেন রাখি পরিয়ে অভিযোগকারিণীকে, এমনই শর্ত দিয়ে অভিযুক্ত যুবককে জামিন দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট।

এর যুক্তি হিসেবে আদালত একাধিক পিতৃতান্ত্ৰিক মন্তব্য করেছিল, যেমন: (১) মহিলারা শারীরিক ভাবে দুর্বল হন এবং তাঁদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। (২) মহিলারা যেহেতু নিজেরা নিজেদের

সিদ্ধান্ত নিতে পারে না. তাই পুরুষরাই পরিবারের মাথা হন এবং পারিপারিক সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এমনটাই মেয়েদের মেনে নেওয়া উচিত। (৩) 'ভাল' মহিলারা যৌনতার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হন, তথা সতী হন। (৪) সব মহিলারই দায়িত্ব মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা এবং বাচ্চাদের সব দায়িত্ব নেওয়া। (৫) মদ, সিগারেট খাওয়া মহিলারা পুরুষদের যৌনতার বার্তা দেন। (৬) কোনও মহিলার যৌন হেনস্থার অভিযোগে যদি শারীরিক ক্ষতির তেমন চিহ্ন না মেলে, তাহলে এমনও হতে পারে. সেই মহিলার সম্মতিতেই যৌনতা হয়েছে।

এই মন্তব্যগুলির পরেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আইনের অঙ্গনেই। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, কোনও আদালতই যেন কোনও মামলায় এই ধরনের পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য না করে। ফের আরও একবার খুনের মামলার সাজা বহাল রাখতে গিয়ে এই ধরনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম

হয়েছিলেন। 'থালাইভি'-র জন্য বিপত্তি কঙ্গনার, মোটা টাকা ক্ষতিপুরণের দাবি

মুম্বই, ২২ মার্চ— গত কয়েক বছরে কঙ্গনার ঝুলিতে বলার মতো কোনও হিট নেই। অভিনেত্রীর শেষ হিট সিনেমা ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া 'তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস'। আর তার ওপর বাড়তি ঝামেলা। বক্স অফিসে ছবি ব্যর্থ হওয়ায় আর্থিক ক্ষতিপূরণের মুখে পড়তে চলেছেন কঙ্গনা রানাউত। খবর শোনা যাচ্ছে, ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া 'থালাইভি' সিনেমার জন্য বিপত্তি কঙ্গনার। সিনেমা হলে দর্শক টানতে পারেনি জয়ললিতার বায়োপিক। এই অভিযোগে চাওয়া হয়েছে মোটা টাকা ক্ষতিপুরণ।

অভিনয় জগৎ থেকে রাজনীতিতে



এসেছিলেন জয়ললিতা। তামিলনাড়র প্রথম নারী ও সর্বকনিষ্ঠ মখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এই চরিত্রেই

অভিনয় করেন কঙ্গনা। এ. এল, বিজয় পরিচালিত ছবির জন্য নিজের ভোল পালটে ফেলেছিলেন। বাডিয়েছিলেন ওজন। কিন্তু তামিলনাড়তে ব্যবসা করলেও দেশের বাকি অংশে সেভাবে চলেনি 'থালাইভি'। শোনা গিয়েছে, কঙ্গনার এই ছবির

ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এক সংস্থা ছ'কোটি টাকা অগ্রিম হিসেবে দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা উসুল হয়নি। ফলে টাকা ফেরত চেয়ে ই-মেল মারফত চিঠি পাঠানো হয়েছে। যদি তার কোনও সদুত্তর না পাওয়া যায়। তাহলে হয়তো অভিযোগকারী সংস্থা আইনি পথে হাঁটতে পারে।



শীর্যস্থান হারালেন সিরাজ

দিল্লি— ভারতের তারকা পেসার সিরাজ শীর্যস্থান হারালেন। সাদা বলের ক্রিকেটে ভালো পারফরমেন্স করে দেখানোয় বোলারদের ব্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরস্থানে উঠে এসেছিলেন সিরাজ। বুধবার আইসিসি ঘোষিত র্যাঙ্কিংয়ে দু'ধাপ নেমে এখন তিন নম্বরে জায়গা পেলেন সিরাজ। এক নম্বরে উঠে এলেন অজি পেসার জশ হ্যাজেলউড এবং দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। সিরাজ ছাড়া প্রথম দশের

তালিকায় আর কোনও ভারতীয় বোলার জায়গা পাননি। এদিকে, টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় প্রথম দশের বাইরে চলে গেলেন রোহিত শর্মা। অবশ্য বিরাট কোহলি নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন। বোলারদের তালিকায় জিমি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছেন রবিচন্দন অশ্বিন। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। অলরাউন্ভারদের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। তবে বলে রাখা ভালো, গাড়ি দুর্ঘটনার পর এখনও

পদক নিশ্চিত ভারতের

দলের বাইরে থাকা ঋষভ পন্থ

একমাত্র ভারতীয় ব্যাটসম্যান যিনি

নবম স্থানে রয়েছেন। এছাড়া বিরাট রয়েছেন তেরোতম স্থানে।

দিল্লি— নীতু এবং সুইটি মহিলাদের চ্যাম্পিয়নশিপের নিজেদের ব্যক্তিগত বিভাগে পদক নিশ্চিত করলেন দেশের হয়ে বধবার। নীত (৪৮ কেজি) ও সুইটি বোরা (৮১ কেজি) বিভাগে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে ফেলেছেন। সাক্ষী চৌধরী. গতবারের ব্রোঞ্জ পদক জয়ী মণীশা শেষ চারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি।

করোনা টিকা বিতর্কে জোকার

লন্ডন— আবারও করোনা টিকা বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন নোভাক জোকোভিচ। টিকা না নেওয়ার জন্য জোকার অংশ নিতে পারবেন না ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মিয়ামি টেনিস প্রতিযোগিতায়। মার্কিন



সরকারের পক্ষ থেকে কড়া নিয়ম রয়েছে। করোনার টিকা না নেওয়া বিদেশিকে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তবে উদ্যোক্তাকারীদের পক্ষ থেকে পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে জোকার খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা বিফলে যায়। আশা করা হচ্ছে মে মাসের পর এই নিয়মে কিছুটা পরিবর্তন আনা হতে পারে এবং জোকার ইউএস ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

কলকাতা ঘোড়দৌড়

শিবনাথ দাস

বৃহস্পতিবার কলকাতায় ৬ বাজি। প্রধানবাজি এডজুডিকেট কাপের বাজি। লড়াই হওয়া উচিত স্টকব্রিজ ও ইস্টউড এর মধ্যে। প্রথমবাজি(২.৪৫) কমপ্লায়েন্স ১, রিগান ২, ইভিয়ান স্টার ৩। দ্বিতীয়বাজি(৩.১৫) হুরাস দ্য গ্রেট ১, জিন লাফেট ২, মাখতুব তৃতীয়বাজি(৩.৪৫) ইনামোরাতা ১, মাউন্ট রেনো ২. এমরেস ৩। চতুর্থবাজি(৪.১৫) সুইট লেগাসি ১, অ্যাবেনগেটর ২, ট্রপিক্যাল লেডি পঞ্চমবাজ(৪.৪৫) স্টকব্রিজ ১. ইস্টউড ২, টিগরিও ৩। ষষ্ঠবাজি(৫.১৫) প্রসপরাস প্রিন্স ১, বিউটিফুল ২, এডমাভ ৩। দিনের সেরা : স্টকব্রিজ।

विश्वज्य करत घरतत (यर् রচা ঘরে ফিরল

নিজস্ব প্রতিনিধি— ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরল... বাহান্ন দিন পর রিচা ঘোষ বুধবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রাখলেন। ভারতীয় দলের মহিলা ক্রিকেটার বঙ্গ তনয়া রিচা বিমানবন্দরে পা রাখতেই সম্বর্ধনা ও সমর্থকদের উচ্ছাসের মধ্যে ভেসে যান। ঘরের মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন বাবা তবে মহিলাদের আইপিএল মানবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে রিচা সোজা চলে যান শিড়িগুড়ির সাংবাদিক

সেখানে রিচাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার রিচা ঘোষ চলতি বছরে জানুয়ারি অনুধর্ব-উনিশ টি-

করতে জানে অস্ট্রেলিয়ার

ক্রিকেটাররা সেটা তারা লাল

বলের ক্রিকেটেও প্রমাণ করে

টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন। তবে তারপরেই বডদের দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে নামলেও সেখান স্বপ্নপুরণ হয়নি। তবে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরও ঘরে ফিরতে পারেননি রিচা। আসলে মহিলাদের আইপিএলে বেঙ্গালুরু দলের হয়ে খেলছিলেন

থেকে বেঙ্গালুরু ছিটকে যাওয়ায় অবশেষে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরতে পারল... বাহান্ন দিন পরে রিচা ঘরে ফিরলেন বিশ্বকাপ জয়ের। ঘরে ফিরতে পেরে বেজায় খুশি রিচা। এবং তাঁর কাছের মানুষদের ভালোবাসা ও আদরে তিনি আপ্লুত। 'খুব ভালো লাগছে সকলকে আবারও একসাথে

পেয়ে। জানি আমার মা আমার জন্য প্রিয় খাবারগুলো করে রাখবে। অনেকদিন পরে আবার সকলের সঙ্গে একসঙ্গে মজা করে সময় কাটাতে পারব। তবে হাাঁ, জানি না মা কি রান্না করছে আমার জন্য। পুরোটাই আমার কাছে সারপ্রাইজ গিফটের মতন। কিন্তু আমাকে নিয়মের বাইরে বেরোলে চলবে না। নিজেকে ফিট রাখতে হবে। তাই সবকিছু খেতে ইচ্ছা করলেও খেতে পারব না,' এমন কথাই বলেন রিচা।

তবে ঘরে ফিরে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রিচা। কারণ শিলিগুড়ির ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে তিনি বেজায় অসন্তুষ্ট। তিনি বলেন, এখানে খেলার মাঠ নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে। আগেও

অনেকবার বলেছি এখনও বলছি জানি না কবে কাজ হবে। যাঁরা দায়িত্বে রয়েছে আশা করি এবার তাঁরা বিষয়টাকে ভালোভাবে দেখবেন। আমাদের জেলার ছেলেমেয়েরা কিছুতেই নিজেদের ক্রীড়া দক্ষতা দেখাতে পারছে না পরিকাঠামো না থাকায়। ওরা জেলার বাইরে এগোতেই পারছে না। এখানে তো আগে মেয়েদের মাঠে ঢুকতে দেওয়া হত না। সেই সমস্যাটা অবশ্য আজ মিটেছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। আমাদের আগামী প্রজন্মের কথা ভাবতে হবে। সিএবি অনেক সাহায্য করেছে। সেই সাহায্যগুলো আমাদের কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে উন্নতি ঘটাতে

বিরাটের তৈরি করা মঞে বাকিরা ব্যর্থ হলেও, শেষদিকে लफ़ेरि ठालात्न र्गिक

দেখিয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে সাদা বলের ক্রিকেটে। বিদেশের মাটিতে খেলতে নেমে সহজেই ক্যাঙারুদের দেশের ক্রিকেটাররা মাথানত করার পাত্র নন সেটা তারা বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে প্রথম দু'টি টেস্টে হারলেও তৃতীয় টেস্টে জয় ও চতুর্থ টেস্টে ড্র করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। সিরিজ হারলেও আফশোস নেই কারণ তারা লড়াই করে ফিরে আসার যোগ্যতা দেখিয়েছেন। তাতেই সকলে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। একদিনের ক্রিকেটের সিরিজেও প্রথম ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে দুরন্ত কামব্যাক করে চিপকে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচে লডাই জমিয়ে দেন অজি ক্রিকেটাররা। তবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ঘরের মাঠে মান বাঁচানোর যথেষ্ট লড়াই চালায়। অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে বুধবার প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে ওপেনিংয়ে অজি দলের পরিবর্তন আনা হয়। ট্রেভিস হেড ও মিচ মার্শ নামেন। তাঁদের প্রথম উইকেটে আট্যট্রি রানের পার্টনারশিপ দলকে ভালো শুরু করে দেয়। তবে হার্দিক পান্ডিয়া মিচ মার্শ, স্টিভ স্মিথ ও ট্রেভিস হেডকে আউট করে অজি দলকে ধাক্কা দেন। কিন্তু চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ওয়ার্নার ও লাবশানে দলকে কিছুটা টানলেও সেভাবে এগিয়ে দিতে পারেননি। একটা সময় ১৩৮ রানের মধ্যে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু, শেষদিকে অ্যালেক্স কেরির আটত্রিশ. স্টোনিসের পাঁচিশ ও সিন অ্যাবটের



২৬৯ রান তোলে। ভারতের হয়ে সিরাজ ও অক্ষর দৃটি ও হার্দিক ও কুলদীপ যৌথভাবে তিনটি করে উইকেট পান। ২৭০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ভারতীয় দুই ওপেনার রোহিত ও শুভমন ভালোই ইনিংসের শুরু করেছিলেন। দু'জনে মিলে পঁয়ষট্টি রানের পার্টনারশিপ গড়ে দেন। কিন্তু, বারো রানের মধ্যে দুই ওপেনার আউট হয়ে যাওয়ায় চাপে পড়ে যায় ভারত। কিন্তু সেই চাপ কাটিয়ে দলকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান বিরাট ও লোকেশ রাহুল জুটি। দু'জনে মিলে ততীয় উইকেটে অর্থশতাধিক রানের পার্টনারশিপও যোগ করে দেন। কিন্তু রাহুল ব্যক্তিগত বত্রিশ রান করে আউট হয়ে গেলেও বিরাট চুয়ান্ন রানের সুন্দর একটি ইনিংস খেলেন। তবে ভারতীয় শিবিরে জোড়া ধাক্কা দেন আগর দুই বলে বিরাট ও সুর্যকে আউট করে। এই নিয়ে সূর্যকুমার যাদব টানা তিন ম্যাচে শূন্য রান করে

আউট হয়ে যান। শেষপর্যন্ত দলকে

ডিআরএস সমস্যা মিটছে না ভারতীয় দলে

চেন্নাই— ডিআরএস সমস্যা যেন মিটছে না ভারতীয় দলে... টেস্ট সিরিজ থেকে শুরু করে একদিনের ক্রিকেট। এই সমস্যা বার বার দেখা যাচ্ছে। এখন ভারতীয় দল হাসির খোরাক হয়ে গিয়েছে এই ডিআরএসের জন্য। বুধবার তৃতীয় একদিনের ম্যাচেও এমন সমস্যা দেখা গেল। আবারও রেগে গেলেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ভারতীয় অধিনায়ককে শান্ত করার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিলেন কুলদীপ যাদব। ঊনচল্লিশতম ওভারে এই ঘটনাটি ঘটে। কলদীপের বল বঝতে না পারায় অ্যাস্টন আগর তা আটকান। কিন্তু বলটি লেগেছিল প্যাডে। সঙ্গে সঙ্গে কুলদীপ আম্পায়রকে আবেদন করলেও তা নাকোচ করে দিয়ে নটআউট দেন। কিন্তু কুলদীপ মানতে নারাজ। সঙ্গে সঙ্গে রোহিত এগিয়ে আসেন। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন। উইকেটকিপার লোকেশ রাহুলও বলেন বল উইকেটে লাগেনি। তবে শেষপর্যন্ত রোহিত দু'সেকেন্ড সময় বেঁচে থাকার সময় সিদ্ধান্ত নেন ডিআরএসের। সঙ্গে সঙ্গে কুলদীপ মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিলেন। আসলে তিনি কি মজা করছিলেন? রোহিত এটা একেবারে মেনে নিতে পারেননি। তিনি সঙ্গে কুলদীপের ওপর রেগে যান। কারণ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি ওই সময় ইয়ার্কিটা পছন্দ করেননি। এবং কুলদীপের দোষে একটি রিভিউও নষ্ট হয়।

জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাদেজা। শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী বিয়াল্লিশ ওভারে ভারত ছয়

উইকেট হারিয়ে ২১৬ রান তলেছে। সিরিজ ও ততীয় ম্যাচে জয়ের জন্য তখনও প্রয়োজন

প্রাক্তন জার্মান বিশ্বকাপার মিডফিল্ডার মেসুট ওজিল বুট জোড়া তুলে রেখে নিজের ফুটবল কেরিয়ারে ইতি টানলেন

সারাজীবনের জন্য তলে রাখলেন জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য প্রবাদপ্রতীম মিডফিল্ডার মেসুট ওজিল। নানান কারণে ও রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় ২০১৮ সালে জার্মানি দল থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

ছাব্বিশ রানে ভর করে অস্ট্রেলিয়া

তবে বুধবার চৌত্রিশ বছর বয়সী জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। মেসুট ওজিল জাতীয় দলের হয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক কিন্তু তিনি এবার তাঁর বুট জোড়া সারাজীবনের ভালো, রিয়েল মাদ্রিদ ও আর্সেনালের তারকা খেলোয়াডদের

বার্লিন — নিজের বুট জোড়া এবার মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই জার্মান মিডফিল্ডার। যদিও তাঁকে নানাভাবে সমালোচিত হতে হয়েছিল। তবে তিনি মাঠে নেমে নিজের খেলার দ্বারা সেই সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন। এমনকি, তুর্কি এরদোগানের সাথে ছবি তোলার

পরে তাঁর তুর্কি শিকডের জন্য খেলা ছেড়ে দিলেও ক্লাবের খেলা জার্মানিতে যে 'বর্ণবাদ এবং অসম্মান'এর মুখোমুখি হয়েছিল তাও উল্লেখ করেন। মেসুট ওজিল জন্য তুলে রাখলেন। বলে রাখা জার্মানির একজন তারকা মিডফিল্ডার ছিলেন সেটা নিশ্চিন্তে বলা যেতেই পারে। তিনি মোট

পাঁচবার জার্মানির বর্ষসেরা আমার শরীর সেইভাবে আর দিচ্ছে খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। এবং না। ২০১০ বিশ্বকাপ, ২০১২ ইউরো-র সেমিফাইনাল এবং ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি দলের সদস্য ছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ ট্যুইট করে ওজিল লেখেন, 'আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দেখতে দেখতে হলো তো প্রায় সতেরো বছর খেলে ফেললাম। আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আমি সকলের কাছে কতুজ্ঞ। তবে আমি ভেবেছিলাম আরও কিছুদিন খেলা চালিয়ে যাব। কিন্তু সেটা আর সম্ভব নয়। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এবং নিজেও অনুভব করছি

বেশিরভাগ সময়ই চোট আঘাতের মধ্যে জডিয়ে পডছি। তাই এই সিদ্ধান্তটা আমায় এবার নিতেই

দেশ এবং ক্লাবের হয়ে মেসুট ওজিল মোট ৬৪৫ টি ম্যাচ খেলে ১১৪ টি গোল করেছেন এবং ২২২ টি পাস বাড়িয়েছেন। বলে রাখা ভালো, রিয়েল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে ওজিল ১০৫ টি ম্যাচ খেলেছেন এবং

গোল করেছেন উনিশটি। এছাড়াও বিভিন্ন ক্লাবে ওজিল সুনামের সঙ্গে খেলা চালিয়ে

টসের পরেও অধিনায়করা প্রথম একাদশ বাছতে পারেন

দিল্লি— হাতে গোনা মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা... এরপরেই শুরু হতে চলেছে আইপিএল। ৩১ মার্চ আমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাত টাইটান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। যদিও ঘাবড়ে গেলে চলবে না কারণ এখন ভারতের মাটিতে চলছে মহিলাদের আইপিএল। এরপর এই মাসের শেষেই শুরু হতে চলেছে পুরুষদের আইপিএলের মহড়া। যোলোতম আইপিএলের মরশুম শুরু হওয়ার আগে নিয়মে কিছু বদল আনা হল বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে। করোনাকালীন সময়ে আইপিএল আয়োজনে কোনও দলকে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হয়নি। তবে এখন সবই স্বাভাবিক। তাই পুরানো ছন্দেই এবারে আইপিএল ফিরে আসছে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটা দলই হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলার সুবিধা পাচেছ। এবারের আইপিএলে আসতে চলেছে নতুন তিনটি নিয়ম। তবে কি সেই নিয়ম... দেখে নেওয়া যাক এক নজরে।

প্রথমত : বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবারে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে। এতদিন কেন ক্রিকেটের নিয়মান্যায়ী টস করার সময় দুই দলের অধিনায়ক তাদের প্রথম একাদশের কথা জানাতেন। কিন্তু এবার থেকে এই নিয়মে কিছুটা পরিবর্তন আনা হল। যোলোতম আইপিএলের সংস্করণে দলগুলো পাবে বিশেষ সুবিধা। অধিনায়করা টস করার সময় দু'টি প্রথম একাদশ গড়ে নিতে পারবেন। টসের পরে অধিনায়ক নিজের পছন্দ মত প্রথম একাদশ জানাতে পারবেন।

নিয়মে পরিবর্তন আইপিএলে



দ্বিতীয়ত : ক্রিকেটের নিয়মান্যায়ী নির্দিষ্ট ওভার নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে না পারলে ম্যাচ শেষে অধিনায়ককে জরিমানা দিতে হত। কিন্তু এবার থেকে আইপিএলের আসরে যদি কোনও দল নির্দিষ্ট সময়ে খেলা শেষ করতে না পারে তাহলে তিরিশ গজ বৃত্তের বাইরে পাঁচজনের জায়গায় তারা চারজন ফিল্ডারকে রাখতে পারবে এটাই শাস্তি বলা যেতে পারে। এই শাস্তির ফলে ব্যাটিং দল সাহায্য পাবে তা এক কথায় নিশ্চিত।

তৃতীয়ত: এবার থেকে ফিল্ডার ও উইকেটকিপারকে বিশেষ সতর্ক

থাকতে হবে। ফিল্ডিং করার সময় নিয়ম-বহিৰ্ভূত ভাবে নড়াচড়া করলে তারও শাস্তি পেতে হতে পারে ফিল্ডিং দলকে।

যদি বল করার সময় উইকেটকিপার নিয়ম বহির্ভূতভাবে নডাচডা করে তাহলে ব্যাটিং করা দলকে পাঁচ রান পেনাল্টি দেওয়া হতে পারে। অথবা সেই বলটিকে ডেড বল হিসাবেও ধরা হতে পারে। কিন্তু, পাঁচ রান পেনাল্টি পাবে ব্যাটিং করা দলটি। কোনও ফিল্ডারও যদি এই একই কাজ করে শাস্তি কিন্তু একই থাকবে। সেখানে কোনও হেরফের থাকছে না নিয়মে।

শুধু আইপিএলই নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেও ছিটকে যেতে পারেন শ্রেয়স: সূত্র



মুম্বই — দেখতে দেখতে সময় এগিয়ে আসছে... সময় যে কারোর জন্য বসে থাকেনা সেটা আমরা সকলেই জানি। ঠিক তেমনই আইপিএল শুরু হওয়ার আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। সেখানে ষোলোতম আইপিএল শুরু হওয়ার আগে বড়সড় ধাক্কা খেতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। চোটের জন্য আগেই অনিশ্চিত

কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। তবে তিনি প্রথমদিকে খেলতে

আইপিএলের আসরেই নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসর থেকেও ছিটকে যেতে পারেন। চোট সারিয়ে শ্রেয়সের দলে ফিরতে ফিরতে সময় যা লাগবে

"মাঠে ফিরতে সময় লাগবে চার থেকে পাঁচ মাস"

পারবেন না কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নামতে পারবেন এমন কথা শোনা গিয়েছিল যেমন ঠিক তেমনই আবার শোনা গিয়েছিল শ্রেয়স হয়তো গোটা মরশুমেই

নাইটদের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পারবেন না তাঁর চোটের জন্য। পিঠের যন্ত্রণার জন্য এমনিতেই তিনি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে আর খেলতে নামতে পারেননি। তাই আশা করা হচ্ছে শ্রেয়সের চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে সময় লাগবে চার থেকে পাঁচ মাস। এরফলে শ্রেয়স শুধ

সেখানে যখন তিনি কামব্যাক করবেন তখন ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী, 'চিকিৎসকরা আইয়ারকে পরামর্শ দিয়েছেন সার্জারি করানোর জন্য। আপাতত তিনি লন্ডনের স্পেশালিস্ট চিকিৎসকদের চিকিৎসার তত্ত্ববিধানে রয়েছেন। তবে ওখানেও সার্জারি হতে পারে অথবা যদি ভারতে এই সার্জারি করানোর সুযোগ থাবে তাহলে এখানেও হতে পারে।' এই চোটের জন্য আগেও ভুগতে হয়েছিল

আজ নৈহাটি স্টেডিয়ামে ছোটদের ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি— সে ছোট হোক বা বড় হোক মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হলে উত্তেজনার পারদ চড়চড় করে বাড়তে থাকে। বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভালপমেন্ট ফুটবল লিগের ডার্বি ম্যাচের অংশ নেবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই ম্যাচের জন্য। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন খেলায় কোনও রকম অশান্তি যাতে না হয় তার জন্য সব রকম প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ দর্শকদের জন্য বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শকরা মাঠ থেকেই ওই কার্ড সংগ্রহ করে প্রবেশ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে দুই দলের ফুটবলাররা অনুশীনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। দুই দলই চাইছে ম্যাচটা জিতে নিজেদের দক্ষতা প্রকাশ করতে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কলকাতা হকি লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল হার স্বীকার করে মোহনবাগানের কাছে। তারপরে আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হবার পরে মোহনবাগানের পুরো শিবির আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। সেই কারণে মোহনবাগানের ছোটরাও প্রমাণ করতে চাইবে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার পথকে সহজ করতে। এদিকে বুধবার নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ ও জামশেদপুর এফসি মুখোমুখি হয়েছিল। এই খেলায় জামশেদপুর ৪-১ গোলে নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘকে পরাস্ত করে। জামশেদপুরের হয়ে আমজাদ খান তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। অন্য গোলটি করে নিখিল বার্লা। আর সুরুচি সংঘের হয়ে ব্যবধান কমিয়েছে অসিত হেমব্রম। এদিন উত্তর প্রদেশের মথুরায় সিনিয়র জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য কলকাতা থেকে বাংলার খেলোয়াড়রা রওনা দিলেন। আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি বাংলা দলের খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বাংলা মহিলা দলকে স্পনসর করল সেনকো গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড। বাংলা দলের প্রথম ম্যাচ ২৫ মার্চ খেলবে অরুণাচলের বিরুদ্ধে।

জোড়া মাইলফলকের সামনে মেসি

দিল্লি— বিশ্বকাপ জয়ের তিন মাস পর আবারও মাঠে নামতে চলেছে বিশ্বকাপজয়ী দল আর্জেন্ডিনা। বন্ধুত্বপূর্ণ খেলায় মেসিরা প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে পানামার। এই ম্যাচের পাঁচদিন পরই মেসিরা খেলতে নামবে ২৭ মার্চ কুরাকাওয়ের বিরুদ্ধে। তবে এখন এই ম্যাচ দুটোর দিকে নয় নজর সকলের রয়েছে মেসির দিকে। কারণ মেসি সামনে জোড়া নজির গড়ার সুযোগ রয়েছে। আর একটি গোল করতে পারলেই মেসি তাঁর ফুটবল জীবনে আটশো গোল করে ফেলবেন। এখন তাঁর গোলের সংখ্যা ৭৯৯ টি।

এছাড়া দেশের হয়ে শততম গোল করার সুযোগ রয়েছে মেসির সামনে। এখনও পর্যন্ত দেশের জার্সি গায়ে মেসি আটানব্বইটি গোল করেছেন মেসি যেমন জোড়া মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে। তেমনই বিশ্বকাপ জয়ীদের খেলা দেখার জন্য সমর্থকদের উচ্ছাস চোখে পডার মতন।

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্ধ। Reg No. WBBEN/2004/13865.



